আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ফের ৮ মামলা



ঢাকা ডেস্ক: শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী কম্পানির লভ্যাংশ দাবি করে গ্রামীণ টেলিকম লিমিটেডের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৭ || সোমবার || কার্তিক ২৯ || ১৪২৯ || রবিউস সাঃ ১৯ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 07 || 14 November || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ষ্টেট সিনেটে ৪ বাংলাদেশী-আমেরিকানের জয়

‘উল্লসিত বাইডেন ঃ ‘রিপাবলিকান দল মৃত’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ বছরের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে সবচেয়ে ভাল ফল করেছেন জো বাইডেন। তার দল ডেমোক্রেটরা প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছেন। ফলে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উল্লাস প্রকাশ করেছেন। সেখান থেকে তার কোপ২৭ সম্মেলনে যোগ দেয়ার কথা। সেখান থেকে উচ্ছবসিত প্রশংসা করেছেন বাইডেন।



ছবিতে বা থেকে শেখ রহমান, আবুল খান, মোহাম্মদ রহমান ও নাবিলা ইসলাম

নির্বাচনের ফল নিয়ে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। বলেছেন, এখন রিপাবলিকানদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত তারা আসলে কারা। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তিনি এখন জর্জিয়ার উপনির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেবেন। এ অবস্থায় রিপাবলিকান দলের সিনেটর জোশ হাউলি হতাশা প্রকাশ করেছেন। রিপাবলিকান দলকে বলা হয় ‘গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি-জিওপি’ বা সবচেয়ে পুরনো দল। তিনি এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন- প্রাচীণ দলটি এখন মৃত। জোশ হাউলি মিসৌরি থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এক সংক্ষিপ্ত টুইটে তিনি দলের পারফরমেন্স নিয়ে ওই একটি বাক্য লিখেছেন। অনলাইন বিবিসি লিখেছে, **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্রেটদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডেমোক্রেটদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন রাজনীতিতে নবাগত ক্যাথেরিন কর্টেজ মাস্তো। সেখানে সর্বশেষ ক্লার্ক কাউন্টির ভোট গণনায় তিনি যেন তুরুপের তাস ছুড়ে দিয়েছেন। তাতেই ডেমোক্রেটরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে। অথচ মাত্র ৬ বছর আগে তিনি এই রাজ্য থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। হয়েছেন সিনেটর। তিনি এবার হারিয়ে দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের অনুমোদন দেয়া প্রার্থী এডাম ল্যাক্সাল্টকে। ক্লার্ক কাউন্টিতে মোট ২৩,২০০ ভোট গণনা করা হয়েছে। তাতে ক্যাথেরিন পেয়েছেন ১৪,১০০ ভোট। যা মোট ভোটের শতকরা প্রায় ৬০.৪ ভাগ। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান এডাম ল্যাক্সাল্ট পেয়েছেন ৯২০০ ভোট। যা মোট ভোটের শতকরা ৩৫.৪ ভাগ। অর্থাৎ দ্বিগুন ভোটের ব্যবধান তাদের। ফলে সিনেট নিয়ে আর কোনো ভাবনা নেই আপাতত ডেমোক্রেটদের। আগামী ৬ ডিসেম্বর জর্জিয়াতে যে উপনির্বাচন হওয়ার কথা, তার ফলাফলে তাদের এখন আর কিছুই এসে যায় না। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ফরেন পলিসির নিবন্ধ

পুতিনের দুনিয়া এখন আরও ছোট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের সফল পাল্টা আক্রমণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে রুশ বাহিনী। এমনকি ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com



নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য দলে তোপের মুখে ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের তুলনামূলক খারাপ ফলের জন্য রিপাবলিকান দলের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়

স্পোর্টস ডেস্ক: মেলবোর্নে ফিরল না ৯২ বিশ্বকাপের স্মৃতি। ইমরান খান হতে পারলেন না বাবর আজম। ফাইনালের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বারের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

THANKSGIVING Special



ইত্যাদি
ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

Whole Turkey $145

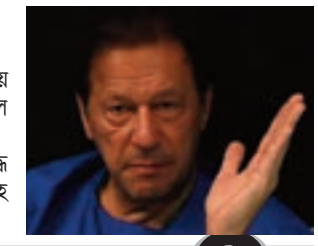
Half Turkey $85

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

পিছু হটবেন না ইমরান খান



ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ইসলামাবাদ অভিমুখে লংমার্চ চালিয়ে যেতে বলেছেন। সমর্থকদের উদ্দেশে গতকাল তিনি বলেন, কোনোমতে পিছু হটা যাবে না। গতকাল পাঞ্জাবের লালা থেকে আবারও ইমরানের লংমার্চ শুরু হয়। খবর ডন-এর।

এর আগে সম্প্রতি ওই লংমার্চ পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদে পৌঁছালে ইমরানের ওপর হামলা হয়। গুলিবিদ্ধ ইমরান খান এ লংমার্চে অংশ নিচ্ছেন না। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটিআই নেতা শাহ মাহমুদ কোরেশি।



বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা গত ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটায় বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচলনায় সভায় অন ট্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ আলম লিপি, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, মোঃ আখতার বাবুল, আবুল বাশার ভূঁইয়া, মোঃ সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান।

নতুন কমিটির প্রথম এই কার্যকরী সভায় শুরুতেই দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। তিনি বলেন, শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নানান সংকট মোকাবেলা করে আজকের এই কার্যকরী কমিটির সভায় আমরা সকলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আর এই সুযোগটি সোসাইটির সম্মানিত ভোটার প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমাদের কেন দিয়েছেন তা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। নিরঙ্কুশ এই বিজয়ে আমাদের সকলের দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা অনেক অনেক গুন বেড়েছে তাও মনে রাখতে হবে। এ সময় তিনি উপস্থিত কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ববোধের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তা পালন করার জন্য অনুরোধ করেন।

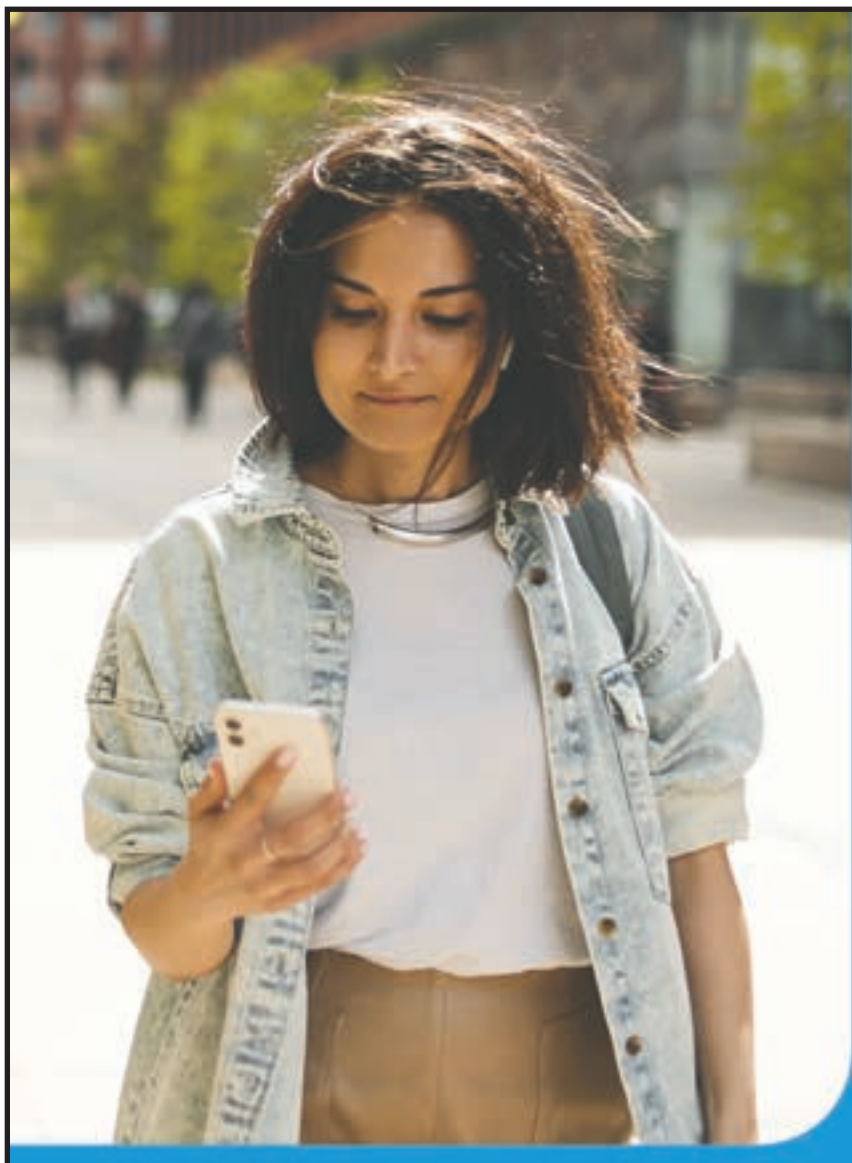
সভাপতির বক্তব্যের পর একে একে কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একে অন্যের সাথে পরিচিত হন এবং সংক্ষিপ্তভাবে সংগঠন নিয়ে নিজেদের ভাবনা ও মতামত তুলে ধরেন। এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ওজন পার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টারে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফারুক চৌধুরীকে আহবায়ক আবুল কালাম ভূঁইয়াকে সদস্য সচিব এবং মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে যুগ্ম আহ্বায়ক, টিপু খানকে যুগ্ম সদস্য সচিব, আবুল বাশার ভূঁইয়াকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য ও শাহ মিজান-কে সমন্বয়কারী করে 'বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি' গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এদিকে সভায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর একুশে ফেব্রুয়ারী বৃহৎ পরিসরে উদযাপনের লক্ষ্যে মহিউদ্দিন দেওয়ান-কে আহবায়ক ও আমিনুল ইসলাম চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব ফারহানা চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী মাইনুল উদ্দিন মাহবুব এবং সমন্বয়কারী সাদী মিন্টু ও আক্তার বাবুল।

কার্যকরী কমিটির প্রথম এই সভা সমাপ্তির পূর্বে সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, যারা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের সোসাইটির আজীবন সদস্য হননি তারা আগামী কার্যকরী সভার আগেই তা সম্পূর্ণ করবেন। একই সাথে কমিউনিটির অন্যান্য মানুষদেরও আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison







হাসিনা সরকারের পতনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেশের মানুষ:

(শেষের পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটসে জুইশ সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিল, যা দেশের তৎকালীন রাজনীতির গতিধারা পাল্টে দিয়ে দেশ ও জাতিকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছিল। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, গেষ্ট অফ অনার ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। সমাবেশে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু। সভায় শহীদ হিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সুস্থ্যতা কামনা করে বিশেষ দোয়াও করা হয়।

বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মিজানুর রহমান মিল্টন, কাজী আজম ও জসীম উদ্দীন ভুইয়ার যৌথ সঞ্চালনায় সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অংগ সংগঠনসমূহের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীরা অংশ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের চলমান স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিভাজন এবং অভ্যন্তরীন মতপার্থক্য ভুলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক শীর্ষ নেতারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করেন বলে জানা গেছে।

বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে দেশের টার্নিং পয়েন্ট উল্লেখ করে মির্জা আলমগীর বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে যখন চরম নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তখন সিপাহি-জনতা মিলিত ঐক্যের এই বিপ্লব দেশ ও জাতিকে অনাকাঙ্খিত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। অভূতপূর্ব সেই বিপ্লব-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাময়িক বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশকে রক্ষা করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সবাইকে যোগ দেবার আহবান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে মানবাধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই। শুধু বিএনপি নয় দেশের আপামর জনতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচার শাসনের অবসান ঘটাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতারা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার পতনের আন্দোলনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং দলীয় নেতা-কর্মীদেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা কামাল সাঈদ মোহন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, বিএনপি নেতা আবদুস সবুর, এডভোকেট জামাল হোসেন জনি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন, মনজুর আহমেদ চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, সিনিয়র ডিষ্ট্রিক্ট জাজ (অব) নুর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নিয়াজ আহমেদ জুয়েল ও আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, সাবেক ছাত্রদল নেতা জহিরুল ইসলাম মোল্লা (ভিপি), মোশারফ সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন, বিএনপি নেতা পারভেজ সাজ্জাদ, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সাইফুর খান হারুন, মাজহারুল ইসলাম জনি প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই সভায় যোগ দেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে কমিটি বিহীন বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীদের অধিকাংশই এই সভায় যোগ দিতে দেখা যায়।









যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আয়োজন হলো বাংলাদেশী খাদ্য উৎসব

(শেষের পাতার পর)

অংশগ্রহন করেন। ফ্রেস ফুড এন্ড বেভারেজ এর আয়োজনে খাদ্য উৎসবের মূল আকর্ষন ছিলেন প্রখ্যাত বাংলাদেশী শেফ টমি মিয়া। যুক্তরাজ্য প্রবাসী এ শেফ দু'দিন আগেই লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছান। গত ৬ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত এ খাদ্য উৎসবে টমি মিয়া উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে সরাসরি 'চিকেন টিক্কা মশলা' তৈরি এবং পরিবেশন করেন। এতে অভিভূত হন উপস্থিতিরা। খাদ্য উৎসবে টমি মিয়া'র আরেক পরিবেশনায় ছিল কাটাবিহীন ইলিশ মাছের আইটেম। এটা খেয়ে উপস্থিত আমেরিকানরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। টমি মিয়াকে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিউইয়র্কের আলোচিত সেফ খলিল বিরিয়ানীর স্বত্বাধিকারী মো:খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সর ছিল উৎসব গ্রুপ।

এর আগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশী ফ্রেস এবং হালাল খাদ্য সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান, নির্বাচিত জজ সোমা সাঈদ, শেফ টমি মিয়া, হোসাইন ইশতিয়াক, আলী আহসান ছোটন, শেফ মো: খলিলুর রহমান, এমরান ভূঁইয়া, মর্টগেজ স্পেশালিষ্ট জন ফাহিম, ব্যাংকার ইসমাইল আহমেদ, মিসবাহ আবেদীন, মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন নিউজ প্রেজেন্টার দিমানেফার তিতি। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্যের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

‘হুন্ডির পেটে’ রেমিট্যান্স

নানা উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে আগ্রহ বাড়ানো যাচ্ছে না। তাদের উপার্জিত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশে প্রেরণ করা হচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। অদ্যাবধি তা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রেমিট্যান্স বাড়াতে একের পর এক বিশেষ সুবিধা দেওয়া হলেও মিলছে না ইতিবাচক ফল। বরং নির্বিঘ্নে ‘হুন্ডির পেটে’ যাচ্ছে রেমিট্যান্স। মূলত ডলারের দর বেঁধে দেওয়ার কারণেই হুন্ডিতে লেনদেনে উৎসাহিত হচ্ছেন প্রবাসীরা। ডলারের বিনিময়ে ব্যাংক দিচ্ছে কম টাকা; ব্যাংকের বাইরে দিচ্ছে বেশি। সহজে সেবা পাওয়ার কারণেও প্রবাসীরা হুন্ডিতে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

নানা উদ্যোগ নিয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক কেন রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়াতে পারছে না, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

বস্তুত অর্থনীতির এ সূচকটির নেতিবাচক গতি দুশ্চিন্তায় ফেলেছে সংশ্লিষ্টদের। এমন পরিস্থিতিতে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াতে বিভিন্ন শর্ত শিথিল, চার্জ ফি মওকুফসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে আগামীতে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়বে, এমনটিই আশা করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশি, যারা রেমিট্যান্সের মূল প্রেরক, তাদের একটি বড় অংশ স্বল্পশিক্ষিত। তাদের অনেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন, যে কারণে হুন্ডিতে রেমিট্যান্স পাঠান। দেশের বিপুলসংখ্যক গরিব-স্বল্পশিক্ষিত মানুষ ব্যাংকের সেবাপ্রাপ্তিকে জটিল বিষয় হিসাবেই দেখে। ব্যাংকগুলো এসব মানুষের কাছে সহজে সেবা পৌঁছে দিতে না পারলে যত উদ্যোগই নেওয়া হোক, রেমিট্যান্সপ্রবাহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

হুন্ডির হোম সার্ভিসের আদলে ব্যাংকগুলোকেও উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। একইসঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা-উপশাখা খোলার পদক্ষেপও নেওয়া দরকার। অভিযোগ আছে, হুন্ডি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এই অভিযোগ যে অমূলক নয় তা স্পষ্ট হয় হুন্ডি ব্যবসায়ীদের প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা থেকে। হুন্ডি ব্যবসায়ীদের যারা সহযোগিতা দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী প্রেরণের ওপর জোর দেওয়া দরকার। এ জন্য সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রবাসীরা যাতে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠাতে আগ্রহী হন, সে জন্য দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রবাসীদের সামনে বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রধান দুটি ইস্যু

মাহমুদ রহমান

আটই নভেম্বর মঙ্গলবারের নির্বাচনের অফিশিয়াল ফল এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের বিপরীতে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। বিজয়ী হওয়ার জন্য ২১৮টি আসনে জয়লাভ জরুরি হলেও রিপাবলিকানরা ২২০-২২২টি আসন পাবে বলে ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে উভয়ে ৫০-৫০ আসনে জয়লাভ করবে বলে মনে হচ্ছে। সিনেটের চূড়ান্ত ফলাফল পেতে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে জর্জিয়ার রান অফ ইলেকশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এই ফলাফলে ক্ষমতাসীন বাইডেনের দল ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। এর ফলে হয়তো কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হবেন রিপাবলিকানদের নেতা কেভিন ম্যাকারথি। স্পিকার পরিবর্তনের পরপরই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বর্তমানে চলমান তদন্ত বন্ধ হয়ে উল্টো জো বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হতে পারে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলে দিয়েছেন, তিনি এসবে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আমেরিকার এবারের মিডটার্ম ইলেকশনে সবার ধারণা ছিল ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের বড় ধরনের পরাজয় হবে। চারদিকে রিপাবলিকানদের জয়জয়কার হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্টেটে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণে ডেমোক্র্যাটরাও ধরে নিয়েছিল তাদের বড় ধরনের পরাজয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা খুশি। অন্যদিকে হাউসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রিপাবলিকানরা খুশি। এ অবস্থায় উভয় দলই উইন-উইন মুডে রয়েছে। কোনো পক্ষেই খুব একটা হতাশা নেই। সবাই অনেকটা খোশ মেজাজে। যার যার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণে উভয় পক্ষ ব্যস্ত, যাতে ২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে ভালো করা যায়। কোন ইস্যুতে জনগণ কতটা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে এ বার্তা উভয় দল পেয়ে গেছে। এখন জনগণের দেওয়া সিগন্যাল অনুযায়ী কাজ করতে পারলেই দুই বছর পর হোয়াইট হাউসের দখল নেওয়া যাবে–এ বিশ্বাস নিয়েই কাজ করছে দুই দল।

এবারের নির্বাচনে ভোটারদের মনোজগতে কাজ করেছে প্রধানত দুটি ইস্যু। একটি হচ্ছে আমেরিকায় গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। ভোটারদের দৈনন্দিন ব্যয় বেড়ে গেছে। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়িয়েও ইনফ্লেশন মোকাবেলা করতে পারছে না। মর্টগেজ রেইটও গত ২০ বছরের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি। সামনে কী হচ্ছে, কিভাবে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে তা-ও ভোটারদের কাছে পরিষ্কার নয়। ভোটাররা এই পরিস্থিতির জন্য ডেমোক্র্যাটদের দোষারোপ করছেন। যদিও এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো প্ল্যান রিপাবলিকানরাও দিতে পারছে না। তাই প্রতিদিন নিজের পকেট থেকে বাড়তি ডলার হারানোর কষ্ট ভোটারদের বাইডেন প্রশাসনের নীতির বিপক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে। অনেক ডেমোক্র্যাট সমর্থকও ইনফ্লেশনের কারণে রিপাবলিকানদের ভোট দিয়েছেন। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে একটি ধারণা কাজ করতে শুরু করে যে ডেমোক্র্যাটরা দেশের অর্থনীতি সঠিকভাবে চালাতে পারে না।

অন্যদিকে কিছুদিন আগে গর্ভপাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ফলে জনগণ নড়েচড়ে ওঠে। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে গর্ভপাত একটি অমীমাংসিত ইস্যু। রিপাবলিকানরা চায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ হোক। গর্ভপাতকে তারা শিশুহত্যা হিসেবে প্রচার করে। কোনো অবস্থায়ই তারা গর্ভপাতের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। আবার ডেমোক্র্যাটরা এ বিষয়ে খুবই উদার। তাদের কথা হচ্ছে শরীর যাঁর, সিদ্ধান্ত তাঁর। একজন মহিলা গর্ভধারণ করবেন নাকি গর্ভপাত করবেন–এটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কোনোভাবেই আইন এখানে ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ একজন মহিলার কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তাঁর সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি। তাই একজন মহিলাকে কোনোভাবেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে সন্তান নিতে বাধ্য করা উচিত নয় বলেই ডেমোক্র্যাটরা মনে করে। রিপাবলিকান প্রভাবিত আদালত যখন গর্ভপাত নিষিদ্ধের বিষয়টি নীতিগতভাবে সমর্থন করেন তখন মহিলা ভোটাররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আদালত অবশ্য বলে দিয়েছিলেন কোনো স্টেট চাইলে গর্ভপাতের অধিকার রাখতে পারে। তাই এই সুযোগ নেওয়ার জন্য ভোটাররা অনেক স্টেটে ভোট দিতে যান।

> আমেরিকার এবারের মিডটার্ম ইলেকশনে সবার ধারণা ছিল ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের বড় ধরনের পরাজয় হবে। চারদিকে রিপাবলিকানদের জয়জয়কার হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্টেটে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণে ডেমোক্র্যাটরাও ধরে নিয়েছিল তাদের বড় ধরনের পরাজয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা খুশি। অন্যদিকে হাউসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রিপাবলিকানরা খুশি।

বুথফেরত ভোটারদের মধ্যে একটি জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৩২ শতাংশ ভোটার ইনফ্লেশনকে প্রধান ইস্যু মনে করেন। অন্যদিকে প্রায় ২৭ শতাংশ ভোটার গর্ভপাতের অধিকারকে প্রধান ইস্যু মনে করেন। অবশ্য পেনসিলভানিয়া এবং মিশিগানের ভোটারদের কাছে ইনফ্লেশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উঠে আসে গর্ভপাতের বিষয়টি। নির্বাচনের ফলে এ দুটি স্টেটে এর প্রতিফলনও দেখা যায়। পেনসিলভানিয়ায় রিপাবলিকানরা তাদের একটি সিনেট আসন ডেমোক্র্যাটদের কাছে হারায়। মিশিগানেও গভর্নর আবার নির্বাচিত হন, একই সঙ্গে স্টেট হাউস এবং সিনেটের দখলও ডেমোক্র্যাটরা নিয়ে নেয়। মূল্যস্ফীতির কারণে যে বড় পরাজয় হওয়ার কথা ছিল ডেমোক্র্যাটদের, তা আটকে দেয় গর্ভপাতের ইস্যুটি। আমেরিকানদের কাছে এবারের নির্বাচনটি ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের মধ্যে না হয়ে যেন হয়ে ওঠে ইনফ্লেশন বনাম অ্যাবরশনের নির্বাচন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চার বছর পর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেও কংগ্রেস নির্বাচন হয় প্রতি দুই বছর পর পর। সিনেটররা নির্বাচিত হন ছয় বছরের জন্য। এ জন্য ১০০ আসনের সিনেটের এক-তৃতীয়াংশে ভোট হয় প্রতি দুই বছর পর পর। আবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন দুই বছরের জন্য। তাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনে ভোট হয় প্রতি দুই বছর পর পর। একজন প্রেসিডেন্টের মেয়াদের ঠিক মধ্যভাগে কংগ্রেসের এই নির্বাচনকে তারা মিডটার্ম ইলেকশন বলে। মজার বিষয় হচ্ছে, ১৯৩৮ সাল থেকে দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া মিডটার্ম ইলেকশনে সব সময়ই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল আসন হারায়। ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ৭৭টি আসন হারান মিডটার্ম ইলেকশনে। ২০১৮ সালের মিডটার্ম ইলেকশনে সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিনেটে দুটি আসন পেলেও হাউসে ৪১টি আসন হারান। এ ছাড়া বারাক ওবামা ২০১০ সালে উভয় কক্ষে হারান ৬৯টি আসন এবং ২০১৪ সালে হারান ২১টি আসন। এই বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিডটার্ম ইলেকশনে হারানো আসনের বিপরীতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনেক কম আসন হারাচ্ছেন। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ে যে দুটি মিডটার্ম ইলেকশনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের আসনসংখ্যা বেড়েছিল, তার একটি ছিল ২০০২ সালের মিডটার্ম ইলেকশন। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের সময়ে এই নির্বাচন হয়। নাইন-ইলেভেনের টুইন টাওয়ার হামলার পরপরই এই নির্বাচন হয়। বিশ্লেষকদের ধারণা, আমেরিকার জনগণ তখন দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাই প্রেসিডেন্টের হাতকে শক্তিশালী করে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ম্যান্ডেট দেন।

কিন্তু কোনো বিশ্লেষণ কাজ করেনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বেলায়। বিল ক্লিনটন ১৯৯৪ সালে তাঁর প্রথম মিডটার্ম ইলেকশনে ৬০টি আসন হারালেও দ্বিতীয় মেয়াদে যখন মনিকা লিউনস্কি স্ক্যান্ডালে নাজেহাল, তখন ১৯৯৮ সালের মিডটার্ম ইলেকশনে পাঁচটি বেশি আসনে বিজয়ী হন। মনিকার সঙ্গে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসের দিনগুলোতে প্রেম ও যৌনতাকে এককথায় মনিকা-ক্লিনটন স্ক্যান্ডাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মনিকা লিউনস্কি হোয়াইট হাউসে একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেন ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। ওই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সান্নিধ্যে আসেন এবং জন্ম নেয় স্ক্যান্ডালের। প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করলেও বিভিন্ন প্রমাণ তাঁকে বাধ্য করে সম্পর্কটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ফজর	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০
সূর্যোদয়	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯
জোহর	১১.৪০	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪২
আসর	২.৫৬	২.৫৬	২.৫৫	২.৫৪	২.৫৩	২.৫৩	২.৫২
মাগরিব	৪.৩৯	৪.৩৮	৪.৩৭	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৩৫	৪.৩৪
এশা	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩

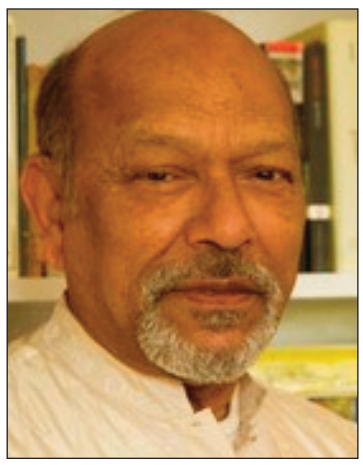
বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মহাসংকটের মুখে জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সি



গাজীউল হাসান খান

যেদিন থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক দলীয় নেতারা বিশ্বকে টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে তাঁদের আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁদের দলের অধঃপতন শুরু হয়েছিল। ইউক্রেনের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ার প্রতি প্রাণপণে উসকানি দিয়ে যাচ্ছিলেন জো বাইডেন ও তাঁর সামরিক আস্তানা পেন্টাগন এবং তাতে চোখ বন্ধ করে সমর্থন ও মদদ দিয়ে যাচ্ছিল যুক্তরাজ্যসহ তাদের ইউরোপীয় তাঁবেদাররা। তার প্রতি-উত্তরে দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের রুশভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল মুক্ত করার জন্য হামলা শুরু করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এবং পাশাপাশি ইউরোপ, বিশেষ করে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোয় তেল ও গ্যাসসহ জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন পুতিন।

এতে তীব্র জ্বালানিসংকটে ইউরোপের কিংবা বৃহত্তরভাবে বিশ্বের উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাত প্রায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। দিন দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি শুধু ইউরোপ, এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়ই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এবং নাগরিকজীবনেও কঠোর আঘাত হানতে শুরু করে। সে কারণে মানুষ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক দলের ওপর ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিগত দিনগুলোতে এ বিষয়টি একটি বিরাট ইস্যুতে পরিণত হতে থাকে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শেষ পর্যন্ত ভোট গণনায়। ডেমোক্রেটিক দলের এক ধরনের ভরাডুবিই হয়েছে।

উল্লিখিত এই পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকার রাজনীতিতে এক কট্টর 'শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী' হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকানদলীয় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঠে নেমে পড়েন আগামী ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য তাঁর প্রার্থিতা জাহির করতে। ট্রাম্পের সমর্থনকারী, বিশেষ করে তাঁর দলের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর ডেমোক্রেটিকদলীয় প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। তাতে যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী সাধারণ নাগরিকরা (বিশেষ করে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি) ক্রমে ক্রমে বাইডেন, তাঁর প্রশাসন ও দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে চলে যায়। তবে শ্রেণি-চরিত্রগত দিক থেকে আজকাল রিপাবলিকান দল কিংবা তাদের রাজনীতির সঙ্গে বেশির ভাগ ডেমোক্রেটিক দলের নেতাদের বিশেষ বিভেদ দেখা যায় না। তাদের উভয়ের কাছে 'বিশ্ব জাহান্নামে যাক, আমেরিকা ফার্স্ট।' প্রাজ্ঞ-প্রবীণ ডেমোক্রেটিকদলীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে বিশ্বব্যাপী মানুষ কিছুটা যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধারার রাজনীতি প্রত্যাশা করেছিল; কিন্তু তিনিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী ও ঘুণে ধরা পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের রাজনীতিতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনেরও ধারণা, সংঘাত কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও পরাশক্তিগতভাবে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ধরে রাখতে হবে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সামরিক অগ্রগতির দিক থেকে চীনের অভ্যুদয় ঠেকাতে হবে। পাশাপাশি পশ্চিমা সামরিক জোটভুক্ত ন্যাটোর ইউরোপীয় দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাশিয়াকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রিপাবলিকান দলের সাম্রাজ্যবাদী বা আধিপত্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের এখন আর বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।



'আমেরিকা ফার্স্ট' কিংবা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে এক নম্বরে ধরে রাখার জন্য সাবেক ট্রাম্প প্রশাসন শুরু করেছিল এক বাণিজ্য যুদ্ধ। তাঁর অগ্রাধিকার ছিল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে প্রথমে চীনের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে রোধ করা। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক দিক থেকে বিভিন্ন বহুজাতিভিত্তিক বাণিজ্য জোটগুলো ভেঙে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য জোরদার করা এবং তৎকালীন প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে নস্যাৎ করে দেওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যের বিষয় হলো, প্রথম টার্মের পর দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের হেরে যাওয়া। তাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হয়নি। বরং পুঁজিবাদী কায়দায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এগিয়েছিল লক্ষণীয়ভাবে। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে সেই পথ পরিহার করে ডেমোক্রেটিকদলীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অগ্রসর হয়েছিলেন ভিন্ন পথে। তিনি চীন, রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার কৌশল বেছে নিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অর্থনীতি একদিকে যেমন সুরক্ষা পাবে, তেমনি অন্যদিকে চীন, রাশিয়া ও ইরানের সামরিক অভ্যুদয় কিংবা অগ্রগতিও ঠেকানো যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কৌশল কাঙ্ক্ষিতভাবে কাজ করেনি।

তাইওয়ান ইস্যুতে চীনকে ঠেকানো, পারমাণবিক চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ইরানকে আটকে রাখা কিংবা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাশিয়াকে আবারও ভেঙে টুকরা করার বাইডেনীয় প্রয়াস কাজ করেনি। বরং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বিশ্ব অলিখিতভাবে আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে। নতুন আঙ্গিকে শুরু হয় আরেক বৃহত্তর স্নায়ুযুদ্ধ, যাতে নিজ স্বার্থ ও নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁর তেল ও গ্যাসের অর্থাৎ জ্বালানি সরবরাহের পথ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ শুধু ইউরোপেই নয়, বিশ্বব্যাপী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্বালানিসংকটে ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এরই মধ্যে উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমান শীতের প্রকোপ আগামী মাসগুলোতে যতটা তীব্রতর হবে ততটাই বেড়ে যাবে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা এবং পরিবহনসংকটে আরো বেড়ে যাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। এই দুর্যোগের প্রভাব থেকে যুক্তরাষ্ট্রও মুক্ত নয়। এর ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সম্ভাব্য গ্রাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রেরও পরিত্রাণ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে অভাবনীয় মূল্যস্ফীতি এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার কালো থাবা সাধারণ মানুষকে চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। ডেমোক্রেটিকদলীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তা থামাতে কিংবা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বর্তমানে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ বন্ধ করা এবং এর অন্তর্নিহিত মূল সমস্যার একটি যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান ছাড়া বিশ্বপরিস্থিতি স্বাভাবিক করার তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তিগত বৈশ্বিক আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করলেও যুক্তরাষ্ট্র তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। ২০০১ সালে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) সদস্য হওয়ার আগে থেকেই বিশ্বে মুক্ত অর্থনীতি ও বাণিজ্যব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তাতে এমনকি বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ প্রথম সারির দেশগুলোও উৎপাদন, বিনিয়োগ, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তখন থেকেই উল্লিখিত দেশগুলো চীনের বিশাল বাজারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে চীন আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত শক্তির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের পর্যালোচনায় চীন তাদের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তারা মনে করে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ৪২তম প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং তাঁর পরবর্তী জর্জ ডাব্লিউ বুশ দুজনই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনকে জায়গা করে দেওয়ার বিষয়টিকে তাঁদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ চীনকে তখন আর শীতল যুদ্ধের আঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। এর পর থেকেই বিভিন্ন প্রশাসন মার্কিন স্বার্থ এবং মূল্যবোধের অনুকূল শর্তে চীনের সঙ্গে সহাবস্থানের একটি স্থির অবস্থার সন্ধান করছিল বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং ২০১২ সালের শেষ দিকে যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন চীনে দ্রুততর গতিতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও পেন্টাগন চীনকে তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনকে মোকাবেলা করতে চেয়েছেন তাঁর তথাকথিত বাণিজ্য যুদ্ধের মাধ্যমে, আর ডেমোক্রেটিকদলীয় বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চাচ্ছেন সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে। কিন্তু শক্তিধর চীনকে মোকাবেলার কোনো পন্থাই তাঁদের অনুকূলে যায়নি। বরং মুক্ত অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে তা বারবার পর্যুদস্ত করেছে। আজকের রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষও তারই ধারাবাহিকতা বলে বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনব্যবস্থা ক্ষমতার রাজনীতিতে সমন্বয় সাধনের একটি উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া, যা সে দেশের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, টমাস জেফারসন, জেমস মেডিসন ও অন্যরা সাংবিধানিকভাবে এমন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে গেছেন। এটি শত বাধা-বিপত্তির মুখেও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুসংহত করে এবং সাম্রাজ্যবাদী কিংবা আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সদ্যঃসমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচন, যাতে কংগ্রেসের নিম্ন হাউসের ৪৩৫টি আসনের সব কটিতে এবং উচ্চ হাউসের (সিনেট) ১০০টির মধ্যে ৩৫টি আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। কংগ্রেসের উভয় হাউসেই আগে ডেমোক্রেটিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তাতে দলীয় (ডেমোক্র্যাট) প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যেকোনো বিল পাস করানো কিংবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল। এখন তিনি সেই অধিকার হারিয়েছেন। ফলে তাঁর টার্মের আগামী বাকি দুই বছর তাঁকে অনেকটা 'লেইম ডাক' (ঠুঁটো জগন্নাথ) প্রেসিডেন্ট হিসেবেই কাল কাটাতে হবে। কারণ কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া রিপাবলিকান দল তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে সহযোগিতা না-ও করতে পারে। প্রেসিডেন্টের অনেক প্রশাসনিক কাজেও তারা কট্টর বিরোধিতা করতে পারে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল অতীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যেতে দেখা গেছে। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চরম মূল্যস্ফীতি, সমাজে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, গর্ভপাত বিতর্ক, অর্থনৈতিক সংকট, গণতন্ত্র রক্ষার দাবিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরব ছিল সদ্যঃসমাপ্ত নির্বাচনটি। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিগত দুই বছরের শাসন নিয়ে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে, দ্বিতীয় টার্মের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর ঠিক হবে না। তাতে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সমস্যা জর্জরিত বিশ্বের তেমন কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না। তিনি ফিলিস্তিনের মুক্তি কিংবা ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এখনো কিছুই করতে পারেননি, বরং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বাধানোর ব্যাপারে ইন্ধন জুগিয়েছেন। তাতে সমগ্র বিশ্ব আজ এক মহাসংকটে নিপতিত হয়েছে। এসব সমালোচনা এবং অভিযোগ এখন আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে। সুতরাং আগামী দুই বছর তাঁর প্রেসিডেন্সি এবং এমনকি ডেমোক্রেটিক দলের জন্য অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক



নূর হোসেনের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে?

মুশতাক হোসেন

নূর হোসেন ছিলেন সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। এরশাদের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে ৯ বছরের লাগাতার সংগ্রামে সর্বস্তর ও শ্রেণির মানুষ অংশ নেয়। নূর হোসেনের মতো শ্রমজীবী-মেহনতি-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা নিজ উদ্যোগে মহল্লা ভিত্তিতে সংগঠিত কিংবা কর্মস্থলে শ্রমিক সংগঠনভিত্তিক জমায়েত হয়ে দল বেঁধে আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নিত।

নূর হোসেন গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা মিনিবাস সমিতিচালিত বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। তাঁর বাবা মজিবর রহমান ছিলেন বেবিট্যাক্সিচালক; মা মরিয়ম বেগম গৃহিণী। নূর হোসেনের জন্ম ১৯৬১ সালে; ঢাকার নারিন্দায়। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাইবোন; নূর হোসেন তৃতীয়। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নেন তিনি। কিছুদিন কাজ করেন মোটর মেকানিক হিসেবে। কাজের ফাঁকে নিজ উদ্যোগে সদরঘাটের কলেজিয়েট নৈশ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন।

নূর হোসেন স্বৈরাচারবিরোধী কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশ নিতেন। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ছিল তিন জোটের (আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, জাসদের নেতৃত্বে ৫ দলীয় জোট) ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি। ভোট ডাকাতির সংসদ বাতিল করে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সবার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অবরোধ ডাকা হয়েছিল। এরশাদ সরকার অবরোধ কর্মসূচির আগের দিনই ঢাকার সঙ্গে সব যানবাহন যোগাযোগ বন্ধ করে কার্যত রাজধানীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। প্রতিবাদী নূর হোসেন পরিকল্পনা করেন কীভাবে অভিনব উপায়ে অবরোধে অংশ নেওয়া যায়। তিনি বুক-পিঠে আন্দোলনের স্লোগান লেখার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পরিচিত ইকরাম হোসেনের ব্যানার ও সাইনবোর্ড আঁকার দোকান ছিল মতিঝিল বিসিআইসি ভবনের পাশে। অবরোধের আগের দিন নূর হোসেন ইকরামের কাছে আসেন তাঁর বুক-পিঠে স্লোগান লিখে দেওয়ার অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে। প্রথমে ইকরাম অবাক হলেন; পরে পেলেন পুলিশের ভয়। কারণ তাঁর ঈপ্সিত স্লোগান ছিল- গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক। নূর হোসেনের জোরাজুরিতে ইকরাম বুক-পিঠে স্লোগান লিখতে বাধ্য হলেন। নূর হোসেন মিছিলে গেলেন। ইকরাম যে আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই ঘটল। শুধু ইকরাম

যে তিন কারণে রাশিয়া ভেঙে যেতে পারে

ম্যাথিউ সাসেক্স

কেন? বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে যাঁরাই নূর হোসেনকে খালি গায়ে দেখেছেন, তাঁরাই তাঁকে দ্রুত জামা পরে বুক-পিঠে লেখা স্লোগান ঢেকে রাখতে বলেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ির কাছে যখন নূর হোসেন আশীর্বাদ নিতে আসেন; তিনিও তাঁকে জামা পরে নিতে বলেছিলেন। পুলিশ প্রতিবাদী যুবকের গায়ে লেখা শিল্পিত স্লোগানের জবাব দিল লেখাকে টার্গেট করে গুলির মাধ্যমে।

ক্রেমলিন নতুন করে অতিরিক্ত তিন লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা করেছে, তাতেও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো থেকে বেশি সেনা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। মস্কো কিংবা সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের জন্য এই যুদ্ধের আঁচ সামান্যই। কিন্তু রাশিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে এ যুদ্ধ সরাসরি কামানের গোলার মুখে ছুড়ে দিয়েছে।

গুলিবিদ্ধ নূর হোসেনকে যখন তাঁর বন্ধুরা ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ সে রিকশা থামিয়ে নূর হোসেনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা পুলিশ করেছে কিনা, জানা যায়নি। সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ করা বুলেটে নূর হোসেনের মৃত্যু ঘটে। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়, 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'।

নূর হোসেনসহ অজানা সংখ্যক মানুষকে হত্যার প্রতিবাদে এবং এরশাদের পদত্যাগ দাবিতে ১১-১২ নভেম্বর পালিত হয় দেশব্যাপী হরতাল। এর পরেও লাগাতার হরতাল-অবরোধ চলতে থাকে। আন্দোলনে সেবারই ছাত্রদের ছাপিয়ে শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে শ্রমিক-পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ এত সংগঠিত ছিল; ১৯৯০ সালেও এত সংগঠিত অংশগ্রহণ ছিল না। তবে ১৯৯০ সালে নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের সংগঠিত আন্দোলন, যা ডা. শামসুল আলম খান মিলনের হত্যাকাণ্ডে চূড়ান্ত গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়। আন্দোলনে আরেকটি মাত্রা যোগ হয় শেষ পর্যায়ে; ১৯৯০-এর ৩ ডিসেম্বর সচিবালয় থেকে কর্মকর্তাদের রাজপথে বেরিয়ে চিকিৎসক-ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগদান। এ ঘটনা এরশাদের অবৈধ শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। পরদিন ৪ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

নূর হোসেনের আত্মদানে আমরা সামরিক সরকারকে বিদায় করতে পেরেছি। কিন্তু স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কি বিদায় করতে পেরেছি? জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কি আমরা ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পেরেছি? দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংবলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে সরকারকে কান টেনে নিজের দলের দিকে আনার কসরৎ দেখেছি আমরা। সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্বহীন, জবাবদিহিহীন মহলের অধিষ্ঠান দেখেছি। প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী সংবিধানে সেই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাই বাতিল হলো। আশা ছিল, অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের দেশের মতো আমাদের দেশেও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারা গড়ে উঠবে। তা কি হলো? একের পর এক অস্বাভাবিক নির্বাচন দেখতে হলো আমাদের। এর শেষ কোথায়? আমরা কোথায় যাব?

অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারও নিশ্চিত করা গেল না। এখনও বিরোধী পক্ষের জমায়েত ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে হয় ১৪৪ ধারা জারি, নতুবা সব ধরনের যানবাহন বন্ধ করে অঘোষিত হরতাল-অবরোধ দেওয়া হয়। ভিন্নমতের মানুষদের ওপর অহরহ হামলা-মামলা চলছে। ছাত্র-জনতার দাবির মুখে ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭৩ সালের প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টের বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। দুঃখজনকভাবে সংবাদমাধ্যম এখন অলিখিত ও অঘোষিত নানা নিষেধাজ্ঞার শিকার; বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ভয়ে প্রাণ খুলে কথা বলা কিংবা কারও যৌক্তিক সমালোচনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কথা ছিল, রাষ্ট্র ফিরে যাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে; যেখানে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনো জায়গা নেই। সে আশাও ফিকে হয়ে এসেছে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদের বাড়বাড়ন্ত এখন এতটাই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে ৬৭১-এর পরাজিত রাজাকার আর ৯০-এর পতিত স্বৈরাচার এখন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী দলগুলোর সহচরে পরিণত হয়েছে।

নূর হোসেন যে পরিস্থিতিতে জীবন দিয়েছেন, সে ধরনের পরিস্থিতিতে আর ফিরে যেতে চাই না আমরা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়; শান্তিপূর্ণ পথে নির্বাচন পদ্ধতির ফয়সালা করে দেশের আর্থসামাজিক বিষয়কে প্রধান রাজনৈতিক আলোচ্যসূচি করতে চাই। যখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসবে তখনই নির্বাচন কীভাবে হবে- একই রাজনৈতিক বিষয় ঘুরেফিরে আমাদের উদ্বিগ্ন করবে; ঘুম কেড়ে নেবে; রক্তাক্ত করবে- এটি মেনে

নেওয়া
লেখক:

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেয়ে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা সমমূল্যে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

রাজনৈতিক নীচুতা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

রাজনীতিতে সততা, শুভ্রতা ও সৌজন্য নিঃশেষ প্রায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেতাবি ভাষায় একে বলা হয়, 'নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি'। প্রথম থেকেই এ বদনাম রয়েছে আমাদের। বিগত একযুগে ক্ষমতাসীন দলের সৌজন্যে এই নিম্নমান তলায় ঠেকেছে। এটি কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য নয়। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বিভিন্ন সময়ে তাদের গবেষণা ফলাফলে ক্রম হ্রাসমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধোগতির প্রমাণ দিয়েছে। করোনা কালে মাঠের রাজনীতি না থাকায় এ বিষয়ে মন্তব্য করা কঠিন ছিল। এখন সমাগত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা যখন শুরু হয়েছে তখন সেই অধোগতির প্রমাণ মিলছে। গত কয়েক মাস ধরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত বিএনপি ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের জনশক্তি প্রকাশ করছে। প্রথম পর্যায়ে রাজধানী ঢাকা শহর এবং পরবর্তীকালে বিভাগীয় শহরগুলোতে তাদের বিশাল বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সামনে আরো কয়েকটি বিভাগীয় শহরে তাদের কর্মসূচি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এসব রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই। দেশের সংবিধান ও আইন নাগরিকদের সমাবেশের মৌলিক স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু সরকার রাজনৈতিকভাবে ও আইনের মাধ্যমে এসব সমাবেশ বন্ধ করে না দিয়ে রাজনৈতিক অপকৌশল প্রয়োগ করে নীচুতা, সঙ্কীর্ণতা ও বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। একদিকে তারা সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে, অপর দিকে সেই জনসভা ভানচাল করার জন্য অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। জনসমাবেশের প্রাক্কালে শহরগুলোকে একরকম অবরোধ করা হয়। সব ধরনের যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক জনচলাচল বন্ধ করে মানুষের জন্য অশেষ দুর্ভোগের সৃষ্টি করা হয়। আর এসবই করা হয় নানা ধরনের সংগঠনের আদলে। এসব সমাবেশের মধ্যে বাধা, বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সদ্য সমাপ্ত বরিশালের সমাবেশ সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

বিএনপির বিভাগীয় সে সমাবেশের আগের দিন থেকেই বরিশাল শহরে প্রবেশের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে তিন চাকার যান ও বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে বরিশালমুখী লঞ্চ বন্ধ করে দেয়া হয় আরো দুদিন আগে। সমাবেশ শুরুর আগের দিন সকাল থেকে বন্ধ মাইক্রোবাস, সাধারণ বাস, সরকারি যানবাহন ও স্পিডবোট তথা সব ধরনের যানবাহন। অবশেষে ঢাকা-বরিশাল লঞ্চ সার্ভিসও বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ বন্ধ করে দেয়ার বাহানাও পাওয়া যায়। সরকারের বশংবদ মালিকরা তেলের দাম কমানো ও যাত্রী সঙ্কটের মতো কুযুক্তি দিয়ে লঞ্চ বন্ধ করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চান। এমনকি শহরের প্রবেশ পথগুলোতে পুলিশ স্কোয়াড বসিয়ে জনসমাবেশের আগমন প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। সমাবেশের প্রবেশপথ চাঁদমারী স্টেডিয়ামের সামনে চেকপোস্ট বসিয়ে সাধারণ মানুষ ও যানবাহন তল্লাশি করতে দেখা যায়। পুলিশ সদস্যরা বঙ্গবন্ধু উদ্যান ও লঞ্চঘাট এলাকায় যাওয়ার কারণ জানতে চায়। এতে জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েন। নগরীর প্রবেশপথ গড়িয়ারপাড়, রুপাতলী, কালিজিরা ও সদর রোডসহ বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের তল্লাশি চৌকি ছিল। কার্যত বরিশাল শহর সারা দেশ থেকে তিন দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনিতেই সমাবেশে বাধা দেয়ার কোনো নৈতিক অধিকার সরকারের নেই। সরকারি পুলিশকে বিরোধীদলীয় সমাবেশ পণ্ড করার কাজে লাগিয়ে সরকার ফৌজদারি অপরাধ করেছে। সমাবেশ ব্যাহত করার জন্য নানা ধরনের ছলবল কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। তারা জনগণকে নিতান্তই নির্বোধভাবে। আর জনসাধারণ নিশ্চিতভাবেই

বিএনপির বিভাগীয় সে সমাবেশের আগের দিন থেকেই বরিশাল শহরে প্রবেশের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে তিন চাকার যান ও বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে বরিশালমুখী লঞ্চ বন্ধ করে দেয়া হয় আরো দুদিন আগে। সমাবেশ শুরুর আগের দিন সকাল থেকে বন্ধ মাইক্রোবাস, সাধারণ বাস, সরকারি যানবাহন ও স্পিডবোট তথা সব ধরনের যানবাহন। অবশেষে ঢাকা-বরিশাল লঞ্চ সার্ভিসও বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ বন্ধ করে দেয়ার বাহানাও পাওয়া যায়। সরকারের বশংবদ মালিকরা তেলের দাম কমানো ও যাত্রী সঙ্কটের মতো কুযুক্তি দিয়ে লঞ্চ বন্ধ করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চান।

বোঝে যে, 'খলের ছলের অভাব হয় না।' এর ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। অনিবার্য প্রয়োজনে তারা বরিশালে প্রবেশ করতে পারেননি। যাদের বরিশাল থেকে অন্যত্র যাওয়া প্রয়োজন তারা বরিশাল ছাড়তে পারেননি। এত কূটকৌশল করেও তারা নিশ্চিত ছিল না যে, জনসাধারণ আসবে কি আসবে না। সেজন্য তারা শক্তি প্রদর্শনের নগ্ন মহড়া দেয়। তাদের সোনার ছেলেরা বরিশাল শহরের বিভিন্ন সড়কে মোটরসাইকেল মহড়া দেয়। লাঠিসোটা নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল বের হয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, যে অন্যায়টি সোনার ছেলেরা করছে সেই অন্যায়বোধও তারা হারিয়েছে। মনে করছে, এটা বড় বাহবার কাজ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি প্রমাণ করে যে, অপরাধ যেন সাহসের অপর নাম। বরিশালের আগে আরো চারটি বিভাগীয় শহরে বিএনপির সমাবেশ হয়। সবখানেই নগ্ন সন্ত্রাস ও সরকারি হরতালের মাধ্যমে সমাবেশকে বানচাল করার প্রয়াস নেয়া হয়। তা ছাড়া সমাবেশে যাওয়ার পথে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও মারধর ছিল সাধারণ ঘটনা। বরিশালের ক্ষেত্রেও হামলা ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। বরিশালের গৌরনদীতে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনসহ কয়েকজন নেতার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেখানে যুবলীগের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে হামলা চালালেও মামলা করা হয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। আরো মজার কথা, এই হামলার নেতা দাবি করেন যে, ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা হয়েছে। এতে তাদের ১৫ জন আহত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, গৌরনদী মডেল থানার ওসি বলেছেন, যুবলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে ইশরাক হোসেনকে প্রধান আসামি করে ৭০ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আরো ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ কৃতিত্বের সাথে দাবি করছে যে, তারা এজাহারভুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন থানায় বিএনপির ৪০০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে।

এত বড় বড় সমাবেশ মহাসমাবেশ দেখে বিগড়ে গেছে তাদের মাথা। এত অল্প সময়ে এই বিরাট সাফল্য, পরিমাপ করছে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতা ছাড়ার ভীতিতে আক্রান্ত হয়েছে তারা। নভেম্বরে বিএনপিকে ছাড় দিলেও ডিসেম্বর থেকে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বিশাল সমাবেশকে তিনি ভাড়া করা লোকদের সমাবেশ বলে হাস্যকর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, লোক ভাড়া করে সমাবেশ করে আমাদের ভয় দেখান? এখন ছাড় দিচ্ছি, ডিসেম্বরে ছাড়ব না। ডিসেম্বরে খেলা হবে উল্লেখ করে বিএনপির উদ্দেশে তিনি আরো বলেন, নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা ভুলে যান। নির্বাচন করে আসতে হবে। তত্ত্বাবধায়কের ভূত মাথা থেকে নামান। এটি সর্বোচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমাদের কোনো দোষ নেই। তত্ত্বাবধায়ক আর আসবে না। ওইটা জাদুঘরে চলে গেছে।'

তিনি আরো বলেন, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় আছে। তা দেখে বিএনপির ভালো লাগে না। তাই তাদের ভালো লাগার ওষুধ দিয়ে তাদের ভালো লাগাতে হবে। একই সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, সমাবেশের নামে তারা যদি আবার কোনো উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় তাহলে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ওই কেরানীগঞ্জের কারাগারে আমরা দেখব। সেটাই হলো, বিএনপি নেত্রীর যথাযথ স্থান। উল্লেখ্য, যে বেশ কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। দেশ থেকে পালানো তারেক রহমানের নির্দেশে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় ঢাকাবাসী তাদের শক্ত হাতে প্রতিহত করবেও বলে বাহাউদ্দিন নাসিম মনে করেন। এসব সমাবেশের মাঝে বিএনপির পতন ধ্বনি শোনার মজার মন্তব্য করেছেন ওবায়দুল কাদের।

ক্ষমতাসীন দল সাম্প্রতিক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে ক্ষ্যান্ত হয়নি। বিগত প্রায় ১৫ বছরে তারা প্রমাণ রেখেছে হত্যার রাজনীতির। মামলা-হামলার, গুম-খুনের রেকর্ড গড়েছে তারা। গত রোববার সিলেটে আম্বরখানা বড় বাজার এলাকায় ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে বিএনপি নেতা আ ফ ম কামালকে। বিএনপি নেতারা এ হত্যার জন্য বিরোধী পক্ষকেই দায়ী করেছেন। সিলেটে ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিভাগীয় সম্মেলনকে উত্তপ্ত করতেই এই খুন করা হয়েছে বলে তারা আশঙ্কা করেন। নিত্যদিন এ ধরনের হত্যা, গুম ও খুনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। হামলা-মামলা ও নিপীড়ন-নির্যাতনে জর্জরিত বিরোধীপক্ষ। গোটা দেশে একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একটি ভীতির রাজত্ব চলছে। প্রধান বিরোধী পক্ষ তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষেরা ও সিভিল সোসাইটির লোকেরা সাধারণ জনস্বার্থের দাবি জানিয়েও সরকারের কোপানলে পড়ছে। এটি শাসক দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নীচুতা বলেই চিহ্নিত হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করা সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা তথা নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক পরিবর্তন জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। সেই লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধীদলসহ সব নাগরিক সাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবেন, এটাই জনগণের প্রত্যাশা। পক্ষ-বিপক্ষ সবাইকেই রাজনৈতিক নীচুতা পরিহার করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্মরণ : মেধা, সততা ও সাহসের প্রতীক

মোস্তফা কামাল

ষাট ও সত্তরের দশকের ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক আ ফ ম মাহবুবুল হক এখন ইতিহাসের খন্ডিত অংশ। কারও কারও জন্য স্মৃতিতে কাতরানো। আরও বেঁচে থাকলে হয়তো আজকের আদর্শহীন ও ক্ষমতালোভী রাজনীতির কাছে আরও নিগৃহীত হতেন। দিতে চাইলেও কারও অন্যায্য অঞ্জলি নিশ্চয় নিতেন না তিনি। আপসে প্রাপ্তি হাসিলবিরোধী, ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সমষ্টিগত স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়া, জীবনভর মানুষের মুক্তির লড়াকু মাহবুব ভাইয়ের প্রতি অন্তর্ময় শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা তাঁর মৃত্যুর পঞ্চম বার্ষিকীতে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রথমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থি ছাত্রলীগের প্রিয় নেতা, পরে জাসদ ও বাসদের নেতা হিসেবে আ ফ ম মাহবুবুল হক বিশেষ খ্যাত। সর্বশেষ তিনি বাসদ (মাহবুব) অংশেরই নেতা ছিলেন। ১৯৮৩ সালে গঠিত এ অংশের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হিসেবে তিনিই ছিলেন মূল নেতা। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর একাগ্রতা ও বিচক্ষণতা ছিল প্রশ্নাতীত। বাম প্রগতিশীলদের নিয়ে পাঁচ দল গঠনেও ছিলেন অন্যতম। বাম আদর্শের মিছিলে কত হাজার মানুষই ভিড়েছে! আবার ছেড়েও গেছে কাতারে কাতার। ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছেন তাঁর সহযোগী-সহকর্মী, অনুজ অনেকে। মার্ক্স, লেনিন, মাও অনুসারী কিছু সহোদরের সততা, নির্মোহতা চর্চার নমুনা যে করুণ দশায় ঠেকেছে, তা জানা-দেখার পরও আ ফ ম মাহবুব দমেননি। ঘরে-বাইরে ডিগবাজ সম্প্রদায়ের শান-সমাদর, যশ-খ্যাতিতে হিংসা বা আফসোসও করেননি। এ নিয়ে কথা উঠলে খানিকটা হাসতেন। কোনো লুটেরার উঠান চষে দুনিয়ার সুখ আর আখেরাতের সম্ভোগ খোঁজেননি। ইহকাল-পরকাল দুই জগতেই গোল্ডেন জিপিএ না পাওয়াকেই সঠিক ভেবেছেন শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত। তাঁর সহকর্মী এবং হাতে গড়া কর্মীদের মাঝেও একসময় এ চেতনা ছিল শানিত। রাজপথে তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন; স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন- কোথায় ছিল না তাদের সাহসী ভূমিকা!

দুঃখজনকভাবে আন্দোলন সংগঠন, পরিচালন, বেগবান করতে তাদের অবদান দফায়-দফায় হাইজ্যাক হয়েছে। ধূর্ততায়, ঠান্ডা মাথায় প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে- কম রেটে বিক্রি করে ফেলা যায় কমরেডদের। সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচারের আচার সেবনে অর্থ-ক্ষমতায় কামিয়াবি হওয়া কমরেডের লিস্ট দেখিয়ে দেওয়ার তৎপরতাও দেশে আছে। কতিপয় ব্যক্তি ডানে-বামে, উত্তর-দক্ষিণে নানা সুবিধা লুটলেও বাদ-বাকিরা রাজনীতি, সমাজ-সংসার সবখানেই অনুপযুক্ত-অখাদ্য হয়ে কষ্টকর দিনাতিপাত করায় 'নির্বোধ'-এর উদাহরণ হিসেবে প্রচারিত। তবে কোনো অস্থির-কদাকার মোহ কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি আ ফ ম মাহবুবকে। বিশ্বাসে অটল থেকে চিরসত্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। ভাঙেনাই, মচকানওনি। তারুণ্য, যৌবন, বার্ধক্য, এমনকি অজ্ঞাতদের মারে আহত হয়ে কানাডায় চলে যাওয়ার পরও নয়।

২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকায় মিন্টো রোডের বিপরীতে রমনা পার্ক সংলগ্ন ফুটপাত ধরে ইভিনিং ওয়াকের সময় অজ্ঞাতদের হাতে আহত হয়ে তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন অজানা-অচেনা হয়ে। কোনো এক পথচারী সংজ্ঞাহীন মাহবুবুল হককে পৌঁছে দিয়েছিলেন হাসপাতালে। এর পরই মূলত শুরু আ ফ ম মাহবুবের আরেক জীবন। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কানাডায় স্ত্রী-সন্তানের কাছে। সেখানেই হয় তাঁর শেষ ঠাঁই।

অশরীরে বহু আগে চলে গেলেও সশরীরে শেষ নিঃশ্বাস ২০১৭ সালের ১০ নভেম্বর কানাডায়। মেধা, সততা, শিক্ষা, নিয়মিত পড়াশোনার রসায়নে গড়ে ওঠা একজন আ ফ ম মাহবুবের শেষ শয্যাও পরবাসে; অটোয়ায়। নিজ চিন্তা-বিশ্বাস-আদর্শে অটল থাকার এই প্রতীকের কষ্টদায়ক বিদায় কত কঠিন বার্তা দিয়ে গেছে আমাদের! দেশের স্বাধীনতা আনলেন, কিন্তু দেশ গড়ার কাজ করতে দেওয়া হলো না ৬৭৩ সালে তাঁকে সহসভাপতি পদে ডাকসুতে হারানো হয়েছে প্রকাশ্য ভোট লুটের আয়োজনে। রাজনীতি তাঁকে কেবলই ঠকিয়েছে, ঠেকিয়েছে। শেষ দিনগুলোতে দিয়েছে চরম কষ্ট।

রাজনীতির ময়দানে সব ধরনের সুবিধাবাদ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া আ ফ ম মাহবুবের শূন্যতা সবাইকে কাঁদাবে না।

ষাট ও সত্তরের দশকের ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক আ ফ ম মাহবুবুল হক এখন ইতিহাসের খন্ডিত অংশ। কারও কারও জন্য স্মৃতিতে কাতরানো। আরও বেঁচে থাকলে হয়তো আজকের আদর্শহীন ও ক্ষমতালোভী রাজনীতির কাছে আরও নিগৃহীত হতেন। দিতে চাইলেও কারও অন্যায্য অঞ্জলি নিশ্চয় নিতেন না তিনি। আপসে প্রাপ্তি হাসিলবিরোধী, ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সমষ্টিগত স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়া, জীবনভর মানুষের মুক্তির লড়াকু মাহবুব ভাইয়ের প্রতি অন্তর্ময় শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা তাঁর মৃত্যুর পঞ্চম বার্ষিকীতে।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; বার্তা সম্পাদক, বাংলাভিশন

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কে-ওয়ান ভিসাঃ

কে-ওয়ান ভিসা কি?

কে-ওয়ান ভিসা সম্পর্কে এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে যদি আপনার বিদেশী ফিয়াঁসেকে এদেশে এনে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে আপনাকে আপনার ফিয়াঁসের জন্য কে-ওয়ান ভিসার আবেদন করতে হবে। বৈধ কে-ওয়ান ভিসায় আপনার বিদেশী ফিয়াঁসে ইউএসএ এসে আপনার সঙ্গে থাকতে পারবেন। এই ভিসা ৯০ দিনের জন্যে ইস্যু করা হয়। আর ভিসার মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইউএসএতে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। আইনগতভাবে কে-ওয়ান ভিসা হচ্ছে নন-ইমিগ্র্যান্ট শ্রেণীভুক্ত। যার অর্থ এই ভিসা সাময়িক এবং স্বল্প মেয়াদি। কে-ওয়ান ফিয়াঁসে ভিসাধারী ৯০ দিনের বেশি এদেশে অবস্থান করতে পারবেন না। ইমিগ্রেশন আইনে বলা হয়েছে যে, কে-ওয়ান ভিসাধারী যদি ৯০ দিনের মধ্যে তার ইউএস সিটিজেন ফিয়াঁসেক বিয়ে করতে না পারেন তবে তাকে আইনসম্মতভাবেই এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কে-ওয়ান ভিসা সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন। আজকের লেখায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

নিউজার্সী থেকে হাসান খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। এখানে নিউজার্সীতে ডাকবিভাগে কর্মরত আছি। গত বছর আমার স্ত্রী মারা গেছেন। আমার স্কুলগামী ২টি ছোট সন্তান আছে। আমার মার বয়স ৬০ উর্ধ্ব। তিনি আমার সন্তানদের দেখাশোনার জন্য শক্ত-সামর্থন নন। আমার মা আমাকে আবার বিয়ে করার জন্য রাজি করিয়েছেন যাতে সে আমার সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারেন। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর সময় আমি ১ মাস ছুটি নিয়েছিলাম। আমার মা ঢাকায় আমার আন্টিকে বলেছেন আমার জন্য একটি মেয়ে দেখতে। কিন্তু আমার পক্ষে ঢাকা সফর করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজ থেকে ছুটি নিতে পারছিনা বলে। আমাকে যিনি গ্রিনকার্ড পাবার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন সেই এটর্নীর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন আমার ভবিষ্যত স্ত্রীর সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং তাকে ইউএসএ কে-ওয়ান ভিসায় নিয়ে আসার জন্য। তিনি বলেন তাকে ইউএসএতে দ্রুততম সময়ে আনার এটাই পথ। এটর্নী আমার হয়ে কে-ওয়ান ভিসার আবেদন করে তা ঢাকায় ইউএস কনস্যুলেটে পাঠিয়েছেন। প্রায় ২ বছর আগে। আমি বহুবার তাগাদা দিয়েও কোন উত্তর পাইনি। গত গ্রীষ্মে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম আমার মায়ের সঙ্গে সেখানে আমার বিয়ে সম্পন্ন করেছি। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে একেবারেই অনাড়ম্বরভাবে এবং সেখানে শুধু আমাদের পরিবারের সদস্যরা আমন্ত্রিত ছিলেন। এদেশে ফিরে এসে তাদেরকে আমি নিকাহ-নামা পাঠিয়েছি আমার ভিসার আবেদন দ্রুততর হবে এই আশায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাক্ষাতকারের জন্য কোন তারিখ পাই নি। আমার এটর্নী খুব ব্যস্ত থাকায় তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। আমি খুব উদ্বিগ্ন, কেননা আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা এবং আগামী বছরের প্রথম দিকে তার সন্তান প্রসব হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমার দুটি প্রশ্নঃ

এক. তাকে ইউএস নিয়ে আসার দ্রুততম পথ কী?

দুই. আমার সন্তান যদি সাক্ষাতকারের পূর্বেই জন্ম নেয়, তবে কি তার জন্য পৃথকভাবে আবেদন জানাতে হবে নাকি সে তার মায়ের সঙ্গে আসাতে পারবে?

হাসান খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী কোন সুবিধাবোধী এবং আবেদনকারী কে-ওয়ান (আই-১২৯ এফ পিটিশন) এ ফাইল করার আগেই আইনসম্মতভাবে বিবাহিত হন, সেক্ষেত্রে সুবিধাভোগী আর কে-ওয়ান ভিসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তাছাড়া কে-ওয়ান



আবেদন কখনো গ্রিনকার্ডের আবেদনে রূপান্তরিত হবে না। ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া চালু লাখতে তখন স্বামী/স্ত্রীর হয়ে সুবিধা সুবিধাবোগীর সঙ্গে ইউএসসিআইএস-এ আবেদন করতে হবে। আপনার ক্ষেত্রে আপনি ইতিমগেধ্যই তাদেরকে আপনি আপনার বিবাহের সনদ দিয়েছেন। তাই আপনার কে-ওয়ান আবেদন খুব সম্ভবতঃ ইউএসসিআইএস এর কাছে ফেরত যাবে। ইমিধ্যেই আপনি বিবাহিত হওয়ার কারণে আপনি কে-ওয়ান বিষার যোগ্য নন। তাই যত দ্রুত সম্ভব আই-১৩০ আবেদনের মধ্যেমে আপনার গ্রিনকার্ড লাভের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছেঃ কোন ইউএস সিটিজেনের সন্তান ইউএসএর বাইরে জন্মনিলেও সে ইউএসএর সিটিজেন হবে। তার জন্য আপনার গ্রিনকার্ড বা ভিসার জন্য আবেদন করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার সন্তান যখন জন্ম নেয়, তখন তার এদেশে অর্থাৎ ইউসে ফিরে আসার জন্য আপনি তার পাসপোর্টের আবেদন জানাবেন।

নিউইয়র্ক থেকে অনুপম চৌধুরীর প্রশ্নঃ

কোনটা উত্তম, কে-ওয়ান ভিসা না বিবাহ ভিত্তিক ভিসা (গ্রিনকার্ডের প্রক্রিয়া)?

আমার বয়স ২৯। আমি একজন ইউসে সিটজেন। আমার মা-বাবা বাংলাদেশে থাকেন। তারা ইমার জন্য একটা মেয়ে পছন্দ করেছেন। আমি ছোটবেলা থেকে তাকে চিনি। তবে ১০ বছর আগে এদেশে আসার পর তার সাথে যোগাযোগ নেই। আগামী মাসে আমি বাংলাদেশে যাব। তখন আমার পরিবার তার সাথে আমার বিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে। এই বিভাগে গত সপ্তাহে আপনার লেখা পড়েছে। আপনার কাছে আমার প্রশ্নঃ কোন ভিসা উত্তম। কে-ওয়ান নাকি বিবাহ ভিত্তিক (গ্রিনকার্ড প্রক্রিয়া)।

অনুপম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএস সিটিজেন যখন কোন বিদেশি সিটজেনকে বিয়ে করেন- সেক্ষেত্রে দুই ভাবে তারা এদেশে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসতে পারেন এবং গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। একটি কে-ওয়ান ভিসা অন্যটি বিবাহ ভিসা। এ নিয়ে অনেক দম্পতির সংশয় থাকেত পারে। প্রত্যেকটি বিকল্পের পৃথক সুবিধা রয়েছে। আপনি যখন সিদ্ধান্ত নেবেন তখন আপনাকে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আপনি ইউএসএ নাকি বাংলাদেশে বিয়ে করবেন? আনি বিয়ের জন্যে কতবার এদেশের বাইরে যেতে পারবেন? ফিয়াঁসে ভিসা (কে-ওয়ান ভিসা) হচ্ছে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসনা। এই ভিসা দেয়া হয় বিদেশি ফিয়াঁসেকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সে এদেশে এসে তার ইউএস সিটিজেন ফিয়াসেকে বিয়ে করবে। তারপর গ্রিনকার্ডের প্রক্রিয়া শুরু করবে।

ম্যারেজ ভিসা একটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। যা বিয়ের মাধ্যমে স্বামী/স্ত্রী পেয়ে থাকেন। এই ভিসার মাধ্যমে বিদেশে বিয়ে হওয়া স্বামী/স্ত্রী এদেশে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসবেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বাস করবেন।

ফিয়াঁসে না বিবাহ ভিত্তিক ভিসার জন্রে আবেদন করবেন এটা আপনার সিদ্ধান্ত। উত্তম পন্থা বা আমাদের পরামর্শ হচ্ছে -যদি বিয়ে করা সম্বব হয় তবে বিয়ের পর সরাসরি গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করুন। কে-ওয়ান ভিসার সুবিধা - প্রক্রিয়া সহজ এবং কম সময় লাগে। এর অসুবিধা হচ্ছে কে-ওয়ান ভিসা পেন্ডিং থাকা অবস্থায় বিয়ে করতে পারবেন না। কে-ওয়ান ভিসার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই ভিসা আবেদনের পূর্বে আপনাকে গত ২ বছরের মধ্যে অবশ্যই কমপক্ষে একবার ব্যক্তিগতভাবে ফিয়াঁসের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। (ব্যতিক্রম চূড়ান্ত অভার বা সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যঅ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে মেলা সম্ভব নয়)।

আপনাকে অবশ্যই সম্পর্কের বৈধতা ফটো, ভ্রমণ সূচি বা হোটেল রিজার্ভেশনের কাগজপত্র সহ প্রমাণ করতে হবে। এ ছাড়া দম্পতি হিসেবে কোথাও ভ্রমণের জন্য রিজর্ভেশন, বন্ধু বা সহকর্মীদের কাছে থেকে বিবৃতি- যারা আপনার সম্পর্কে জানেন। নিজেদের মধ্যে ইমেইল বা চিঠি প্রমাণ হিসেবে দাখিল হবে।

উপরে যেসন প্রমাণের কথা বলা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে কে-ওয়ান ভিসার আবেদন প্রত্যাখাত হতে পারে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

কিশোর গ্যাং এবং ঘুণে খাওয়া রাজনীতি

নুরুল আলম মাসুদ

আলটিমেট সময়ে পৌঁছে গেছি। ফলে কিশোর-তরুণদের মধ্যে আর কোনো স্বপ্ন থাকছে না। তৈরি হচ্ছে না স্বপ্নপূরণের প্রতিযোগিতা। এটি ভীষণভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। সেই সঙ্গে চলমান অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবারগুলোর মধ্যে জীবনের জন্য ছুটে চলা, অসহিষ্ণুতা এবং আইসোলেশান তৈরি করছে।

সাম্প্রতিক সময়ের বহুল আলোচিত বিষয় 'কিশোর গ্যাং'। দুরন্ত কিশোর অনেকের সংবাদমাধ্যমে, পুলিশ ও মধ্যবিত্তের বয়ানে গ্যাঙ্গ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া অনেকটা মহল্লার খুচরা চোরদের বাহিনী হয়ে ওঠার মতো। এ গ্যাং-এর পেছেনে রয়েছে বড়ভাইদের ছায়া, পার্সেন্টেজ, মিছিলে লোক সরবরাহ, মাসিক হিস্যা, টেন্ডার-ইজারা-দখল ইত্যাদি। নিজেকে ক্ষমতাবান করে তোলা এবং সে ক্ষমতাকে জাহির করতে প্রাইভেট বাহিনী যেমন লাগে, এটি তেমনই।

খুব দূর অতীত নয়; আমাদের কিশোর-কাঁচা, যুবাদের নিয়ে সারল্য-সাহস-সংগ্রামের সাহিত্য রচনা হয়েছে। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এরা বিবেচিত হয়েছে ইতিবাচক এবং সম্ভাবনার ক্যাটাগরি হিসেবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে যখন যোগাযোগ-জীবিকা এবং ক্ষমতার ধারণায় রূপান্তর হচ্ছে, তখন এই জনগোষ্ঠী অনেক বেশি বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে। এর কারণ এবং ঝোঁকগুলো খুব সরলভাবে দেখলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বোঝায়। যেখানেই কোনো কিশোর অপরাধে জড়াচ্ছে, সেখানেই বেরিয়ে আসছে স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং টু-পাইস কামানোর গল্প। অভিযুক্ত প্রত্যেক কিশোরের গল্পের পেছনে আছে সেখানকার দলীয় ভাইয়াতন্ত্র, ড্রাগ পরিবহনে কিশোরদের হিউম্যান ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ব্যবহার, এলাকাভিত্তিক ভাইয়া-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিশোরদের ব্যবহার এবং নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যবহার। কিশোরদের রাজনৈতিক দলবাজিতে ব্যবহারের কারণে তারা যেমন এক ধরনের ক্ষমতা উপলব্ধি করছে, সেই সঙ্গে বড় ভাইদের পথে হাঁটার লোভে কিশোররা এক সময় অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। পরবর্তী সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শক্তিরা এই সংগঠিত কিশোরদের ও গ্যাঙ্গ ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করে। এটি একেবারেই স্থানীয় রাজনীতি, ক্ষমতা, ভাইয়া-রাজ প্রতিষ্ঠা এবং প্রাইভেট খিলাফতের ডিসকোর্সের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে সমসাময়িক আলোচনা এবং গণমাধ্যমে কিশোর জনগোষ্ঠী নিয়ে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে এবং সমাজে জনপ্রিয় ধারা তৈরি করছে। আর আমরা আম জনতা সেসব গল্পের মধ্যেই আটকে পড়ে এবং আরোপিত ন্যারেটিভে কথা বলছি। একটা চকিত জরিপ হতে পারে- আপনার মহল্লায় যেদিন কোনো ভাইয়ার মিছিল বের হয়, সেই মিছিলে চট করে গুনে দেখবেন মিছিলে কোন বয়সী মানুষের উপস্থিতি কেমন; কারা মিছিলকে তাতিয়ে রাখে। তাহলেই বাস্তবতা বুঝতে সহজ হবে।

কিশোরদের গ্যাং বলে পরিচিত করা এবং এ আখ্যাটি পপুলার মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে তাদের সমাজে আলাদা করে পরিচিত করে তোলার যে প্রবণতা, সেটি কিশোরদের আরও বেশি বিপদাপন্ন এবং ঝুঁকিতে নিয়ে যায়। কিশোর গ্যাং আলাদা কোনো সংঘ নয়; একটি চলতি রাজনীতির ঘুণে খাওয়া অংশ মাত্র এবং এর দায় রাজনৈতিক দল, স্থানীয় ভাইয়াতন্ত্র এবং কিশোরদের পরিবার কোনোভাবে এড়াতে পারে না। সমাজের এসব বিষয়কে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে অবশ্যই সমসাময়িক অর্থনীতি ও রাজনীতির লেন্স দিয়ে।

বর্তমানে সাংস্কৃতিক যে ট্র্যানজিশান, সেটি আমাদের প্রথাগত সংস্কৃতি ও চর্চার সঙ্গে একটি নিদারুণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ছাড়া সমাজে দৃশ্যমান যে অসমতা, তা কিশোরদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করছে। ফলে সহিংসতা হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে পরিবর্তনের ভাষার মতো। এই যে সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন না হওয়া; বদলে যাওয়ার জন্য সহিংসতার পথে হাঁটা- সেই সঙ্গে চলতি রাজনীতির জোগান তাদের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করছে। তবে, রাজনৈতিক সংশ্রব ছাড়াও কিশোরদের মধ্যে হিরোইজম, দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা, পর্নোগ্রাফি, বিনোদনমাধ্যমে হিংস্র ও পাশবিকতাপূর্ণ কনটেন্ট, পারিবারিক ও নৈতিক শিক্ষা না থাকার বিষয়ও রয়েছে। আধুনিক জীবন এমন ধারণা সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে বলা হচ্ছে- বিগত সময়ের সবকিছু ভুল এবং সেকেলে। আজকের সময়ই আমরা

আলটিমেট সময়ে পৌঁছে গেছি। ফলে কিশোর-তরুণদের মধ্যে আর কোনো স্বপ্ন থাকছে না। তৈরি হচ্ছে না স্বপ্নপূরণের প্রতিযোগিতা। এটি ভীষণভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। সেই সঙ্গে চলমান অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবারগুলোর মধ্যে জীবনের জন্য ছুটে চলা, অসহিষ্ণুতা এবং আইসোলেশান তৈরি করছে। ফলে পরিবারের সদস্যরা পরস্পর অনেকটাই হোম অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিশুদের জন্য বেবিসিটার, কিশোরদের জন্য হোম টিউটর; এভাবে এখন বহু পরিবারের সন্তানদের বড় হতে হচ্ছে। ফলে অনেক শিশু-কিশোর পরিবার থেকে তেমন নৈতিক শিক্ষা পায় না। এটিও সমাজে একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেকেই বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার কথা বলছেন। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা আর প্রাতিষ্ঠানক শিক্ষা এক নয়। বরং নৈতিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বের করে আনতে হবে। নৈতিক শিক্ষার যে মৌলিক ভিত; সেটি শিশুর ভেতর প্রতিষ্ঠা পাবে প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আগেই। সেখানেও মনোযোগ বাড়াতে হবে।

আজকের কৈশোরই আগামীর আলোকিত তারুণ্য। তাই কিশোর গ্যাং বলে আলাদা ক্যাটাগরি তৈরির মধ্য দিয়ে সমাজে সহিংসতার ডিসকোর্সে নতুন একটি উপসর্গ তৈরি করবে এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা এবং অশান্তি জারি রাখবে। একটি আলোকিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক কার্যক্রমে কিশোরদের ব্যবহার বন্ধ; নিরাপদ অনলাইন ব্যবস্থায় মনোযোগ দান; দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব এবং সমাজ-রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে।

কিশোরদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা নতুন নয়। ১৭ শতকে লন্ডনে মাইমস্ , বাগল্ স ও জেড বয়েজ নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত কিশোরদের খবর পাওয়া যায়। তার পর সেটা নানা দেশে শাওয়ার পোজ, ক্রিয়াস, আরিয়ান ব্রাদারহুড, পেনিমব, ব্রিয়াদ, ব্লাক সামুরাই, জাপানের ইয়াজুদা, ইন্ডিয়ান থাগ ইত্যাদি নামে পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেখানে রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রম কিশোর নীতি এবং সংশোধনীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। আমাদের দেশে অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে যে ধরনের কার্যক্রম দরকার তার কিছুই কখনও চোখে পড়েনি। দেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্র আছে। তবে সেখানে কী সংশোধন হচ্ছে, কী তার ভেতরে আছে, কতটুকু সংশোধনী উপকরণ আছে, এগুলো আরও ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে কিশোরদের কল্যাণে জরুরিভাবে ও কিশোর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

লেখক: সামাজিক আন্দোলন সংগঠক



উন্নয়নের উন্নয়ন চাই



ড. মাহবুব উল্লাহ্

উন্নয়নের উন্নয়ন প্রয়োজন। যে কেউ এ কথাটি শুনে বলতে পারেন, এটা কেমন কথা! বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশে বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য নানা রকমের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আসেন রাষ্ট্রের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যতই দিন যাচ্ছে, আমরা দেখি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রকল্পস্থলে শামিয়ানা টাঙিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বলা যায়, অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে জাঁকজমকপূর্ণ। মনে হয় প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ করে বিশ্ব জয় করা হচ্ছে। একটু গভীরভাবে ভাবলে আমরা দেখব-এ ধরনের জঁাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পেছনে অর্থ ব্যয়ের পুরোটাই অপচয়। তারপরও আমরা মিথ্যার জালে আবদ্ধ হয়ে আশ্বস্ত হই। শুধু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়, প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও একই ধরনের অপচয়ের ঘটনা ঘটে। একটু চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব-এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান না করলে যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হতো, তা দিয়ে প্রকল্পের সম্পূরক ইনপুটের পেছনে এ অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পটিকে আরও অর্থবহ করা সম্ভব। অর্থের অপচয় ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর দাবি করা হয়-দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে দাঁড়িয়ে গেছে। এ ধরনের ভাবনা যে আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল, তা আমরা কবে উপলব্ধি করব? আমি বলব, উন্নয়নেরও উন্নয়ন চাই। জঁাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান না করে সেই অর্থ মূল প্রকল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার পেছনে ব্যবহার করে যা অর্জন করা সম্ভব হতো, সেটাকেই আমি বলি 'উন্নয়নের উন্নয়ন'।

প্রধানমন্ত্রী কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানাচ্ছেন বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির সংকটের প্রেক্ষাপটে। একটি উন্নয়নশীল দেশ সংকট ঘনীভূত হলে কৃচ্ছ্রসাধন করবে, কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে এর প্রতি নজর না দিলে কৃচ্ছ্রসাধনের দর্শনগত তাৎপর্য হারিয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে কৃচ্ছ্রসাধন করে আমরা দেশের জন্য আরও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম দুবছরে জাতীয়ভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয়টি আলোচনার এজেন্ডায় ছিল। কৃচ্ছ্রসাধনের ইস্যুটি উত্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান। তখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি অর্থনৈতিকভাবে সংকটাপন্ন হওয়ায় কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্যোগটি প্রশংসিত হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক সমস্যা ছিল প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। অভাবের সমস্যাটি কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য দাতাগোষ্ঠীর সহানুভূতির ফলে। ওই সংকটময় সময়েও কৃচ্ছ্রসাধনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর উন্নয়নবিরোধী তৎপরতার ফলে।

এখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানানো হচ্ছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। আমদানি বাণিজ্যে বিলাসদ্রব্য আমদানির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য একটি পথরেখা অঙ্কন করতে হবে। কৃচ্ছ্রসাধন বলতে কী বোঝায় এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি অনসৃত হবে, তা পরিষ্কারভাবে জনগণকে জানাতে হবে। অন্যথায় কৃচ্ছ্রসাধনের কথা নিছক বুলিতেই পর্যবসিত হবে।

দ্রব্যমূল্যের অকল্পনীয় বৃদ্ধির ফলে ভোক্তা সাধারণ বেশ-কিছু পণ্যসামগ্রী ক্রয় করছেন না, অথবা মহার্ঘ হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য অর্থ ব্যয়হ্রাস করছেন। এক্ষেত্রে বাজার পরিস্থিতি, বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে চলতে তাড়িত করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সয়াবিন তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তারা এর ব্যবহারহ্রাস করেছেন, অথবা কম দামি অন্য ধরনের ভোজ্যতেল ব্যবহার করে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন।

আগে উল্লিখিত সংবাদপত্রের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের ১৬ এপ্রিল তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় কোন্ডা ইউনিয়নে কোন্ডা ২০ শয্যা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। একই বছর ৭ জুলাই তিনি হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। দুটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সংসদ-সদস্য আমান উল্লাহ আমান। ব্যস এটুকুই। হাসপাতালটি কোনো দিন চালু হয়নি।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি সর্বাত্মক কৃচ্ছ্রসাধনের চর্চা কীভাবে করা যায়, তা জনগণ ও ভোক্তাদের কাছে হাজির করতে হবে। সামনে কোনো এক সময়ে আমরা দুর্ভিক্ষকবলিত হতে পারি, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার জাতির সামনে বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বড় ধরনের অস্পষ্টতা রয়েছে। এখন থেকেই ভবিষ্যতের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ণয় করতে হবে। হতদরিদ্র ও দুর্ভিক্ষকবলিত জনগোষ্ঠীকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করতে হবে। নিকট অতীতে ১৯৭৪ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বর্তমান সংকটে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তার রূপরেখাটিও তুলে ধরতে হবে।

উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা প্রবৃদ্ধির গল্পটি বলি। নিছক প্রবৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়। দেখতে হবে প্রবৃদ্ধির মান কেমন। প্রবৃদ্ধি কি দারিদ্র্য নিরসন করছে? প্রবৃদ্ধি কি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করছে? প্রবৃদ্ধি কি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করছে? প্রবৃদ্ধি কি টেকসই উন্নয়নের গ্যারান্টি দিচ্ছে? প্রবৃদ্ধির অঙ্কের মধ্যে এ প্রশ্নগুলোর সমাধান যদি নিহিত থাকে, তাহলে উন্নয়ন সঠিক পথে চলছে বলে বিবেচনা করা যায়। ভাবতে হবে টেকসই উন্নয়ন নিয়েও। বর্তমান প্রজন্ম যে হারে ভোগ করছে, এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভোগের মাত্রা যদি হ্রাস না পায়, তাহলে বুঝতে হবে উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে।

উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান নির্ণয় করে প্রবৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ করতে পারলে উন্নয়নের উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশ যে ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হচ্ছে না। এ বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাহলেই বুঝব আমরা উন্নয়নের উন্নয়ন পথেই চলছি।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে বহু ধরনের অপচয় ঘটে। উন্নয়নের অপচয় নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং হবে। দেখা গেছে, বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়। অথচ দেখা যায় ভবন নির্মাণের মতো কাজও প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যায় না। একবার কিংবা একাধিকবার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যেসব ধারণাকে ভিত্তি করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি সমীক্ষণ করা হয়েছিল, সেই ধারণাগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। ফলে প্রকল্পটি থেকে কাম্য মাত্রায় সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্পটি শ্বেতহস্তীতে পরিণত হয়। প্রকল্পের জন্য দালানকোঠা নির্মাণ করা হলো, কিন্তু প্রয়োজনীয় লোকবল সৃষ্টি করা হলো না, প্রয়োজনীয় যন্ত্রসামগ্রী বসানো হলো না, তাহলে সবকিছু মিলে প্রকল্পের যে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা একটি পরিত্যক্ত ভবনে পরিণত হয়। উন্নয়ন তত্ত্বে সম্পূরক উপকরণগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা না হলে প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ভবনাদি দ্রুত নষ্ট হতে থাকে। যার ফল দাঁড়ায়-প্রকল্পের জন্য ব্যয়িত অর্থ পানিতে ফেলে দেওয়ার শামিল।

স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে জনগণের অসন্তুষ্টি রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবি রয়েছে। এ দাবি পূরণ করা হলে স্বাস্থ্য খাতের চেহারা আরও একটু সাবলীল হবে বলে একটা ধারণা আছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা কি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে? একটি সংবাদপত্র স্বাস্থ্য খাতে অপচয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ থেকে জানা যায়, স্বাস্থ্য খাতের জন্য নির্মিত ২৩৩টি স্থাপনা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব গাফিলতি নিয়ে দৈনিকটি সারসংক্ষেপ করে বলেছে, ১৬ বছর আগে হাসপাতাল ভবন তৈরি হয়েছে, কোনোদিন চিকিৎসা হয়নি। প্রশিক্ষণ স্কুল তৈরি হয়েছে, প্রশিক্ষণ চালু হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জেলায় অব্যবহৃত অবস্থায় আছে তিন স্থাপনা। সবকিছু মিলে উপসংহার হলো, অবকাঠামো নির্মাণে যত আগ্রহ, সেবা চালুতে নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অপরিকল্পিতভাবে কোটি কোটি টাকার স্থাপনা তৈরি করছে। অনেকগুলো ব্যবহার ছাড়াই নষ্ট হচ্ছে। ভবন নির্মাণের কাজ শেষে সরকারের দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় জনবলের সুসংস্থান করা। একটি হাসপাতালের বেড সংখ্যার অনুপাতে কতজন ডাক্তার, নার্স, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও হেলথ টেকনোলজিস্ট দরকার, তার ভিত্তিতে এদের নিয়োগ দেওয়া। হাসপাতালে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এর বাইরেও কিছু কর্মচারী, পাচক প্রভৃতি দরকার। এক্ষেত্রেও জনবল বরাদ্দ করা প্রয়োজন। একটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণের পর ৮-১০ বছর ধরে জনবল ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদির বরাদ্দ না হওয়ার ফলে প্রকল্পটি বয়ে বেড়ানো দেশের জন্য কল্যাণ ডেকে আনে না, বরং অকল্যাণ দেশের অর্থনীতিকে জাপটে ধরে। সময়মতো সবদিক থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ থেকে নিঃসৃত কল্যাণ সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ সুগম করে দেবে।

আগে উল্লিখিত সংবাদপত্রের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের ১৬ এপ্রিল তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় কোন্ডা ইউনিয়নে কোন্ডা ২০ শয্যা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। একই বছর ৭ জুলাই তিনি হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। দুটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সংসদ-সদস্য আমান উল্লাহ আমান। ব্যস এটুকুই। হাসপাতালটি কোনো দিন চালু হয়নি।

এই হাসপাতালে গিয়ে গত ৩১ অক্টোবর দেখা যায়, চত্বরজুড়ে আগাছা। তিনটি ভবনের একটির সামনে পোশাক কারখানার আধা পোড়া বর্জ্য, ছাইয়ের স্তূপ। মূল ভবনের ইট ও সিঁড়ির রেলিং কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত এই হাসপাতালের বিষয়ে কথা বলার মতো সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আরাফাতুর রহমান ওই সংবাদপত্রের প্রতিবেদককে বলেন, 'হাসপাতালটি একটি বিচ্ছিন্ন জায়গায়, লোকালয় থেকে দূরে। সেখানকার অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এ হাসপাতাল চালু করার জন্য যে জনবল দরকার, তা নেই।'

ধামরাই উপজেলায়ও আছে এমন স্থাপনা। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে শ্রীরামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলে কৃষ্ণনগর গ্রাম। সেই গ্রামে ২০০৬ সালের ৩ নভেম্বর কৃষ্ণনগর ২০ শয্যা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কর্নেল মো. ফজলুর রশীদ মৃধা। ৩ একর জমির ওপর ছয়টি দোতলা ভবন নিয়ে এ হাসপাতাল। হাসপাতালটিতে কোনো দিন কোনো রোগী ভর্তি হয়নি। সেখানকার অধিবাসীরা জানিয়েছেন, হাসপাতাল তৈরির জন্য এলাকার মানুষের কাছ থেকে জমি কেনা হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালটি এখন পরিত্যক্ত।

বেশ কবছর আগে একই সংবাদপত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগের জন্য কয়েকশ সেতু নির্মাণ করা হলেও সংযোগ সড়কের অভাবে সেতুগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতি আমাদের উন্নয়নের চাকাকে সামনের দিকে ঘুরতে না দিয়ে উন্নয়নের গলায় ফাঁসের মতো গ্রন্থি সৃষ্টি করেছে। সে জন্যই বলি-উন্নয়নের উন্নয়ন চাই।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

শিক্ষাগ্রহণ ও বিদ্যা আহরণ

গোলাম কবির

জীবন এবং শিক্ষা সমভিব্যাহারী। তার রকমফের যা-ই হোক না কেন। উদীয়মান সভ্যতার আলো-আঁধারির কালে শিক্ষা যেমন ছিল, আজও আছে এবং থাকবে হয়তো অনন্তকাল। শিক্ষার ছোট-বড়র তারতম্য নির্ধারণ মূঢ় মানুষের বাহ্যিক বিভাজন মাত্র। তাই বলে শিক্ষাকে জীবন বিমুখ করতে চাওয়া বোধ করি জীবনাভিসারীর কাজ নয়।

আমরা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে শিক্ষার তরি ভেড়াতে চাই। ভাবি না সেই শিক্ষা দিয়ে মানবসমাজ কতখানি উপকৃত হবে। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা এবং বিদ্যাকে আমরা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ভাবি, তবে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে শিক্ষা এবং বিদ্যা পৃথক বিষয়। শিক্ষা মানুষের জীবনের প্রাথমিক অনুভবের বিষয়, আর বিদ্যা অনুভবের শিকড় খোঁজা। মূলত এ দুয়ে বিভেদ নেই। আছে সূচনা এবং অগ্রসরের পরিসংখ্যান। প্রদোষকাল কী ছিল তা ভাবার অবকাশের চেয়ে আগামী দিনগুলো কেমন যাবে—তা ভাবাই বোধ করি শ্রেয়। তাই জীবনের সূচনা থেকেই মানুষ শিক্ষা নেয় বা নেওয়ার জন্য সক্রিয়। ব্যতিক্রম বোধ করি আমরাই। দেখে আসছি, ভাবছি না। না হলে এত ভাঙাগড়া ঘটবে কেন! ঘটছে, আমরা যা শিখেছি, তাকেই ভাবছি সেরার সেরা। বিড়ম্বনা এখানেই। নতুন পথে ধাবিত না হয়ে, যা আছে তাই নিয়ে টিকে থাকা হয়তো যায়, কিন্তু অগ্রসর হওয়া কঠিন। অগ্রসর হওয়া হলো নবজীবনের লক্ষণ। পেছন ফেরা যাবে না। তা নয়, তবে সেখান থেকে উন্নত দিনের জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করা। অর্থাৎ কী করলে পরিণতি কী হয়েছে, তা অবগত হওয়া। অথচ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই, আছে আপাত কিছু করে দেখানোর কারিশমা আর আত্মশ্লাঘায় ফুরফুরে হওয়া।

প্রাচীন এবং আধুনিক শিক্ষায় তেমন চাক্ষুষ বিরোধ নেই। উভয় শিক্ষায় শ্রম আছে। কালের বিবর্তনে হয়তো শ্রমের উনিশ-বিশ হতে পারে। তবে শ্রম সর্বত্রই আছে। আছে বলেই দৃষ্টিশক্তি না থাকলে শিক্ষা যে পূর্ণ হয় না, তা নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন কম। শিক্ষা হলো কায়মনোবাক্যের অর্জন। একটির অভাব অবশ্যই পূর্ণ শিক্ষাকে অপূর্ণ রাখে।

কোন কাজটি করলে আমাদের জীবন পরিশুদ্ধতার দোরগড়ায় পৌঁছতে পারে, তা আমরা সবাই বুঝি না। আর বুঝলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের বুঝতে অক্ষম রাখে। মেধা এবং পরিপূরক পয়সাকড়ি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সব মানুষ মেধাহীনভাবে জন্মায় না।

শিক্ষার কোন বিষয়টি কিভাবে অর্জন করতে হবে, তা সর্বদা শিক্ষণীয় না-ও হতে পারে। কিছু বিষয় আছে, যা ঠেকে শেখে। কে শেখাল তার হদিস খোঁজা বৃথা। আর কোন কাজটি পরে, তার একটি পরিমাপ করে নিয়েই মানুষ সামনের পানে এগিয়ে যায়।

কোন কাজটি করলে আমাদের জীবন পরিশুদ্ধতার দোরগড়ায় পৌঁছতে পারে, তা আমরা সবাই বুঝি না। আর বুঝলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের বুঝতে অক্ষম রাখে। মেধা এবং পরিপূরক পয়সাকড়ি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সব মানুষ মেধাহীনভাবে জন্মায় না। সুযোগ এবং মেধা ব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমরা অনেক মেধাহীন সুযোগ পেয়ে বড়াই দেখাই। তার পরিণতি যে শূন্য, তা নতুন করে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অনেকেই নামডাকের বিদেশপড়ুয়া, সাধারণের মতো মেধাবী নয়, অথচ তারাই বিদেশের দোহাই দিয়ে প্রধান থেকে যজ্ঞ নষ্ট করে। তার বহু নজির আছে। কে জানে, এই মেধা যাচাইয়ের হাতেখড়ি কিভাবে অর্জন করা যায়। আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ যে এখানেই, আমরা তা খতিয়ে দেখি না।

বিদ্যা বলি আর শিক্ষা—তা অর্জনের মূল চাবিকাঠি মেধা। এই মেধা পূরণের অন্যতম হাতিয়ার 'টাকা'। তাই বলে টাকাই সব নয়। ভেতরের শক্তি ছাড়া মেধা পূরণ হয় না। আমাদের ভেতরের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে নানা কারণে। আমরা এখন বাইরের খোলস নিয়ে মত্ত। এই মত্ততার পরিণাম নতুন করে জানিয়ে দিতে হয় না। আমাদের যা আছে, তা নিয়েই আন্তরিকভাবে অগ্রসর হলে টানাপড়েন কমে আসবে।

আমাদের অসুবিধা হলো, জাতি হিসেবে আমরা অবিমিশ্র নই। নানা রক্তের সংকরে আমরা মিশ্র। একে এক করা কঠিন। তবে সেই কঠিনের মাঝে থেকে বের করে আনতে হবে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষণীয় বিষয়ে স্বাধীনতা, তাহলে আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। পরাধীন থেকে নিজেকে প্রকাশ করা কত কঠিন, তা বাস্তবে না পড়লে বোঝানো সহজ নয়। আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-নির্বিশেষে মানুষকে একটি সম্প্রদায় হিসেবে মেনে নিয়ে সবার মৌলিক স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হলো মানব অগ্রগতির পুরোধা। কাজেই আমরা বাস্তব জ্ঞান দিয়ে সত্যকে মেনে নিয়ে বিদ্যা আহরণে সচেষ্ট হলে আমাদের শ্রম ব্যর্থ হবে না। কারণ, মানতেই হবে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখেশুনে আহরণ করা যায়। বিদ্যার সঙ্গে আছে ভাষা এবং মানুষের বহুকালের চর্চার ফল। তা আহরণের জন্য শ্রম প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন শ্রম দিয়েই আমরা বিদ্যা আহরণ করতে পারি। আর শিক্ষা চোখ খুললেই পাওয়া যায়। এতে পার্থক্য যেটুকু তা-ই বাইরের, অন্তরাত্মার নয়। অন্তর-বাইরের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিদ্যা আহরণে ব্রতী হলে মানুষের অগ্রগতি কখনো ধূলিসাৎ হয় না।

লেখক: সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ

ভারতীয়রা বিশ্ব জয় করছেন, ভারত জয় করতে পারছেন কি

শশী থারুর

ঋষি সুনাকের ব্রিটিশ রাজনীতির চূড়ায় আরোহণ ভারতজুড়ে উদ্ যাপিত হচ্ছে। একজন বাদামি চামড়ার ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ব্যক্তি যুক্তরাজ্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন–এটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে সুনাকের উত্থান আরও বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিয়ে যায়। সেটি হলো পশ্চিমা দুনিয়ায় ভারতীয় প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান উত্তরণ।

এই প্রবণতা বেশ কিছুদিন ধরেই স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নির্বাহীদের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক করপোরেশনের নেতৃত্বে আসতে দেখা যাচ্ছে। মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা, অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই এবং পেপসিকোর প্রাক্তন সিইও ইন্দ্রা নুয়ি সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ। কিন্তু এমন আরও অনেক আছেন। এস অ্যান্ড পি গোবাল রেটিংস অনুসারে, বিশ্বের প্রথম সারির ৫০০ কোম্পানির মধ্যে কমপক্ষে ৫৮টি কোম্পানি ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ঋষি সুনাকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘটনাটি ভারতীয় প্রবাসীদের পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারের ধারা সামনে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস একজন ভারতীয় মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জাতিসংঘের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি (যিনি ২০২৪ সালে একজন সম্ভাব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী) ভারতীয় পাঞ্জাবি শিখ মা-বাবার কন্যা।

২০১৫ সাল থেকে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসা আন্তোনিও কস্তার বাবা অংশত ভারতীয় ছিলেন। আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকার একজন অর্ধভারতীয়, যিনি একটি পালাবদলের চুক্তির অংশ হিসেবে এই বছরের শেষের দিকে আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে ব্রেক্সিট-পরবর্তী কণ্টকাকীর্ণ আলোচনা শিগগিরই ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে।

ভারতীয়রা তাঁদের প্রবাসীদের সাফল্যের প্রশংসা করার সময় যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে মহান হিসেবে উল্লেখ করেন, সেই বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধগুলোকে ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দমন করতে চাইছে। বিজেপি-শাসিত ভারতে উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

এই প্রবণতার ব্যাখ্যা কী হতে পারে? কেন ভারতীয় অভিবাসীরা বা তাঁদের সন্তানেরা প্রায়ই পাশ্চাত্যে পশ্চিমা পদ্ধতির শিক্ষায় উন্নতি করেন? একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে, ভারতবর্ষে দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থাকার কারণে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ভারতীয়রা পরিচিত। কিন্তু শুধু ভাষা জানাটা সাফল্যের ক্ষেত্রে খুব কমই নিশ্চয়তা দেয়।

আর যদি সেটিকেও বিবেচনায় নিই, তাহলে সে যুক্তি ইংরেজি চালু নেই এমন নন-অ্যাংলোফোন ইউরোপীয় দেশগুলোতে ভারতীয়দের কৃতিত্ব অর্জনের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে না। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে ৫৮ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মী যে চাকরি করেন, তা পেতে গেলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা সমতুল্য বিশেষজ্ঞ দক্ষতা থাকার দরকার হয়।

ভারতীয়রা তাঁদের প্রবাসীদের সাফল্যের প্রশংসা করার সময় যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে মহান হিসেবে উল্লেখ করেন, সেই বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধগুলোকে ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দমন করতে চাইছে। বিজেপি-শাসিত ভারতে উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে বিশ্বজুড়ে ভারতীয়দের মধ্যে যে গুণাবলির প্রশংসা করা হচ্ছে, তা শিগগিরই প্রবাসীদের মধ্যে তাঁদের পৈতৃক দেশের তুলনায় আরও স্পষ্ট হতে পারে।

আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ভারতীয় অভিবাসীরা সাধারণত অধিকতর অনুপ্রাণিত (মোটিভেটেড) স্বভাবের হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের জাতীয়তা এবং জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের দীর্ঘকাল ধরে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় করার এবং সেই ধারা ধরে রাখার রেকর্ড রয়েছে। সীমিত সম্পদ, বিভিন্ন ধরনের কড়া সরকারি বিধিনিষেধ এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মতো প্রতিকূলতা ঠেলে প্রথম প্রজন্মের ভারতীয় অভিবাসীরা পশ্চিমা দেশগুলোতে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগকেই হয় বঞ্চনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, নয়তো সেই বঞ্চনা এড়াতে গিয়ে কঠোর কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রিজার্ভ কমছে

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

বিভিন্ন জনশ্রুতি ও গণমাধ্যম সূত্রমতে তৈরি পোশাক খাতে কাঁচামাল আমদানি-নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী-জ্বালানি তেলসহ সামগ্রিক চাহিদা-সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবচ্ছেদ দেশের প্রচলিত সচলতায় দুঃসহ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। করোনা অতিমারির শিথিল অতিক্রান্তে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন করে পুরো বিশ্ববাজার-অর্থব্যবস্থাকে অতিশয় দৃশ্যমান মানবসৃষ্ট কৃত্রিম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। শঙ্কা-আশঙ্কা বা চিন্তা-দুশ্চিন্তার পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ জাতিগোষ্ঠী উদ্ভূত পরিস্থিতি-বিভ্রান্তির বোবা বেড়াজালে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনিতেই জলবায়ু পরিবর্তন-বৈশ্বিক উষ্ণতার বৈরী আচরণে খাদ্য উৎপাদন বিভিন্ন দেশে নানামুখী অন্তরায়ে বাধাগ্রস্ত। প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ক্ষুদ্র আয়তনের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে শ্রমঘন তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হিসাবে বিবেচ্য। অবশ্যই দেশের সোনার সন্তান কর্মযোগী রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের প্রবাসী আয়ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। করোনাকালীন প্রবাসী কর্মীদের জমাকৃত অর্থ সঙ্গে নিয়ে চাকরি হারানো বিপুলসংখ্যক প্রবাসী দেশে ফিরে আসায় রেমিট্যান্সের প্রবাহ ছিল উর্ধ্বমুখী। ১ নভেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিট্যান্সবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের এ সময়ে বৈধপথে প্রবাসী আয় বাড়ানোর নানা উদ্যোগ নিলেও ধারাবাহিকভাবে তা কমছে। অক্টোবর মাসে রেমিট্যান্স নেমেছে ১৫৩ কোটি ডলারের নিচে, যা ৮ মাসের মধ্যে সর্বনিু। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে গড়ে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এলেও সেপ্টেম্বর মাসে তা কমে ১৫৪ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

ডলার সংকটের কারণে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করায় ক্রমাগত কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, যার অহেতুক-অনর্থক-অযৌক্তিক উত্তাপ ছড়িয়েছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আমদানি কমাতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করায় সেপ্টেম্বর মাসে আমদানিতে ঋণপত্র খোলার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়েছিল ৭১০ কোটি ডলারের। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে ঋণপত্র খোলা হয়েছে ৬১৭ কোটি ডলারের। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৪৮৯ কোটি ডলার বিক্রি করেছে ব্যাংকটি। বিগত অর্থবছর বিক্রি করা হয়েছিল ৭৬২ কোটি ডলার। বিক্রীত ডলারের ৯০ শতাংশ খরচ হয় জ্বালানি ও সার আমদানিতে। বর্তমানে রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। প্রাসঙ্গিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সাবেক গভর্নর গণমাধ্যমে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে অতি প্রয়োজনীয় ছাড়া সব ধরনের পণ্য আমদানি কমিয়ে আনতে হবে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত ডলারের সর্বোচ্চ এক দাম নির্ধারণ করে দেওয়া। পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফের পরামর্শ মেনে একবারে ৮০০ কোটি ডলার না কমিয়ে রিজার্ভের দুই ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে পারে। এতে বিভ্রান্তি দূর হবে। তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধ শুরুর আগে কেন আমদানি এত বেড়েছিল, সব মূলধনি যন্ত্র দেশে এসেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা উচিত। হোটেল, আবাসনসহ বিভিন্ন খাতে অবৈধভাবে দেশের বাইরে যারা সম্পদ গড়ে তুলছে, তাদের ধরতে হবে। বিদেশে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়াটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। আর রিজার্ভের অর্থে গঠিত ইডিএফের অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে।'

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের প্রায় সব দেশে কমছে রিজার্ভের পরিমাণ। ২৩ জুলাই ২০২২ গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভধারী দেশ চীনের রিজার্ভ সাত মাসে ২০০ বিলিয়ন ডলার কমে ৩ হাজার ২৫০ থেকে হয়েছে ৩ হাজার ৫০ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ জাপানের ১ হাজার ৪০০ বিলিয়ন থেকে ১০০ বিলিয়ন কমে হয়েছে ১ হাজার ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তৃতীয় দেশ হিসাবে সুইজারল্যান্ডের রিজার্ভ ৯৫০ থেকে হয়েছে ৮৪০ বিলিয়ন ডলার। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সর্বশেষ তথ্য সূত্রমতে, ২১ অক্টোবর শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৮০ কোটি ডলার কমে ৫২ হাজার ৪৫২ কোটি ডলারে ঠেকেছে, যা ২০২০ সালের জুলাই মাসের পর সর্বনিু। অর্থনীতিবিদদের ভাষ্য, আমেরিকায় সুদ বৃদ্ধি এবং ভারতে আমদানি বাড়ায় ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে রুপিকে সহায়তা দিতে শীর্ষ ব্যাংককে বাজারে ডলারের সরবরাহ বাড়াতে হচ্ছে; যে কারণে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারও কমছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক গণমাধ্যমে জানান, 'অযথাই ভয় পাচ্ছে দেশের মানুষ। অনেকে আবার ইচ্ছা করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। আমি মনে করি, বর্তমানে বাংলাদেশে যে রিজার্ভ আছে, তা যথেষ্ট ভালো; সন্তোষজনক। রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নামার আগ পর্যন্ত বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আর আমার বিশ্বাস সেটি এই দেশে কখনোই হবে না। সরকার ব্যয় সংকোচনের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা পদক্ষেপে আমদানি ব্যয় কমতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, খাদ্যপণ্যসহ অনেক পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস, এসব কিছুর ইতিবাচক ফল খুব শিগ্গির পাওয়া যাবে। সংকট কেটে যাবে।'

গত ৪ নভেম্বর গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ডলার সংকটের কারণে দেশের অন্তত ২০টি ব্যাংক ঋণপত্রের (এলসি) দায় মেটাতে না পারায় নতুন করে এলসি খোলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমদানি ব্যয় পরিশোধ করতে সৃষ্ট ঘাটতি রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) ও রপ্তানি আয় থেকে আসা ডলার দিয়েও তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ডলার থাকা ব্যাংকগুলোতে ডলারের পরিমাণ কমে আসায় তারাও খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এলসি খুলতে সতর্কতা অবলম্বন করছে। ইতোমধ্যে ডলার সংকটের কারণে অনেক ব্যাংকই নির্ধারিত তারিখে বহুজাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক মাশরেক ব্যাংক, আবুধাবি কমার্শিয়াল ব্যাংক (এডিসিবি), জার্মানভিত্তিক কমার্স ব্যাংক, ভারতের অ্যাক্সিস ব্যাংকের এলসির দায় পরিশোধ করতে পারেনি এবং কোনো কোনো দায় বিলম্ব হয়েছে প্রায় এক মাস। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নয়, বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ব্যাংকও নির্ধারিত সময়ে এলসি দায় পরিশোধে অসমর্থ বলে প্রতিভাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে প্রায় ৬০ মিলিয়নের অধিক ডলার ঘাটতিতে থাকা ব্যাংকগুলো হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক ২৫৬ মিলিয়ন, এক্সিম ব্যাংক ৮৮ মিলিয়ন, ঢাকা ব্যাংক ৬৮ মিলিয়ন, শাহ-জালাল ইসলামী ব্যাংক ৬৪ মিলিয়ন ডলার। অন্যান্য বেশকিছু ব্যাংকে ঘাটতির পরিমাণ ৫০ মিলিয়ন ডলারের নিচে রয়েছে।

শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়। দেশে মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে ১০৯টির। এর মধ্যে ১০৩টির কার্যক্রম বর্তমানে চলমান ও বাকিগুলো নতুন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে চলে।

দেশবাসী সম্যক অবগত আছেন-চলমান বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবে রপ্তানি আয় কমতে শুরু করেছে। ৩ নভেম্বর গণমাধ্যমে প্রকাশিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান মোতাবেক চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পণ্য রপ্তানি কমেছিল যথাক্রমে ৬ দশমিক ২৫ ও ৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ। অক্টোবর মাসে সরকারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের বিপরীতে আয় হয়েছে ৪৩৫ কোটি ৬৬ লাখ ২০ হাজার ডলার। আয় কম হয়েছে ৬৪ কোটি ৩৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা প্রায় ১৩ শতাংশ। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানি ছিল ৪৭২ কোটি ৭৫ লাখ ৩ হাজার ডলার। জুলাই-অক্টোবর সময়ে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাতে ১৪ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ১৩ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার। গত বছরে এই চার মাসে আয় হয়েছিল ১২ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাব মতে, উক্ত চার মাসে লক্ষ্যের চেয়ে রপ্তানি কমেছে ০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। কিন্তু গত বছরের একই সময়ের চেয়ে আয় বেড়েছে ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অক্টোবরে নিটওয়্যার ১ দশমিক ৪৬ এবং ওভেন খাতে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে উভয় খাতে রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ৭ দশমিক ৭২ বিলিয়ন এবং ৬ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ ও ১৫ দশমিক ০৮ শতাংশ।

বিগত ১৩ মাস লাগাতার রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধির পর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে রপ্তানি আয় কমেছে। আয় কম হলেও চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ। ইপিবির তথ্যমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখ্য মাসে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৬৮৫ কোটি ৩৫ লাখ ১০ হাজার ডলারের। রপ্তানিকারক ও অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের প্রথম রপ্তানি বাজার ইউরোপ-আমেরিকার লোকজন পোশাক কেনা কমিয়ে দিয়েছে। এর প্রভাবে রপ্তানি আয় কমছে। তবে অতিসম্প্রতি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের গণমাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্য অনুসারে বর্তমান কাঁচামাল আমদানিতে বিগত সময়ের মতো সরকারি প্রণোদনা পাওয়া গেলে দ্রুততর সময়ের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যেই উদ্ভূত সমস্যার যথার্থ সমাধান প্রত্যাশিত। ইতোমধ্যেই তারা সার্থকভাবে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক মূল্যহার নির্ধারণ এবং বিশ্ববাজারে তাদের রপ্তানি বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে রাজনীতিবিদরা যেসব বক্তব্য প্রদান করেন, তা যাতে কোনোভাবেই জনগণকে হতাশা বা নিরাশার অজানা আশঙ্কায় নিপতিত করার জন্য না হয়। যে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশ-জনগণের জীবনমান উন্নয়নবিরোধী কোনো অপকৌশলকে সমর্থন নয়; বরং বৈশ্বিক মহামন্দার ধারাবাহিকতায় সংকট উত্তরণে দেশবিধ্বংসী অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। ৫ নভেম্বর জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'যুদ্ধের জন্য সব কিছুর দাম বাড়ছে। আমাদের রিজার্ভ ব্যবহার করে চলতে হচ্ছে। এটি মানুষের জন্যই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও তাই করছে। তাই আমি আবারও বলব, আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে। সারা বিশ্বে খাদ্যাভাব। আমাদের আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে। সঞ্চয় বাড়াতে হবে, যাতে এ অভিঘাত আমরা মোকাবিলা করতে পারি। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তবে আমি আশা করি, এ অবস্থা থাকবে না। দেশে সবাইকে একটু সঞ্চয়ের দিকে নজর দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'করোনাযুদ্ধ সফলভাবে পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা করতেও সক্ষম হয়েছি আমরা। আমরা বিনা পয়সায় সবাইকে কোভিডের টিকা দিয়েছি রিজার্ভ ব্যবহার করে, যাতে সবাই সুস্থ থাকে। মানুষের কল্যাণই আমাদের লক্ষ্য।' প্রণিধানযোগ্য উল্লেখ্য বক্তব্যকে ধারণ করে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি-মাফিয়া চক্রের সিন্ডিকেটেড কদর্য কারসাজি-মানুষরূপী হিংস্র দানবদের ঘৃণ্য অর্থলিপ্সুতা-চরিত্র স্খলনের অশুভ পন্থা নির্মূল করা না গেলে সংকটের মাত্রা হ্রাসের বিপরীতে অত্যধিক বৃদ্ধির হীনরূপ পরিগ্রহ করবেই।

লেখক: শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ নূর হোসেন গণতন্ত্রের প্রজ্বলিত পোস্টার

তাপস হালদার

বুকে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক', আর পিঠে লেখা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'–এই স্লোগানকে ধারণ করে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সিচবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে ২৬ বছরের নূর হোসেন নামে একজন টগবগে তরুণ গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে পুলিশ-বিডিআরের গুলিতে নিহত হন। সেদিন পুলিশের গুলিতে আরো দুজন নিহত হলেও গণতন্ত্রের বার্তা লেখা নূর হোসেনই হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলনের প্রতীক।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারকে হটিয়ে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৬ সালের ৭ মে এরশাদ একটি প্রহসনের নির্বাচন দেন, যেখানে জনমতের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোট তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বৈরাচারবিরোধী সেদিনের সিচবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে সারা দেশ থেকে দলে দলে মানুষ ঢাকায় এসে জড়ো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এভিনিউসহ সচিবালয়ের চারপাশের এলাকা মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জনতাকে ছাপিয়ে একটি মুখই সবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, তিনি নূর হোসেন। তাঁর পায়ে কেডস, পরনে জিন্স প্যান্ট, গায়ের শার্ট কোমরে বাঁধা। খালি গায়ে বুক ও পিঠে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' গোটা শরীরটাই যেন একটা ত্রিমাত্রিক পোস্টার। তরুণটি মিছিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলছিলেন। আর সূর্যের আলোর মতো প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল তাঁর বুক ও পিঠ।

প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে গত বছর এক বাণীতে সেদিনের স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ১০ নভেম্বর একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৮৭ সালের এই দিনে যুবলীগ নেতা নূর হোসেনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন তাঁর বুক ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক'–স্লোগান লিখে ১৯৮৭ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, 'নূর হোসেন আমার গাড়ির সাথে সাথে হাঁটছিল, মিছিলটি যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছে তখন স্বৈরাচার সরকারের নির্দেশে মিছিল লক্ষ্য করে প্রথমে বোমা মারা হয় এবং এর পরই গুলি করা হয়, সেই গুলিতে নূর হোসেন নিহত হয়। এ ছাড়া যুবলীগের আরেক নেতা নূরুল হুদা বাবুল ও ক্ষেতমজুর নেতা আমিনুল হুদা টিটো শহীদ হয়।'

নূর হোসেনের প্রতি স্বৈরশাসকের পেটোয়া বাহিনী এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁকে কোনো চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। নূর হোসেনের পেটের ডানপাশে গুলি লেগেছিল। তাঁর সহযোদ্ধারা যখন তাঁকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তখন পুলিশ রিকশা থেকে দুই পা ধরে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। নূর হোসেনকে গোপনে রাতের অন্ধকারে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়। জীবন্ত নূর হোসেন থেকে মৃত নূর হোসেন স্বৈরশাসকদের কাছে অনেক বড় আতঙ্ক তৈরি করেছিল। নূর হোসেনকে যখন জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়, তখন কেরোসিন দিয়ে তাঁর শরীর থেকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'–স্লোগানটি তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল সামরিক শাসকের পুলিশ বাহিনী। কিন্তু তারা তা শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারেনি। নূর হোসেন স্লোগান নিয়েই কবরে গেছেন। গণতন্ত্রকে ধারণ করেই তিনি কবরে শুয়ে আছেন।

নূর হোসেনের আত্মত্যাগের কারণে আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে এরশাদ এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বড় কোনো দল অংশগ্রহণ করেনি। যার কারণে ওই সংসদ রাজনৈতিক বৈধতা পায়নি। নূর হোসেনের আত্মত্যাগে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন আস্তে আস্তে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর আবার গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। জনগণ ফিরে পায় ভোট ও ভাতের অধিকার। আর শহীদ নূর হোসেন হয়ে ওঠেন গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক।

নূর হোসেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চিরস্মরণীয় নাম। সেদিন সমবেত জনতার চোখ বারবার তাঁর বুক ও পিঠে আটকে ছিল। এই ধরনের জীবন্ত পোস্টার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এই ধরনের জীবন্ত পোস্টার সব পোস্টারকে হার মানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তিনি যে স্থানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, সেই জিরো পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে নূর হোসেন স্কয়ার। তাঁর গায়ে লেখা স্লোগানটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবছর ১০ নভেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় 'শহীদ নূর হোসেন দিবস' পালন করা হয়। আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচিতে দিবসটি পালন করে থাকে।

নূর হোসেনের বুক ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লেখা স্লোগান সব সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাবে। শহীদ নূর হোসেন গণতন্ত্রের পথে প্রজ্বলিত পোস্টার। নূর হোসেনের ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। আজকের দিনে শহীদ নূর হোসেনের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক : সাবেক ছাত্রনেতা ও সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট,
কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী,
ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট
সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC
Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently
Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

মঞ্জুরে খোদা

হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এ উপমহাদেশের পিছু ছাড়েনি। ছায়ার মতো লেগে আছে। গত সপ্তাহে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়। গুলি তাঁর পায়ে লাগায় এ যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। পিস্তলধারী দুস্কৃতকারীর গুলিতে একজন প্রাণ হারায় এবং ১৪ জন আহত হয়। তবে ইমরান খানের বেঁচে যাওয়ার কারণ ইবতেসাম নামে এক যুবক। সে যুবক পিস্তলধারী দুস্কৃতকারীর শরীর জাপটে ধরায় ইমরান বেঁচে যান। তা না হলে হয়তো ভয়াবহ কিছু ঘটত।

১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছিল; পুলিশ সে খুনিকে হত্যা করে এর বিচারকে সেখানেই শেষ করে দেয়। ১৯৭৯ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সাজানো বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ কারণে জেনারেল জিয়াউল হককে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকও বিমান নাশকতার শিকার হয়ে মারা যান। ২০০৭ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে খুন হন। এসব হত্যাকান্ডের বিচার আজও হয়নি। কিন্তু হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেমে থাকেনি।

ইমরান খান তাঁর ওপর হামলার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ে কর্মরত এ বছর ফেব্রুয়ারীতে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর পর ইমরান খান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিনের সঙ্গে ক্রেমলিনে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় বৈঠক করেন। এ ঘটনার পর ইউক্রেন প্রশ্নে ইমরান সরকারের ভূমিকা মার্কিন সরকারের পছন্দ হয়নি। উপরন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সঙ্গে কীভাবে বাণিজ্য করা যায়; ভারতের মতো কীভাবে অল্প দামে তেল কেনা যায়, সে বিষয় নিয়ে তিনি খোলামেলা মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়; এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতিরও প্রশংসা করেন। কেননা, ভারত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাশিয়া থেকে তেল ও খাদ্যপণ্য আমদানি করছে। এটি মার্কিন শাসক ও তাঁদের অনুগত পাকিস্তানের রাজনীতিকদের জন্য মোটেই স্বস্তির ছিল না। একসময় চীন-আমেরিকার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা সমীকরণে কালক্রমে তা শিথিল হয়ে পড়ে। রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন-রাশিয়ার যে ঐতিহাসিক বৈরিতা ছিল, সেই বরফ গলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চীন-মার্কিন-পাকিস্তানের যে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল; চীন-রাশিয়ার তৎপরতায় ইমরানকে ঘিরে তার ভিন্ন মেরুকরণ চলছে কি? এ ভাবনায় পাকিস্তানের মার্কিন বলয়ের তৎপর হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে তারা ইমরানকে আর নিরাপদ মনে করেনি। যে কারণে তাঁকে তুচ্ছ অজুহাতে বিদায় করা হলো।

> ইমরান খান তাঁর ওপর হামলার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ে কর্মরত মেজর জেনারেল ফয়সাল নাসিরকে দায়ী করেছেন। ইমরান খানের হত্যাচেষ্টার বিচার তো পরের কথা, তার মামলা নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মামলায় কাকে আসামি করা হবে-না হবে, তা নিয়ে এখনও রফা হয়নি। এই মামলা থেকে সেনা কর্মকর্তার নাম বাদ দিতে ইমরান খান অস্বীকৃতি জানানোয় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মেজর জেনারেল ফয়সাল নাসিরকে দায়ী করেছেন। ইমরান খানের হত্যাচেষ্টার বিচার তো পরের কথা, তার মামলা নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মামলায় কাকে আসামি করা হবে-না হবে, তা নিয়ে এখনও রফা হয়নি। এই মামলা থেকে সেনা কর্মকর্তার নাম বাদ দিতে ইমরান খান অস্বীকৃতি জানানোয় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইমরান খান নিজেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিলেন, তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। এমনকি এ হত্যাচেষ্টার সংবাদ তিনি আগেই পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। এখন প্রশ্ন- কারা তাঁর জীবন নাশ করতে চায়? রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে চায়? পাকিস্তানের রাজনীতিতে সে সমীকরণ বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়। সংগত কারণেই অতীতের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এর পরিণতিও ভিন্ন কিছু হবে না।

পাকিস্তানে কখনোই কোনো নির্বাচিত সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর অধিকাংশ সময় হত্যা-কু্য-ষড়যন্ত্র ও তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক শাসকরাই সেখানে ক্ষমতায় ছিলেন। আর ক্ষমতায় না থাকলেও নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নেড়েছেন, যা এখনও অব্যাহত।

এর সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংযোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে আলাপ আরও জটিল ও জোরালো হয়ে উঠছে। এ বছর জুনে ইমরান খানের বিরুদ্ধে যখন অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়, তখন তিনি নিজেই এমন অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি প্রভাবশালী মহল (পাকিস্তান সামরিক বাহিনী) ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত (মার্কিন সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা) তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরাতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। পাকিস্তানের কোনো শীর্ষ রাজনীতিকের মুখ থেকে এমন অভিযোগ মার্কিনের জন্য মোটেই স্বস্তির নয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো- কেন তারা ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভূমিকা রাখল বা সমর্থন করল? ইমরানের সঙ্গে এক সময় সেনাবাহিনীর সুসম্পর্ক ছিল। তবে এতটা অবনতি হওয়ার কারণ কী? তাঁর ক্ষমতায়নে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্প্রতি ক্ষমতার নানা সমীকরণে তাঁর সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না।

এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) রাজপথ দখলের কৌশল গ্রহণ করে। সরকারের কাছে নির্বাচনের দাবি করে। সে দাবি করেই তারা বসে থাকেনি; নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। আর সে কর্মসূচি ব্যাপক জনসমর্থনও পায়। মাঠের অবস্থা বলে, ইমরান খান এখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। পিটিআই আশা করে, এখন নির্বাচন হলে তাদের দল ফের ক্ষমতায় আসবে। পিটিআই বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। এ দলটি পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখোয়া ও গিলজিট-বাল্টিস্তানের প্রাদেশিক ক্ষমতায় আছে।

মার্কিনরা বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদ ও অনুগত নেতৃত্ব আশা করে। ইমরানও তা-ই ছিলেন। সেনা-ছাউনির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক তেমনই ছিল এবং তাঁর ক্ষমতায়নে তাঁকে সর্বতো সমর্থন দিয়েছে আমেরিকা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী। কিন্তু এখন তিনি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলছেন, যা পাকিস্তানের রাজনীতিতে বেমানান। পাকিস্তানের কোনো শীর্ষ রাজনীতিক আজ পর্যন্ত তা করেননি। যে অবস্থা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভিন্ন বার্তা দেয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিভাজন ও দ্বন্দ্বের কথা। তা হলো, ইমরান নিশ্চয়ই কোনো এক অংশের সমর্থন-ইন্ধন পাচ্ছেন। এতে পরিস্কার হয়ে ওঠে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নয়া সমীকরণ ও সংযোগের ইঙ্গিত।

ইমরানের জনপ্রিয়তাই সামরিক বাহিনীর জন্য হুমকি তৈরি করেছে। যে সেনাবাহিনী রাজনীতিকদের হুমকি দিত, আঙুল তুলে কথা বলত; ইমরান এখন সেই কাজ করছেন। সামরিক বাহিনীর হয়তো ধারণা ছিল, ইমরান ক্ষমতাচ্যুত হলে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে অসহায় হয়ে পড়বেন; দেশ ছেড়ে যাবেন। রাজনীতিতে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাবেন। কিন্তু এর কোনোটিই হয়নি। বরং ব্যতিক্রম হয়েছে। এটাই পাকিস্তানের সেনাকেন্দ্রিক রাজনীতির হিসাবে গরমিল তৈরি করেছে। বাকিটা সময়ই বলবে, এর বোঝাপড়া কোন পথে।

লেখক: লেখক-গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

মূল্যবোধ মাপছে দুষ্ট লোকেরা

জসিম উদ্দিন

জাতির বিবেকের প্যারামিটার আউলিয়ে গেছে কিনা বহুদিন ধরে সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকটা ব্রাহ্মণের সেই গল্পের মতো। বেচারা শেষ পর্যন্ত কেনা পাঁঠাকে কুকুর সাব্যস্ত করে ফেলে দেয়। দুষ্টের দল সেই পাঁঠাকে মজা করে খেয়েছে। আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ববানরা সেই ব্রাহ্মণের অবস্থানে নয়। তারা রয়েছে দুষ্টদের ভূমিকায়। কুকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে তারা জাতির সামনে প্রমাণ করতে চায় তা মূলত পাঁঠা। এমনটা প্রমাণ করতে পারলে হয়তো তাদের জন্য আরো বেশি দুধ কলা মিলবে; শাসক হিসেবে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। যারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তারা বুঝতে পারছেন জাতির বিবেকের প্যারামিটার আসলে আউলিয়ে যাচ্ছে না; পরিকল্পিতভাবে ধসিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মানুষের ক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। 'সব মানুষকে সব সময় বোকা বানিয়ে রাখা যায় না'। যতই মোটা মাথা হোক এক সময় তারা সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের জায়গাগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে আঘাত করা হচ্ছে। দুষ্কৃতি ও মিথ্যাকে আমাদের সুন্দর সুকীর্তি হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অবস্থানে থেকে শীর্ষ পর্যায় থেকে এই প্রচারণা চলছে। আমাদের শেখানো হচ্ছে, ঘুষ খাওয়া খারাপ কিছু নয়। আর নিজেদের জাতীয় চেতনা রক্ষার দরকার নেই। পানি পাওয়ার দরকার নেই, সীমান্ত হত্যা নিয়ে মাথা ঘামানো অপ্রয়োজনীয়। একটু আধটু ধর্ষণ এমনকি নিজেদের মেয়েদের গণিকাবৃত্তি করানোও খুব একটা সমস্যার নয়।' এই সব কথা তারা সরাসরি বলছে না। তবে তাদের ইশারা ইঙ্গিতে এমনটি বুঝে নিতে খুব কষ্ট হয় না।

প্রতিবেশী দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তীব্র বঞ্চনা থেকে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, পদ্মার পানি পাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। সারা দেশের মানুষ যখন এমন একটি প্রাপ্তির জন্য মুখিয়ে আছে তখন শোনা গেল দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে ইস্যুটি আলোচনার টেবিলে উত্থাপন করাও যায়নি। ওই সময় আমাদের বরং ফেনী নদীর পানি তাদের দেয়ার চুক্তি করতে হয়েছে। ওই রাতেই তার সহপাঠী ছাত্রলীগের সদস্যরা তাকে রাতভর পিটিয়ে হত্যা করেছে। এই হত্যার মধ্যে একটা বিশেষ বার্তাও ছিল। তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শুধু মারা হয়নি। এই নিষ্ঠুরতা ঘটিয়ে বোঝানো হয়েছে, প্রতিবেশীর ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করা যাবে না। এমনকি প্রতিবেশীরা নিজ দেশের স্বার্থ লঙ্ঘন করলেও, সেটা করা যাবে না।

আবরার ফাহাদ এখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নতুন চেতনা। যারা এ অঞ্চলে স্বকীয় ও স্বাধীন সার্বভৌম একটি বাংলাদেশ চান তারা নিশ্চই আবরারকে নিয়ে আলোচনা করবেন। গণঅধিকার পরিষদের ছাত্ররা ৭ অক্টোবর ফাহাদের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যালির আয়োজন করে। ছাত্রলীগ হামলা চালিয়ে ওই কর্মসূচি পন্ড করে দেয়। ছাত্রলীগ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্বের চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। সে কারণে তারা ফাহাদকে স্মরণ করতেও দিবে না। ওইদিন ঘটনা শুধু ১৩ ছাত্রকে মেরে অনুষ্ঠান পন্ড করে দেয়ার মধ্যে সীমিত ছিল না। এই ছাত্ররা যখন চিকিৎসা নিতে গিয়েছে সেখানেও পুনরায় হামলা চালিয়েছে। এবার আবারও মার খেয়েছে আহতরা, সাথে তাদের যারা দেখতে এসেছিল তারাও।

এর পরের ঘটনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারব, জাতির বিবেক কিভাবে দিশা হারিয়ে উল্টো রওয়ানা করেছে। ছাত্র অধিকার পরিষদ এ ঘটনার জন্য পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি। তাদের সে সুযোগ দেয়া হয়নি। কিন্তু হামলাকারী ছাত্রলীগ গণ অধিকারের বিরুদ্ধে দুটো মামলা করে। পুলিশ যত্নের সাথে মামলা ফাইল করে গণ অধিকারের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতিসহ ২৪ জনকে কোর্টে চালান করতে মোটেও বিলম্ব করেনি। আদালতও অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় তাদের কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ দিকে ছাত্র অধিকার পরিষদ থানায় মামলা করতে ব্যর্থ হয়ে বিচারিক আদালতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করে। আদালত তাদের আবেদনের মধ্যে কোনো 'সারবত্তা' খুঁজে পাননি। তাই মামলা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে খারিজ হয়ে গেছে।

সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাওয়া পক্ষের ওপর পুনরায় রাষ্ট্রীয় পীড়ন এ দেশে বিগত এক যুগের আগে থেকে ভয়াবহভাবে শুরু হয়। এর প্রয়োগ হয়েছে শুরুতে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে। তারা প্রথমে একদফা ক্ষমতাসীন দলের মারধরের শিকার হয়েছে। আবার ক্ষমতাসীনরাই করেছে মামলা। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ওপর পুনঃহামলে পড়েছে। কোনো প্রকারে রেহাই দেয়নি। অনেক ক্ষেত্রে মামলা কিংবা লিখিত অভিযোগের দরকার হয়নি। এই প্রক্রিয়ায় বিনা বিচারে আটক, রিমান্ডে গুরুতর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মী। সরকার 'জামায়াত শিবিরকে শায়েস্তা' করছে এই খুশিতে অনেকে একে আবার বৈধতা দিয়েছে। দেখা গেল, একই প্রকারের নির্যাতন নেমে এসেছে পরে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ওপরও। শেষে এ থেকে সমাজের কোনো অংশ রেহাই পায়নি। খোদ আওয়ামী লীগের এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে এই নির্মম নীতির বাস্তবায়ন করেছে। ২০২১ সালে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যা ৬৭, কারা হেফাজতে মৃত্যু ৭৮ ও গুমের শিকার হয়েছেন ছয়জন। বর্তমান সরকারের আমলে ছয়শর বেশি গুমের অভিযোগ আছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ৭৬ জনের খোঁজ জানতে চেয়েছে। পঙ্গু খোঁড়া হয়ে সারা জীবনের জন্য অচল হয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা এর চেয়ে আরো বহু বেশি। এর সাথে যুক্ত হবে গণহারে পুলিশি হয়রানি। বহু লোক কেবল মাত্র পার্টির সদস্য হওয়ার কারণে বারবার জেলে গেছেন। এ থেকে বাঁচতে অনেকে পুলিশসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছে নিয়মিত চাঁদা। এতে ফতুর হয়ে গেছে বহু পরিবার, সে খবর কে রাখে? এই অরাজকতা কিছুটা রাশ টানা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর। বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুম এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত বাহিনী র‍্যাব একটি বিচারবহির্ভূত হত্যাও তারপর ঘটায়নি। এই সময় তাদের বিরুদ্ধে গুমেরও কোনো অভিযোগ নেই।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ প্রত্যেকটি সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজ হল অন্যায় অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে, ব্যবস্থা গ্রহণ। দেখা গেল, তারা সবাই মিলে ব্যবস্থা নিচ্ছে অন্যায় অনিয়মের শিকার জনগণের ওপর। জাতির বিবেক নামক অন্যান্য কর্তৃপক্ষগুলোর মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ইডেন কেলেঙ্কারির পর সেটা উদাম হয়ে ধরা পড়েছে। কলেজের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অভিযোগ আনছেন, তার সহকর্মী ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা ছাত্রীদের দিয়ে অনৈতিক কাজ করাচ্ছেন। তার ভাষ্য মতে, সুন্দরী ছাত্রীদের জোরপূর্বক যৌনতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করছেন তারা। কথা মতো রাজি না হলে তাদের ওপর নেমে আসছে নির্যাতন, এমনকি তাদের কাছ থেকে এ সুযোগে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। 'তারা' ছাত্রীদের আপত্তিকর ছবি তুলে রাখতেন। সেগুলো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে নির্ধারিত ব্যক্তিদের সাথে একান্তে দেখা করতে পাঠাতেন। সব মিলিয়ে ছাত্রলীগের নেতারা ইডেনকে একটি গণিকালয় বানিয়ে রমরমা ব্যবসা খুলে বসেছেন।

অভিযোগকারী এই নেত্রী জানাচ্ছেন, দলের স্বার্থ বিবেচনা করে তিনি বা তার সাথে থাকা নেতারা এগুলো আগে প্রকাশ্যে আনেননি। এখন তারা এসব প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বোঝা গেল অভিযুক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বা অভিভাবক মুরব্বি আওয়ামী লীগ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং এর দ্বারা প্রকাশ হয়ে গেল, সুন্দরীদের সম্ভাব্য খদ্দের কারা হতে পারেন। যা হোক, প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করার পরও ছাত্রলীগ চরম অনৈতিক, ইডেনের নেত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নিয়ে বরং যারা এসবের প্রতিবাদের জন্য দলের ভেতর থেকে এগিয়ে এসেছেন তাদের বহিষ্কার করে, স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তাদের অবস্থান কোন দিকে থাকবে।

ইডেন একটি ঐতিহ্যবাহী, দেশের সর্ববৃহৎ মহিলা কলেজ। এসব নিয়ে যখন সারা দেশ তোলপাড় তখন এই কলেজের প্রিন্সিপালসহ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কোনো সাড়া মেলেনি। বিলম্বে যতটুকু সাড়া পাওয়া গেল তা-ও ছাত্রলীগ, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার লাইনে। তারা এক ছাত্রীকে আটক করে রীতিমতো জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ওই ছাত্রী এক সংবাদ সম্মেলন করে ইডেন ছাত্রলীগ নেত্রীদের অনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ছাত্রীদের আরো নানামাত্রিক নির্যাতন, চাঁদাবাজি ও সিট বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম সাধারণ ছাত্রী হিসেবে মুখ খুলেছিলেন। অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ভট্টাচার্য তাকে হয়রানি ও নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করলেও হয়রানি যে করা হয়েছে সেটা স্পষ্ট। সে-ও গণঅধিকার পরিষদের নেত্রী অত্যন্ত সাহসী মেয়ে। এ ধরনের ঘটনা ফাঁস করার পর তাকে নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এই ছাত্রীর নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ দলবেঁধে তার ওপর উল্টো মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। আবার ছাত্রলীগ নেত্রীদের বিরুদ্ধে ওঠা জঘন্য অভিযোগ থেকে তাদের রেহাই দিতে তৎপর। চার শিক্ষককে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সেখানে। বিষয় হচ্ছে, 'অনৈতিক কাজে' ছাত্রীদের বাধ্য করা হয়নি। তদন্ত কমিটি দ্রুততার সাথে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানাচ্ছে, ইডেনে শিক্ষার্থীকে অনৈতিক কাজে বাধ্য করার কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। সারা দেশে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জঘন্য সব কর্মকান্ড সংঘটনের অভিযোগ উঠছে। সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণ, ছাগল চুরি, গরু চুরিসহ হেন কোনো অপরাধ নেই, তারা করছে না। দলটির এক প্রথম সারির নেত্রী সম্প্রতি গরু চুরির অভিযোগে কারাগারে গেছেন। তিনি গরু চুরির একটি সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাই ইডেন কলেজে অনৈতিক কাজের অভিযোগের ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য তদন্ত করাই ছিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ এতে ২৫ হাজারের বেশি ছাত্রী অধ্যয়ন করে। একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারা দেশ থেকে ছাত্রীরা পড়তে আসে। এখন কলেজের ছাত্রীদের ব্যাপারে একটি বদনাম রটানো থাকবে। চাকরি ও বিয়ের ক্ষেত্রে তারা বিড়ম্বনায় পড়বে। এছাড়া নতুন করে কোনো অভিভাবক কলেজটিতে তার আদরের সন্তানকে পাঠাতে কুণ্ঠা বোধ করবেন। তেমনি সেধ্বুরি উদযাপনকারী ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জসিম উদ্দিন মানিকের কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ বদনাম বয়ে বেড়াচ্ছে।

সরকারি কর্তৃপক্ষে যে সরাসরি অপরাধীদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন দুদকের চাকরিচ্যুত শরিফ উদ্দিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি বড় বড় কয়েকটি দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সাহসী কিছু তদন্ত ও অভিযোগ গঠন করেছিলেন। দুদক তাকে শুধু চাকরিচ্যুত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার পেছনেও লেগেছে, যাতে কোথাও জীবিকা উপার্জনের সুযোগ সে না পায়। অন্তত শরীফ এমনতর অভিযোগ করছেন। বুড়ো মা নিয়ে পরিবারসহ শরীফ জীবিকার তাগিদে শেষ পর্যন্ত একটি মুদি দোকানের ক্যাশিয়ার হয়েছেন। ব্রাহ্মণের কিছু জ্ঞান গরিমা থাকার পরও দুষ্ট লোকের অপকৌশলের কাছে সে পরাস্ত হয়েছে। আমাদের দেশের সব কর্তৃপক্ষই কি দুষ্ট লোকদের অধীনে চলে গেল না? সরকারি দলের নেতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, দুর্নীতি নির্মূলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দুদক, এরাইতো দেশের কর্তৃপক্ষ। এরাতো জাতিকে এক প্রকারের পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করেছে। সর্বনাশের বাকি এর পরে আর কী আছে?




সৌরভে

University of Dhaka 100 1921-2021 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরবে




DHAKA UNIVERSITY CENTENNIAL CELEBRATION
NEW YORK

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শতবর্ষ উদ্‌যাপন
নিউইয়র্ক

Venue: LaGuardia Plaza Hotel 104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369

NOVEMBER 26, 2022 - SATURDAY, Time: 3:00 PM

CHIEF GUEST:
Honorable Vice Chencellor, Dhaka University
Prof. Dr. Md. Akhtaruzzaman

SPECIAL GUEST:
Anwar-ul Alam Chowdhury
President, D.U. Alumni Association, Bangladesh.
Molla Md. Abu Kawser
Secretary General, D.U. Alumni Association, Bangladesh.
Prof. Dr. Md. Nizamul Hoque Bhuiyan
General Secretary, D.U. Teacher's Association.
Prof. Dr. Abdullah Shibli
Harvard University, Boston, MA
Dr. Mostofa Sarwar
Prof. Emeritus, University of New Orleans.
Dr. Md. Monirul Islam
Consul General, Bangladesh Consulate New York
M Nasir Uddin, PhD, FAHA
Professor of Medical Physiology, Texas A&M University College of Medicine.

প্রিয় সুধি,

আগামী ২৬ শে নভেম্বর, শনিবার ২০২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক আয়োজনে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি রোমন্থনসহ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে,
শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করুন:
WEBSITE: WWW.DUAAUSA.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র
Dhaka University Centennial Celebration Committee, USA 2022

Convenor:
Sayeeda Akhter Lily

Co-Convenor:
Mohammad **Hossain Khan**
Md. Tajul Islam
A K Azad Talukder
Swapan Barua
Md. Jashim Uddin
Masum **M. Mohsin**
Hazral Ali
Arthur Azad
Paresh Sharma
Barrister Kamrul Hafiz Ahmed

Member Secretary
Gazi **Shamsuddin**

Join Secretary
M S Alam
Golam Mostafa
Bishwajit Chowdhury

Chief Advisor:
Syed Tipu Sultan
Pharmachist

Chief Co-ordinator
Molla **Moniruzzaman**

Chief Consultant, International
Saydur Rob

Chief Consultant, USA
Golam Mowla Manik

Chief Patron:
Dr. Choudhury S. Hasan, MD
(1st Elected President-1994)
Dhaka University Alumni Association USA Inc.

Patrons:
Md. Khalilur Rahman
Anower Hossain, Real Estate Investment

Advisors:
Dr. Nurun Nabi
Dr. Mohsin Patwary
Dr. Abdullah
Atiqur Rahman Salu
Nizam Chowdhury
Advocate Mujibur Rahman
Ali Imam Sikder
Helalur Karim
Golam Mostafa
Khorshed Chowdhury
Toybur Rahman Harun
Fakhrul Alam
Saifuddin Ahmed
Attorney Ashok Karmaker
Mohd. Ismail Raihan

Chairmans:
Morshed Alam : International Liaison
Maf Misbah Uddin : Main Stream Liaison
Hanif Mazumder : **Finance**
Md. Golam **Mostafa** : **Culture**
Md. Tajul Islam : **Media-Print & Electronic**
Leaket Ali : Publicity
Ruhul Amin Sarker: Website & Registration
M S Alam : Community Business Affairs
A K Azad Talukder : Receiption
Md. Abdus Salam : **Volunteer**
Syed Anayet Ali : Law & Enforcement
Md. Yusuf Ali : Transportation
Md. Mohiuddin Dewan : Hotel Accommodation
Zahirul Haque : Management
Muhammad Shahidullah: Photography
Saiful Islam Khan : IT & Social Network
Md. Azhar Ali Khan : Guest Registration
Anie Ferdous : New York Community Coordinator
Dr. Kazi M. Anam : Health & Aid
Shamsun Nahar **Nupur Chowdhury** : Stage, Light & Sound Chairman
Mohammad Hassan **Rokon** : Venue Decoration
Saiful Islam Bhuiyan: Public Relation & Communication
Pinaki Talukder: Videography

Cultural Program: Rathindra Nath Roy, Ferdous Ara, Chandan Chowdhury, Shoshi, Tami Zakaria
PERFORMANCE BY: BIPA, Chandra Banerjee Dance Group, ADDA Dance Acadamy.

Sponsors : Attorney Moin Choudhury, Dr. Nazmul H Khan MD, Shah Newaz, Asef Bari Tutol, Abdul Kader Miah, Ahsan Habib

DHAKA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF USA. INC.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ ইউ.এস.এ ইন্‌ক

করোনা-উত্তর প্যারেন্টিং

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত করোনার ভয়াবহ তান্ডবে বিপর্যস্ত হয়েছে পুরো দেশ। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সম্প্রদায়। তবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে শিশু-কিশোররা। পড়ালেখার চেয়েও ক্ষতি হয়েছে তাদের মনস্তত্ত্বের। বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ থেকে শুরু করে নানা প্রকার নেশা ও অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দিয়েছে তাদের মননে। ফলে পিতা-মাতা ও শিক্ষকরা গলদঘর্ম হয়ে পড়ছেন এই শিশু-কিশোরদের সামলানোর জন্য। বিশেষ করে অভিভাবকদের জন্য একটি ভয়ানক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সন্তানদের স্বাভাবিক ও সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। সন্তান লালন-পালনের এমন কঠিন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেক পিতা-মাতার প্যারেন্টিং বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখা দরকার। এই সময়ের একটি সুসমঞ্জস, ভারসাম্যপূর্ণ ও সতর্ক প্যারেন্টিং পদ্ধতিই পারবে আমাদের এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে।

মানুষকে সন্তান দানে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য : এই পৃথিবীতে সবাই সন্তানপ্রাপ্ত হয় না। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তিনিই (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা কন্যা বা পুত্র দান করেন বা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান করেন।' (৪২ : ৪৯-৫০) আর যাকে আল্লাহ তায়ালা এই সন্তান দান করেন তা দান করেন ওই পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করার জন্যই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 'আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা মাত্র।' (৬ : ২৮) এই পরীক্ষার অর্থ হলো যে- আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান, পিতা-মাতা তাদের সন্তান নামক যে নিয়ামত পেয়েছে তার শুকরিয়া করেন কি না সৃষ্টিকর্তার কাছে। এই সন্তানকে তারা সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথে পরিচালিত করে সুনাগরিক করে গড়ে তোলেন কি না। এই পরীক্ষায় পাস-ফেলের ওপরই নির্ভর করে পিতা-মাতার দুনিয়ার জীবনের সুখ ও আখিরাতের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বান্দাকে শিখিয়েছেন সন্তান কিভাবে চাইতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে- 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।' (২৫ : ৭৪) তবে এই সন্তান যদি সৃষ্টিকর্তাকে না চিনেই বেড়ে উঠে, চরিত্রবান না হয় বা সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথের উল্টো পথে চলে তবে তার জন্য পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাইকেই পরকালে মহাবিপদে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানব ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ।' (৬৬ : ৬)

প্যারেন্টিং বলতে কী বোঝায় : প্যারেন্টিং হলো সন্তানকে শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে লালন-পালনের মাধ্যমে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ভারসাম্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। একটি চারাগাছ লাগানোর পর সেটিকে যেমন সময়মতো পানি, সার, ছায়া, রৌদ্র ইত্যাদির মাধ্যমে বড় গাছ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তেমনি সন্তান জন্ম নেয়ার পর তাকে নিবিড়ভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে তুলতে হয়। অর্থাৎ একটি সন্তানকে বড় করে তুলতে হলে বাবা-মা দুজনেরই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সন্তানের পরিচর্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের ক্ষতি হওয়ার বা সন্তান সুসন্তান না হওয়ার মূল কারণগুলো হলো- ক. পিতা-মাতার প্যারেন্টিং সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা; খ. উদাসীনতা : অর্থাৎ পিতা-মাতা শিক্ষিত থাকা সত্ত্বেও সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন থাকা; গ. আমার সন্তান খারাপ হতেই পারে না, পিতা-মাতার এমন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকা; ঘ. পিতা-মাতার নিজস্ব পেশাগত ব্যস্ততা এবং ঙ. পিতা-মাতার মধ্যে সার্বক্ষণিক লেগে থাকা ঝগড়া এমনকি কখনো কখনো পরিবারে ভাঙন সন্তানদের জীবনে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

প্যারেন্টিং সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে- ক. কঠোর শৃঙ্খলামূলক; খ. অতি আদরণীয় এবং গ. ভারসাম্যপূর্ণ। সন্তানদের কঠোর শৃঙ্খলায় রাখলে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই শাস্তি বা মারধর খুবই ক্ষতিকারক সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশের পথে। আবার অতি আদরে সন্তান লালন করাও ক্ষতিকারক। সন্তানদের সব কিছুই স্নেহধন্যে মেনে নিলে বা অনুমোদন দিলে তাও সন্তানকে এক ধরনের অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত মেজাজের করে গড়ে তোলে। তবে আদর ও শাসনের সংমিশ্রণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্যারেন্টিং করলে সন্তানও ভারসাম্যপূর্ণ সুন্দর চরিত্র নিয়ে বেড়ে ওঠে।

ভালো সন্তান গড়ে তোলার পদ্ধতি : নিজের সন্তানকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই পিতা-মাতার সন্তানকে সময় দিতে হবে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বের করে নিতে হবে। সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি করে এবং নানারকম মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে থাকে। এ সময় সন্তানকে সহানুভূতি দেখাতে হবে, আপনার হৃদয়ের উষ্ণতা তাকে বুঝাতে হবে। সন্তান আপনার ঔরসজাত হলেও তার বড় হওয়ার সাথে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। তার মধ্যে সম্মানবোধ জাগ্রত হবে। তখন তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেখাতে হবে। সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাকে একটি সুস্পষ্ট আদর্শের রেফারেন্স দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শই শ্রেষ্ঠ এ কথাটি তাকে বোঝাতে হবে। এই আদর্শের মধ্যে মহানবী সা:-এর জীবনে মানুষের সব কিছুই যে সুস্পষ্ট করে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটি সন্তানকে দেখাতে হবে। জীবনের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে উপদেশ দেয়ার সময় সন্তানের সক্ষমতা অবশ্যই বুঝতে হবে। যে সন্তান পরীক্ষায় পাসের সক্ষমতা অর্জন করেছে মাত্র, তাকে 'এ প্লাস' পাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করার অর্থই হচ্ছে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া। এই অতিরিক্ত বোঝা অবশ্যই সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বড় বাধা। সন্তানের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মননশীলতা সৃষ্টির বইগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন মহামনীষীদের জীবনী, রাসূল সা:-এর জীবনচরিত, সাহাবা কাহিনী ইত্যাদি শিশুতোষ বই তার হাতে তুলে দিতে হবে। সেই সাথে সন্তানের স্কুলের শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সন্তানের বিষয়ে খোঁজখবরের মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পড়ার বাইরে ব্যক্তিগত উন্নয়ন : পড়ার বাইরে সন্তানের উন্নত চরিত্র গড়ার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেগুলো হলো- ১. সন্তানের নিজের রুম নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা শেখানো; ২. খাবারের পর নিজের প্লেট-গাস পরিষ্কার করে রাখা; ৩. নিজের জামাকাপড় নিজে ধোয়া; ৪. ঘরের কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করা; ৫. স্কুলের বইপত্র ও ড্রেসের ব্যাপারে সচেতন করা; ৬. সময়মত স্কুলের দেয়া হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করা; ৭. দাদা-দাদী, নানা-নানী, মামা, চাচা, খালা, ফুফু ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করা ও যোগাযোগ রক্ষা করা; ৮. বাইরে থেকে এসে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশের অভ্যাস করা; ৯. ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার অভ্যাস করানো এবং ১০. সময়ানুবর্তিতা শেখানো।

শাসনের পদ্ধতি : সন্তানকে শাসন করার সময় মা-বাবাকে দায়িত্বশীল পদক্ষেপের অংশ হিসেবে- ১. শান্ত থাকতে হবে; ২. সন্তানের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, ওকে বুঝিয়ে বললেই সংশোধন হয়ে যাবে; ৩. স্বচ্ছতা থাকতে হবে অর্থাৎ বাবা-মা সন্তানকে যে কাজটি নিষেধ করছেন সেটি তারা নিজেরাই যেন না করে; ৪. শাসন করার সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, যেন উত্তেজিত হয়ে সন্তানকে গালাগাল বা বেদম প্রহার না করে ফেলেন; ৫. মন্দকাজে শাসনের পাশাপাশি সেটি পুনরায় না করলে অথবা ভালো কাজ করলে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা : বর্তমানে আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিষয়ে পিতা-মাতাকে অতিরিক্ত সচেতন থাকতে হবে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে লক্ষ করতে হবে যে, সন্তানের মধ্যে কোনো অরুচিকর ফ্যাশন দেখা যাচ্ছে কি না, যেমন- উদ্ভট ধরনের চুলকাটা, কানে রিঙ লাগানো ইত্যাদি। এগুলো হলো বখে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়। আজকাল কেউ কেউ হঠাৎ অতিরিক্ত ধার্মিক হয়ে যায়। এরকম হঠাৎ করে বৈপ্লবিকভাবে ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন অনেক সময় চরমপন্থার লক্ষণ হয়ে থাকে। সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে পিতা-মাতাকে। এ ছাড়া সন্তানের আচার-আচরণে খেয়াল রাখতে হবে যেন মাদকাসক্ত হয়ে না পড়ে। সন্তান কাদের সাথে মিশছে, আড্ডা দিচ্ছে, তাও খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো কিশোরগ্যাংয়ের সদস্যভুক্ত না হয়ে যায়।

সন্তানের ক্রান্তিকালে করণীয় : বয়োসন্ধিকালে বা বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সন্তান অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ট্রমাটাইজড হতে পারে। পরীক্ষায় ফেল করা, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এ সময়গুলোতে করণীয় হলো- ক. সন্তানকে সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করতে হবে; খ. এ সময় তাদের সাথে সম্মানজক আচরণ করতে হবে। তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না। 'তুমি শেষ বা তুমি ব্যর্থ' ইত্যাদি বলে ধিক্কার না দিয়ে বরং তাকে বোঝান এবং ইতিবাচকভাবে প্রেষণা প্রদান করুন; গ. ভারসাম্যপূর্ণ বা মধ্যপন্থামূলক আচরণ করতে হবে; ঘ. এ সময় সন্তানকে সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে শরিক করানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে; ঙ. সন্তানের সুস্থ বিনোদনের জন্য সাথে করে গ্রামের বাড়ি, পার্ক, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার; চ. এ ছাড়া এ ধরনের কঠিন সময়গুলোতে সন্তানের ব্যাপারে অভিজ্ঞজন, মসজিদের ইমাম, মুরব্বিদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

গত জানুয়ারি ২০২২ থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে মোট ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ১৯৪ জন স্কুলের, ৭৬ জন কলেজের, ৪৪ জন মাদরাসার ও ৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর ৭৯ শতাংশেরই বয়স ১৩ থেকে ২০ বছরের মধ্যে (প্রথম আলো- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

করোনা-উত্তর সন্তানদের ক্ষয়ক্ষতি ও করণীয় : করোনা মহামারীতে সন্তানদের যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো হলো- ১. জ্ঞানার্জনের সামর্থ্য কমেছে; ২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত হয়েছে; ৩. মেজাজ খিটখিটে হয়েছে; ৪. আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে; ৫. প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে; ৬. রিঅ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে; ৭. অবাধ্য হয়ে উঠেছে; ৮. নানান ধরনের নৈতিক স্খলন ঘটেছে; ৯. সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, শিশু-কিশোরদের মনে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে।

গত জানুয়ারি ২০২২ থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে মোট ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ১৯৪ জন স্কুলের, ৭৬ জন কলেজের, ৪৪ জন মাদরাসার ও ৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর ৭৯ শতাংশেরই বয়স ১৩ থেকে ২০ বছরের মধ্যে (প্রথম আলো- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

এসব সমস্যা সন্তানের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হলে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতা দয়া করে রিঅ্যাকটিভ হবেন না, উত্তেজিত হবেন না ও হতাশ হবেন না। তবে আপনার করণীয়গুলো হলো- ১. ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে পরিস্থিতি; ২. সন্তানের সাথে আপস-রফার পদ্ধতি অনুসরণ করুন; ৩. দরদ দিয়ে কথা বলুন, বোঝান; ৪. গিফটের ডিলিংসে আসুন; ৫. স্মার্টফোন কেড়ে না নিয়ে বরং ফোন ব্যবহারের সময় বেঁধে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন ও সঙ্গ দিন। পরে ধীরে ধীরে সময়ের মাত্রা কমিয়ে আনুন এবং এক সময় আসক্তি ঝেড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করুন; ৬. বিকেলে মাঠে খেলতে পাঠান; ৭. পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে নামাজের অভ্যাস গড়ে তুলুন; ৮. ফজরের নামাজের পর একসাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে বসুন; ৯. পড়ালেখার সময় সন্তানের পাশে বসুন এবং পড়ায় সহযোগিতা করুন; ১০. আপনি নিজেই আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন।

ভালো প্যারেন্টিং: সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ভালো প্যারেন্টিং অত্যন্ত জরুরি। আদর্শ প্যারেন্টিং করতে হলে পিতা-মাতারও কিছু অবশ্য করণীয় কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো হলো- ১. নিজেকেই প্রথমে ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে চলতে হবে; ২. সন্তানদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে; ৩. নিজের কথা বলার ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করতে হবে এবং নিজস্ব কার্যক্রমে পরিবারের কাছে নিজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে; ৪. নিজে ভুল করলে পরিবারের কাছে বা সন্তানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; ৫. বিভিন্ন পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সন্তানদের অংশগ্রহণ করাতে হবে; ৬. বসসুলভ নয়; বরং সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে; ৭. সন্তানের যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে এবং উত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে; ৮. দিনে কমপক্ষে একবেলা পুরো পরিবার একত্রে খাবারের ব্যবস্থা নিতে হবে; ৯. সপ্তাহে কমপক্ষে দুই-তিন দিন একত্রে বসে কুরআন তরজমাসহ পাঠ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে এবং রাসূল সা:-এর হাদিস পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে।

ভালো মানুষ পেতে হলে ভালো প্যারেন্টিংয়ের বিকল্প নেই। আর বর্তমান করোনা-উত্তর পরিস্থিতিতে প্যারেন্টিং ভালো না হলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে গোটা জাতি এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে। কাজেই আসুন, আমরা পিতা-মাতারা সতর্ক হই এবং সুসন্তান তথা সুনাগরিক গড়ার কাজে মনোযোগী হই। যদি আমাদের অসতর্কতা ও অবহেলার কারণে সঠিক প্যারেন্টিংয়ে ব্যত্যয় ঘটে, তবে নির্ঘাত সন্তান বিপথগামী হয়ে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে এবং জাতীয় জীবনে একটি প্রজন্মের বিপর্যয় ঘটতে পারে।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ভারতীয়রা বিশ্ব জয় করছেন, ভারত জয় করতে পারছেন কি

(১৩ পাতার পর)

অন্যদিকে ভারতের ইতিহাস এবং বহুত্ববাদ ভারতীয়দের পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের কাছে নতুনভাবে উন্মোচিত করেছে। 'অন্যদের' সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা দীর্ঘদিনের গভীর ও অন্তর্নিহিত অনুশীলনের ফসল। এই অনুশীলনের মধ্যে থাকার কারণে ভারতীয় অভিবাসীরা বহুজাতিক সংস্থাগুলোতে কাজ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বেড়ে ওঠা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মীদের স্বতন্ত্র উদ্যোগ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের মতো মূল্যবোধ উন্নত মানব হিসেবে গড়ে তোলে, যা সাধারণত বৈষয়িক জগতে 'সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে 'হায়ারার্কি' বা শ্রেণিভিত্তিক অনুক্রমের প্রতি ভারতীয়রা শ্রদ্ধাশীল থাকায় পশ্চিমা সমাজে তাঁরা কখনোই হুমকি বা 'বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত হননি। এই ভাবমূর্তি তাঁদের পশ্চিমা সমাজে সৃজনশীল কিন্তু 'নিরাপদ' হিসেবে দেখাতে সক্ষম করেছে। এতে নতুন সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তাঁদের উত্তরণকে সহজ করেছে। একইভাবে বৈচিত্র্যের ব্যাপারে ভারতের উৎসাহ দেওয়া এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে সহজ করে দেয়। লেখাপড়া শেখা এবং অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষার ওপর ভারতীয়দের জোর দেওয়া ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতি গুরুত্বারোপ ভারতীয়দের বিদেশের মাটিতে সুসংহত করতে সহায়তা করেছে।

যদিও প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়ই লক্ষ করা যায়; তবে সুনাক, ভারাদকার ও হ্যারিসের সাফল্য থেকে বোঝা যায়, ভারতীয়রা সফলভাবে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। বিশেষ করে, সুনাককে অনেক ভারতীয় তাঁদের আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধের মূর্ত রূপ বলে মনে করেন। তাঁরা তাঁকে 'নতুন ভারত'-এর 'পোস্টার বয়' হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর সাফল্যকে উদ্‌যাপন করেছেন।

কূটাভাস হলো এই, ভারতীয়রা তাঁদের প্রবাসীদের সাফল্যের প্রশংসা করার সময় যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে মহান হিসেবে উল্লেখ করেন, সেই বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধগুলোকে ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দমন করতে চাইছে। বিজেপি-শাসিত ভারতে উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে বিশ্বজুড়ে ভারতীয়দের মধ্যে যে গুণাবলির প্রশংসা করা হচ্ছে, তা শিগগিরই প্রবাসীদের মধ্যে তাঁদের পৈতৃক দেশের তুলনায় আরও স্পষ্ট হতে পারে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

লেখক: ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল। বর্তমানে তিনি ভারতের কংগ্রেস পার্টির একজন এমপি

উৎসের উচ্চারণ

এডওয়ার্ড গিবনের ইসলামদৃষ্টি

মুসা আল হাফিজ

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) আধুনিকতার ভোরবেলায় ইতিহাস বয়ানকে মোচড় দেন প্রবলভাবে। তার বিখ্যাত গ্রন্থ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire একটি কালজয়ী ইতিহাসকর্ম নয় শুধু; বরং ইতিহাস বয়ানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট গবেষণাভিত্তির নমুনা হয়ে ওঠে এ বই। রোমান সাম্রাজ্যের চিত্র ও চরিত্র; দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি, ভোগ ও ক্ষুধা, শোষণ ও শাসন, আলো ও অন্ধকার, জরা ও অবক্ষয় তার দীপিত দৃষ্টিতে এত স্পষ্ট ও অন্তরঙ্গভাবে ধরা দেয় যা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাকেও যেন অতিক্রম করে।

একটি সাম্রাজ্যের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি যখন তার কলমে ভাষা পাচ্ছে, তখন একটি মোমবাতি রাখার ভুল ও সঠিকতা তার নজর এড়াচ্ছে না। একটি গৃহপালিত পশুর দীর্ঘশ্বাসও তিনি শুনতে পাচ্ছেন। ইতোপূর্বে যখন ঐতিহাসিকদের কাজগুলো সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল অনুন্নত বর্ণনায় স্থির ছিল, তখন গিবন ইতিহাসের বয়ানকে দিলেন সেই মুক্তি, যার প্রাথমিক প্রস্তাবনা বহু শতক আগে ইবনে খালদুনের মনস্বী পৃষ্ঠাগুলোতে জ্বলে উঠেছিল।

সরকার, সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দিক, পুণ্য ও পাপ, সুদ ও লোভ, কৃষি ও দাসত্ব, চার্চ ও দুর্নীতি, বীরত্ব ও বিশ্বাসহত্যা, চিন্তা ও ভাব, বিনোদন ও প্রবৃত্তি, কটাক্ষ ও হাস্যরস একই সাথে করতালি দেয় তার বয়ানে। জীবন ও মৃত্যুর দাপাদাপি আর ঈশ্বর ও শয়তান জীবনের মত্ততার ভেতর হাজির হন গিবনের আয়নায়।

ঘটনাপঞ্জি বা সারসংক্ষেপ, সবিস্তার বয়ান বা ঘটনার তালাশ, পরিস্থিতির আত্মায় নিহিত উপাদানগুলোর দাবি ও প্রকৃতি, ইতিহাসের যা কিছু উপেক্ষিত, তার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা তার হাত ধরে ঐতিহাসিকতার সেই ঐতিহ্য তৈরি করল, যেখানে ইতিহাসকে শুধু ভূমির উপরে নয়, মাটির চাপাপড়া তলায়ও দেখা যায়! গিবনের ভাষ্যে নিহিত ছিল আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রকল্পও।

ইতিহাসের বয়ানে তিনি ছিলেন ঋজু, দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবাক। তখনকার বাস্তবতায় খ্রিষ্ট দুনিয়ায় নিন্দার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও তিনি লিখেন- 'খ্রিষ্ট ধর্ম পৌত্তলিকতাকে জয় করেছে, এটি সত্য। আবার এটিও সত্য যে, এ ধর্ম পথভ্রষ্ট হয়েছে পৌত্তলিকতার মাধ্যমে।'

ইহুদিদের নৃশংসতা সম্পর্কে তার বিবরণ জড়তাহীন। গিবন লিখেন, 'ইহুদিদের বীভৎস নৃশংসতার বিবরণ শুনে মানবতা মর্মাহত ও শোকাহত হয়। তারা মিসরে, সাইপ্রাসে ও সাইরেনের শহরগুলোতে যে বর্বরতার ঝড় হয়ে তুলেছিল, তা তাদের নির্মমতার অংশমাত্র। এসব শহরে ইতোপূর্বে তারা বসবাস করত স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে।'

'কেবল সাইরেনে ইহুদিরা হত্যা করেছিল দুই লাখ গ্রিককে। সাইপ্রাসে হত্যা করেছিল দুই লাখ ৪০ হাজার মানুষকে। মিসরেও তারা হত্যা করেছিল অগণিত প্রাণ। বিজয়-মদমত্ত ইহুদিরা খেয়েছে মানুষের মাংস, চুষেছে রক্ত ও মানুষের নাড়িভুঁড়ি মালার মতো করে শরীরে ঝুলিয়েছে।'

দৃপ্ত ও ধারালো রচনাভঙ্গি ছিল গিবনের। কিন্তু ব্যক্তি তিনি ভঙ্গুর শরীর ও অসুস্থতার হাতে নাজেহাল থাকতেন নিয়মিত। ছয় ভাইবোন ছিল তার; (পাঁচ ভাই, এক বোন) তাদের সবাই মারা গেলেন শৈশবে। যদিও তার দাদা ও বাবা ছিলেন যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী এবং তার এক দাদী, ক্যাথরিন অ্যাক্টন ছিলেন স্যার ওয়াল্টার অ্যাক্টন, দ্বিতীয় ব্যারোনেটের বংশধর।

৯ বছর বয়সে মা-বাবা তাকে পাঠান কিংস্টন আপন টেমসে (বর্তমানে কিংস্টন গ্রামার স্কুল) ডক্টর ওয়াডেসনের স্কুলে। এর কয়েক দিন পরই মারা গেলেন গিবনের মা। ১৭৪৭ থেকে ১৭৫১ সাল তিনি কাটিয়েছেন বুরিটনে পারিবারিক বাড়িতে। এ সময়ে তার অধ্যয়ন বহুমাত্রিকতা লাভ করে।

কৈশোর থেকেই তার মনের খাবার ছিল ইতিহাস। প্রাচীন ইতিহাসের বিরতিহীন পরিক্রমায় হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে অসুস্থতাকে অতিক্রমের যে স্বাদ তার চিত্তলোকে ছিল, তিনি তা কখনো হারাননি। ১৭৫২ সালে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালান কলেজে যখন ভর্তি হলেন, বয়স তখন ১৫ বছর। এখানে অতিবাহিত ১৪ মাসকে তিনি আখ্যা দেন জীবনের সবচেয়ে অলস ও অলাভজনক সময় হিসেবে। ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় বিতর্ক ও বিভ্রান্তি তাকে ক্লান্ত করছিল। অক্সফোর্ডের নিস্তেজ বায়ুমণ্ডলে ধর্মবিশ্বাসের ধারা ও ধরন নিয়ে তর্কে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ডেইস্ট বা যুক্তিবাদী ধর্মতাত্ত্বিক কনিয়ার মিডলটনের (১৬৮৩-১৭৫০) মন্ত্রে প্রভাবিত হন এবং অচিরেই ১৭৫৩ সালের ৮ জুন প্রোটেস্টান্ট মত ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।

ধর্মান্তরিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাকে অক্সফোর্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সুইজারল্যান্ডের লুসানের সংস্কারপন্থী যাজক ড্যানিয়েল প্যাভিলার্ডের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে বসবাসের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেখানে, তিনি তৈরি করেন দুর্দান্ত কিছু বন্ধুত্ব। তারুণ্যের প্রথম প্রহর থেকেই গির্জা, বাইবেল, প্রোটেস্টান্ট-ক্যাথলিক মতবাদ ও পরে রাজনীতি ইত্যাদি গিবনের জীবনে গভীরভাবে যুক্ত থেকেছে। ডক্টর জনসনের সাহিত্য ক্লাবসহ আরো ভালো সামাজিক ক্লাবগুলোতে সম্পৃক্ততা, রয়্যাল একাডেমিতে প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপনা, ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার গ্র্যান্ড লজের ফ্রিম্যাসন হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যপদ ইত্যাদি তার ব্যাপ্তির নানা দিক। কিন্তু তার কালোত্তীর্ণ সত্তাটি নির্মাণ করে দিয়েছে সাহিত্য, বিশেষ অর্থে ইতিহাস!

বিচিত্র মাত্রায়ও তার মন মগ্ন ছিল প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের ওপর সুদৃঢ় কাজের প্রস্তুতিতে! ইংরেজ, আরব, পারসিয়ান, তুর্কি, মোগল ইত্যাদি ঘরানার ইতিহাসের প্রধান সঞ্চয়গুলো পাঠ করে চীনের দিকে হাত বাড়ান গিবন। অব্যাহত ভ্রমণ, ল্যাতিন সাহিত্য পাঠ, আইন অধ্যয়ন, হুগো গ্রোটিয়াস, স্যামুয়েল ভন পুফেনডর্ফ, জন লক, পিয়ের বেইল ও বেইস প্যাসকেলের আত্মীকরণ তাকে দেয় বহুদর্শিতা। আপন প্রখরতায় তিনি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire-এর মধ্য দিয়ে। ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয় এ বই (প্রথম খন্ড ১৭৭৬ সালে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড ১৭৮১ সালে, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড ১৭৮৮ সালে)। বইটির ৫০তম অধ্যায় 'মুহাম্মাদ সা: ও ইসলামের আবির্ভাব' শিরোনামে পৃথকভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতে গিবনের ইসলামদৃষ্টি ও ইসলাম-অধ্যয়নের সারাৎসার বিবৃত। যার গুরুত্ব ও আবেদন আজো প্রাসঙ্গিক। শত্রু ইসলাম ধারণার বাইরে এসে মহানবী সা:-এর জীবনী ও ইসলামের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলো নিয়ে প্রভাবক আলোকপাত করেন তিনি।

ক্রুসেডের উত্তরাধিকার নিয়ে পশ্চিমা চিন্তার সিলসিলা মহানবীকে নিকৃষ্ট চরিত্রে চিত্রায়ণ করছিল। তিনি একজন মিথ্যাবাদী, এই সিদ্ধান্ত ছিল পূর্বস্থির। ভাষ্যগুলোর শুরু হচ্ছিল এই সিদ্ধান্তকে রটনার জন্য। হীন ও হেয় অবয়বে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিল চলমান। নতুন গবেষণা এই চিত্রায়ণে ছিল ক্লান্ত। গিবন এই ক্লান্তি থেকে বেরিয়ে আসার ভালো নমুনা হয়ে উঠলেন আপন সময়ে। তিনি দেখান খ্রিষ্টানরা মুহাম্মদ সা: সম্পর্কে অশোভন কথা বলেছেন ও তাঁকে নীচ বা হীন বলে আখ্যা দিয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। এটি তারা করেছে তাঁকে শত্রু স্থির করে। এ প্রক্রিয়ায় শত্রুর মর্যাদা ও গুরুত্ব কমাতে গিয়ে তারা বরং তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। গিবন ব্যাখ্যা করেন মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মতের অমিল। কিন্তু মিলের জায়গা ছিল কেন্দ্রে। হজরত আদম থেকে কুরআন নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত যত নবী এসেছেন তাঁদেরকে নির্ভরযোগ্য ও সত্যিকারের নবী মনে করতেন মুহাম্মদ। গির্জা ও তার নিয়োগী প্রচারকরা যে বিষাক্ত বিদ্বেষের বিস্তার করেছে এতকাল, এর বুনিয়াদ ছিল একটি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি হলো মুহাম্মদ সা: যিশু খ্রিষ্টের বিপজ্জনক শত্রু। কিন্তু আসলেই কি তাই? গিবন দেখান, শুধু ঈসা মসিহ নয়, সব নবী-রাসূলের প্রতি সম্মান ইসলামী বিশ্বাসের সাথে জড়িত। মুসলিমরা বাধ্য কোনো নবীর সাথে শত্রুতা না করতে। তিনি লিখেন- 'মুসলমানদের কাছে বেড়েছে নবীদের মহিমা, রাসূলদের সম্মান। মহানবী সা: তাদেরকে শিখিয়েছেন ভালোবাসতে; যিশু খ্রিষ্টকে ভালোবাসা ও সম্মানের শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। মুসলমানদের এই সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে নিহিত আছে রহস্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 'যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর এক বাণীর এক সম্মানিত অস্তিত্বের, -যার নাম হলো মসিহ তথা মারইয়াম-তনয় ঈসা, ইহ ও পরকালে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের একজন।'

ধর্মান্তরিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাকে অক্সফোর্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সুইজারল্যান্ডের লুসানের সংস্কারপন্থী যাজক ড্যানিয়েল প্যাভিলার্ডের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে বসবাসের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেখানে, তিনি তৈরি করেন দুর্দান্ত কিছু বন্ধুত্ব। তারুণ্যের প্রথম প্রহর থেকেই গির্জা, বাইবেল, প্রোটেস্টান্ট-ক্যাথলিক মতবাদ ও পরে রাজনীতি ইত্যাদি গিবনের জীবনে গভীরভাবে যুক্ত থেকেছে।

মহানবী সা: যেমন ঈসা মসিহের সত্যায়ন করেছেন, ঈসা মসিহ কিংবা বাইবেলে বর্ণিত মোসেজ (মুসা আ:) কি হজরত মুহাম্মদের সত্যায়ন করে যাননি? গিবন দেখান সেই সত্যায়নের চিত্র। লিখেন, 'মুসা ও ঈসা ভালোবাসতেন। তাদের ভালোবাসা ছিল ধর্মে। তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক ও সংযমী। তারা নিশ্চিত ছিলেন এমন একজন নবীর আবির্ভাবের প্রশ্নে, যিনি হবেন তাদের চেয়ে উত্তম ও বেশি মহিম। তাঁরা এই নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর ছিলেন প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট।... মুহাম্মদও ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করেন এ দুই ধর্মের তথা খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মের সেই সত্যতার ভিত্তিতে, যা ইসলামের আগে ওহি হিসেবে এসেছিল মুসা আ:-এর কাছে, ঈসার আ: সকাশে। মুহাম্মদ সা: এ দুই নবীর উত্তম গুণাবলি ও অলৌকিক ঘটনাগুলোতে বিশ্বাস করতেন।'

গিবন মহানবী সা:-কে রাসূলদের ধারায় উপস্থাপন করেও বলতে চেয়েছেন তাঁর সাফল্য মূলত ছিল তাঁর প্রতিভার অর্জন। তাঁর প্রতিভার অনন্যতাকে মুখ্য হিসেবে দেখান গিবন। লিখেছেন, মুহাম্মদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবি শিখেছিলেন। পড়াশোনা না করেও তিনি বাগ্মিতা অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতির বই থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করতেন। সফরের সময় তিনি দর্শন ও রাজনীতির অনেক কিছুই লক্ষ করতেন। সংক্ষিপ্ত ও তাড়াহুড়োমূলক এসব সফরের সময়ও তার প্রতিভাদীপ্ত চোখ এমন সব বিষয় দেখত, যা দেখতে অক্ষম ছিল তার সাথে থাকা দূরদৃষ্টিহীন বা অবিচক্ষণ মানুষদের চোখ।'

আরো অগ্রসর হয়ে গিবন ব্যক্ত করেন আপন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষ্য। লিখেন- মুহাম্মদ বিপুল জনগণের মধ্যে কিংবা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বক্তব্য দেয়ার আগেই শ্রোতাদেরকে নিজের সমর্থক বানিয়ে ফেলতেন। তাঁর জ্যোতির্ময় প্রখরতা, মর্যাদাময় ও ভাবগম্ভীর উপস্থিতি এবং মহিয়ান বাহ্যিক রূপ বা ভঙ্গিমা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও কোমলতা বা দয়া-মিশ্রিত স্মিত হাসি, দীর্ঘ দাড়ি ও তাঁর সম্ভ্রান্ত মুখ- এসবই যেন ছিল তাঁর আত্মার স্নেহমাখা অনুভূতিগুলোর ছবি। তাঁর চলাফেরাও তাঁর হয়ে কথা বলত।... মুহাম্মদ রাজত্ব বা রাজা-বাদশাহদের সব আভিজাত্যকে তুচ্ছ মনে করতেন এবং অভিজাতদের দৃষ্টিতে যা অতি সাধারণ বা যে কাজ নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিকের, সে সব কাজও নিজেই করতেন!'

গিবন মনে করতেন, মুহাম্মদের চিন্তাধারারই ফসল হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। একত্ববাদ বা তাওহিদ হচ্ছে এ ধর্মের চিরন্তন বাস্তবতা ও সর্বপ্রধান মূলনীতি। আর এ ধর্মবন্ধন গড়ে তোলার দ্বিতীয় প্রধান মূলনীতি হলো তাঁরই ঐশী রিসালাত।

আল-কুরআন তাঁর বিচারে মহানবীর রচিত গ্রন্থ। তবুও কুরআনের প্রতি তার ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। যেভাবে তা নবীযুগে ছিল, এখনো সেভাবেই আছে কুরআন। একেবারে অবিকৃত। গিবনের বিচারে এটি সত্য, এ কোনো প্রোপাগান্ডা নয়। তিনি লিখেন- 'এ নয় মুহাম্মদের ধর্মের প্রচারণা; বরং এ হচ্ছে তাঁর ধর্মের স্থায়িত্বের নিদর্শন। আমাদের বিস্মিত হতে বাধ্য করছে এই সত্য। মক্কা ও মদিনায় মুহাম্মদ সা: লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছিলেন তা এক হাজার ২০০ বছর পরও পুরোপুরি অবিকৃত রয়েছে ভারতে, আফ্রিকায় আর তুরস্কে ধর্ম বদলানো মানুষের মাধ্যমে।'

আপনকালে ইউরোপে প্রচারিত স্তূপ স্তূপ মিথ্যার বিপরীতে ইসলামের প্রতি যে বস্তুনিষ্ঠতার তালাশ গিবনে পাওয়া যায়, তা আজকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিষাক্ত ইসলামোফোবিয়াকেও থামার জন্য আহ্বান জানায়। বলে যা স্পষ্ট সত্য, তাকে বিদ্বেষ দিয়ে ঢেকে ফেলতে চাইলে তার শক্তিকেই বরং বৃদ্ধি করা হয়!

উল্লসিত বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

একদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এপ্রুভাল বা জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল অনেক। মুদ্রাস্ফীতি মানুষকে ভোগাচ্ছে। ৪০ বছরের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ভাল নেই। গর্ভপাত এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন করেছেন। এসব কারণে তার বিরুদ্ধে চলে গেছেন ভোটাররা- এমনই মনে করা হচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছিল কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সারেসর্বনাশ হবে ডেমোক্রেটদের। তারা কোনো কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম তো হবেই না, উল্টো পরাজিত হতে পারে ভয়াবহভাবে। এমন অবস্থায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দল যে ফল করেছে তা এক ঐতিহাসিক অর্জন।

এখন থেকে মাত্র ৬ বছর আগে রাজনীতিতে আসেন নেভাদার ক্যাথেরিন কর্টেজ মাস্তো। তিনিই হন ওই রাজ্যের প্রথম ল্যাতিনা সিনেটর। এই আসনে এবারও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার প্রতিপক্ষ রিপাবলিকান এডাম ল্যাক্সাল্ট। তাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের অনুমোদন দেয়া সেই ল্যাক্সাল্টকে পরাজিত করে ডেমোক্রেটদের জন্য অকল্পনীয় বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন ক্যাথেরিন। ফলে সিনেট এখন ডেমোক্রেটদের। শুধু তা-ই নয়। নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদেও কাঁধে কাঁধ রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেমোক্রেটরা। এ পরিষদে এখন পর্যন্ত রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে এগিয়ে আছে।

সিনেটর হলেন ৪ বাংলাদেশী-আমেরিকান

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৪ বাংলাদেশী-আমেরিকান জয়ী হয়েছেন। এরা হলেন: শেখ রহমান, আবুল খান, মোহাম্মদ রহমান ও নাবিলা ইসলাম। নির্বাচনে ডেমক্র্যাট-রিপাবলিকানদের জয়-জয়কারের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও একাকার হয়েছেন। কংগ্রেসে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্স, জুডিশিয়াল কমিটির চেয়ারপার্সন কংগ্রেসম্যান জেরাল্ড নেদলারের সাথে সাক্ষাৎ করে কম্যুনিটির নেতৃস্থানীয়রা বিজয়ী সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশী আমেরিকান ভোটারের ৯০ ভাগেরও অধিক হলেন ডেমোক্র্যাট। টানটান উত্তেজনা আর ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ৮ নভেম্বরের এ নির্বাচনে বাংলাদেশীরাও ব্যাপকভাবে ব্যালটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

জর্জিয়া স্টেট সিনেটর হিসেবে তৃতীয় টার্মের জন্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান ডেমক্র্যাট)। নিউ হ্যামশায়ার স্টেটের রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে পঞ্চম মেয়াদের জন্য বিপুল ভোটে জয়ী হলেন পিরোজপুরের সন্তান আবুল খান (রিপাবলিকান)।

কানেকটিকাট স্টেট সিনেট নির্বাচনে ডেমক্র্যাটিক পার্টির মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বিপুল ভোটে জয়ী হলেন সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে। চাঁদপুরের সন্তান মাসুদ এবারই প্রথম স্টেট সিনেটের সদস্য হলেন।

অপরদিকে, জর্জিয়া স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে ডেমক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী নাবিলা ইসলামও প্রথমবারের মতো বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। নোয়াখালীর সন্তান নাবিলা হলেন জর্জিয়া স্টেট সিনেটে প্রথম মুসলিম নারী এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশী সিনেটর। এ স্টেটে প্রথম মুসলমান সিনেটর হিসেবে ৬ বছর আগে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ রহমান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আয়োজন হলো বাংলাদেশী খাদ্য উৎসব

(৪ পাতার পর)

ওপর একটি প্রামান্য চিত্র উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। টমি মিয়ার জীবনী'র উপর প্রদর্শীত হয় একটি প্রামান্যচিত্র। অনুষ্ঠানের মাঝখানে কবিতা ও নৃত্য পরিবেশন করে এ প্রজন্মের শিশু কাব্য।এছাড়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আয়োজক ফ্রেস ফুড এন্ড বেভারেজ-এর স্বত্বাধিকারী সৈয়দ আল আমিন রাসেল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী খাদ্যের পরিচিতি তুলে ধরার জন্যই তিনি এ আয়োজন করেছেন। আর এটাই এ অঞ্চলে প্রথমবারের মত আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশী খাদ্যকে বিদেশীদের কাছে পরিচিতি করতে আগামী বছর বেশ কয়েকটি ইভেন্ট করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশী খাদ্য পরিচিতি তুলে ধরার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশী খাদ্যকে বিশ্বে তুলে ধরাতে টমি মিয়া যে প্রয়াস চালাচ্ছেন তা জানলাম। টমি মিয়ার মত এখানে (যুক্তরাষ্ট্রে)ও অনেকে আছেন। বাংলাদেশী খাদ্য ও কালচারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় করতে পারি। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন এতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

আগামী বছর নিউইয়র্কে পহেলা বৈশাখের আয়োজন করা হবে উল্লেখ করে টমি মিয়া জানান, তিন দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠানে পান্তা-ইলিশ সহ বাংলাদেশী বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হবে। তিনি জানান, তার অন্যতম আইটেম ফ্রাইড চিকেন বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শুধু লন্ডন নয়, বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেট সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে এ ফ্রাইড চিকেন। যুক্তরাষ্ট্রেও এ আইটেমের চাহিদা রয়েছে উলেখ করে তিনি বিনিয়োগকারিদের প্রতি আহব্বান জানিয়ে বলেন, ব্যবসায় রিটার্ন এর হারও অনেক ভাল। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহব্বান জানান টমি মিয়া।

শেফ মো: খলিলুর রহমান জানান, বিরিয়ানী সহ বাংলাদেশী বিভিন্ন খাদ্য প্রমোট করতে তিনি নিউইয়র্কে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যের ওপর ডিপ্লোমা করা খলিল বলেন, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারকে এগিয়ে আসার আহব্বান জানান।

অনুষ্ঠানটির কো-অরগানাইজার ছিলো এসেনশিয়াল হোম কেয়ার ও রিভারসাইড কটেজ।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রধান দুটি ইস্যু

(৫ পাতার পর)

স্বীকার করতে। শেষ পর্যন্ত মনিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট মুখ খুলতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও জাতির কাছে এ জন্য ক্ষমা চান। হিলারি এবং আমেরিকানরা তাঁর স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি মেনে নেয়। এ জন্য মিডটার্ম এবং ইমপিচমেন্টের হাত থেকে বেঁচে যান। এই স্ক্যান্ডাল নিয়ে মনিকা লিউনস্কিও লাভবান হন। ১৯৯৯ সালে অ্যান্ড্রু মরটন মনিকার জীবন ও এই স্ক্যান্ডাল নিয়ে বই লেখেন 'মনিকাস স্টোরি'। মনিকার ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার ও অর্থবিত্তের মালিক হতেও কাজ করেছে এই স্ক্যান্ডাল। এই অসম প্রেমের জোয়ারে হিলারি ক্লিনটন ছাড়া প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং মনিকা লিউনস্কি কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হননি।

এবারের ৮ নভেম্বরের মিডটার্ম ইলেকশনের ফল আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। বৈদেশিক নীতিতে ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের মধ্যে কেউ একটু বেশি সরব, কেউ তুলনামূলক কম সরব থাকে। নীতি অনেকটা একই রকম থাকে। ইলেকশনের পর স্যাংশন বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসে কি না দেখার জন্য বাংলাদেশের যাঁরা অপেক্ষা করছেন–তাঁরাও কোনো পরিবর্তন দেখবেন বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতিই এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। বর্তমান স্যাংশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে ২০১৮ সালের পর থেকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন কিংবা হাউসে হারা-জেতায় বাংলাদেশের ব্যাপারে বড় কোনো পরিবর্তন হবে না, যদি না বৈশ্বিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় ভিন্ন কোনো কারণে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা এখন ধীরে ধীরে কাজ শুরু করবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ইলেকশন নিয়ে। সাধারণ মানুষ দুই দিন আগে ভোট দিয়েছেন এটা মিডিয়া ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি ভোটের দিনও মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভোট দিয়েছেন। যাঁরা কাজের জন্য ভোট দিতে পারবেন না তাঁরা অগ্রিম ডাকযোগে বা সশরীরে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। রাজনীতি, ভোট কোনো কিছুই যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনীতি যখন জীবিকা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তখনই যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাররা ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে।

লেখক: রিয়েলটর ও মর্টগেজ ব্যাংকার। মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়

(প্রথম পাতার পর)

মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ইংল্যান্ড। ২০১০ সালে তারা প্রথমবার এই ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

স্বল্প পুঁজি নিয়েও পাকিস্তানী বোলাররা দারুণ বল করছিলেন। তবে ইংল্যান্ডকে আটকাতে ১৩৭ রান যথেষ্ট ছিল না। অন্যদিকে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ইংল্যান্ডের আরো একটি বিশ্বকাপ জয়ে বড় অবদান রাখলেন বেন স্টোকস।

রোববার রান তাড়ায় নেমে দলীয় ৭ রানেই সেমিফাইনালে বিধ্বংসী ইনিংস খেলা অ্যালেক্স হেলসকে হারায় ইংল্যান্ড। প্রথম ওভারেই শাহিন আফ্রিদির বলে বোল্ড হয়ে যান হেলস (১)। চতুর্থ ওভারে ফিল সল্টকে (৯) ইফতিখারের তালুবন্দি করেন হারিস রউফ। ইংল্যান্ডের রান তখন ৩২। উইকেটে আসেন বেন স্টোকস। পাকিস্তনের তিন পেসার শাহিন-হারিস আর নাসিম দুর্দান্ত বোলিং করছিলেন। ষষ্ঠ ওভারে ইংল্যান্ডকে বড় ধাক্কা দেন হারিস রউফ। তার বলে কিপার রিজওয়ানের গ্লাভসে ধরা পড়েন ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার।

শেষ হয় তার ১৬ বলে ২৬ রানের ইনিংস। অন্য প্রান্তে বেন স্টোকস ধুঁকছিলেন। প্রথম ৫ বলে তার সংগ্রহ মাত্র ১ রান। তিন উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপেতে ইংল্যান্ড ৪৫ রান তোলে। হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে তার জুটিও জমে উঠলেও রান আসছিল ধীরগতিতে। অবশেষে ৪১ বলে ৩৯ রানের এই জুটি ভাঙে হ্যারি ব্রুকের বিদায়ে। শাদাব খানের শিকার হয়ে ফেরেন ২৩ বলে ২০ রান করা ব্রুক। শেষ ৫ ওভারে দরকার ছিল ৪১ রানের। ১৬তম ওভার করতে এসে ইনজুরিতে মাঠ ছাড়েন শাহিন আফ্রিদি। পাকিস্তান বড় ধাক্কা খায়।

ওভারের বাকি ৫ বল করেন ইফতিখার। ওই ওভারেই চার-ছক্কা মেরে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বেন স্টোকস। পরের ওভারেও বেদম মার খান ওয়াসিম। ইংল্যান্ডের জয় তখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ওয়াসিমের করা ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে বোল্ড হয়ে যান ১২ বলে ১৯ করা মঈন আলী। ভাঙে ৩৫ বলে ৪৮ রানের পঞ্চম উইকেট জুটি। চতুর্থ বলেই বাউন্ডারি মেরে নিজের ফিফটি পূরণ করেন বেন স্টোকস। দুই দলের স্কোরও সমান হয়ে যায়। শেষ বলে স্টোকসের শটে এক ওভার হাতে রেখেই ৫ উইকেটে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড। ৪৯ বলে ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন স্টোকস।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। বাবর-রিজওয়ানের ওপেনিং জুটিতে আসে ২৯ রান। ১৪ বলে ১৫ রান করা রিজওয়ানকে স্যাম কারান বোল্ড করলে পঞ্চম ওভারে এই জুটি ভাঙে। পাওয়ারপ্লেতে আসে ৩৯ রান। এরপর মোহাম্মদ হারিসকে বেন স্টোকসের তালুবন্দি করেন আদিল রশিদ। হার্ডহিটার বলে খ্যাত হারিস ১২ বলে ৮ রান করেন। রশিদের দ্বিতীয় শিকার বাবর আজম। ২৮ বলে ৩২ রান করা পাকিস্তান অধিনায়ককে তিনি কট অ্যান্ড বোল্ড করে দেন। ব্যর্থ হয়েছেন ইফতিখারও। ৬ বলে কোনো রান না করেই বেন স্টোকসের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি।

এরপর শান মাসুদ আর শাদাব খান জুটি গড়ে পাকিস্তানকে এগিয়ে নিতে থাকেন। ১৪.৩ ওভারে তাদের স্কোর তিন অঙ্ক ছাড়ায়। এরপর নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান। ৩৬ রানের জুটি ভাঙে স্যাম কারেনের বলে ৩৮ রান করা শান মাসুদের বিদায়ে। ক্রিস জর্ডানের বলে ক্রিস ওকসের তালুবন্দি হয়ে থামে শাদাব খানের ১৪ বলে ২০ রানের ইনিংস। এরপর কারেনের তৃতীয় শিকার মোহাম্মদ নওয়াজ (৫)। শেষ ওভারে ওয়াসিমকে (৪) ফেরান জর্ডান। ৮ উইকেটে টেনেটুনে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। ১২ রানে ৩ উইকেট নেন স্যাম কারেন। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন আদিল রশিদ আর ক্রিস জর্ডান। অলরাউন্ডার বেন স্টোকস নিয়েছেন একটি।

নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য দলে তোপের মুখে ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

কিছু জ্যেষ্ঠ নেতা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের সমালোচক মেরিল্যান্ডের গভর্নর ল্যারি হোগান। তিনি বলেছেন,ট্রাম্পের জন্য তারা তিনটি নির্বাচনে হেরেছেন। কংগ্রেসের এবারের ভোটে ট্রাম্পের সমর্থন করা অনেক রিপাবলিকান প্রার্থী হেরে গেছেন।

এতে দলের মধ্যে তার সমালোচকরা সরব হয়ে উঠেছেন। ট্রাম্প কয়েকদিন ধরে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেওয়ায় তাদের অনেকে উদ্বিগ্ন। রিপাবলিকান নেতা লুইজিয়ানার সিনেটর বিল ক্যাসিডি বলেছেন, তাদের দলের একটি নতুন সূচনা দরকার।ট্রাম্পের যুগ ফেলে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি।

বিল ক্যাসিডি ট্রাম্পের অভিশংসনের বিচারে তাকে দোষীসাব্যস্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। রোববার বিল ক্যাসিডি এনবিসির মিট দ্য প্রেস শোতে বলেন, 'যারা সাবেক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তারাই ভোটে খারাপ করেছেন।' এজন্য দায় কার উপস্থাপক চাক টড তা জানতে চাইলে ক্যাসিডি ট্রাম্পকে দোষারোপ করেন।

তিনি বলেন, রিপাবলিকানদের একটি বিকল্প বের করে অতীত পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। আরেক রিপাবলিকান নেতা নিউ হ্যাম্পশায়ারের গভর্নর ক্রিস সুননু এবিসি-র দিস উইক অনুষ্ঠানকে বলেছেন, আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের জন্য আরেকবার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য হবে ভয়ঙ্কর কাজ।

ক্রিস সুননু বলেন, 'ছুটির মৌসুম ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে চাইবে। এখন বড় রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার জন্য একটা খারাপ সময়।

গভর্নর সুননু মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার দলের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য 'প্রার্থীদের নিম্নমানকে দায়ী করেছেন।

'রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে উগ্রপন্থা আছে বলে মানুষের মনে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। তা, সঠিকভাবে হোক বা না হোক।' সূত্র: বিবিসি, সিএনএন

সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্রেটদের

(প্রথম পাতার পর)

কারণ, নেভাদার আসন মিলে ডেমোক্রেটদের এখন আসন সংখ্যা ৫০। তার সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসের আছে কংগ্রেসে ভোট দেয়ার ক্ষমতা। তাকে নিয়ে তারা পৌঁছে গেছে ম্যাজিক ফিগার ৫১ তে। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের এখন পর্যন্ত আসন সংখ্যা ৪৯। তারা যদি জর্জিয়াতেও জেতে তাহলে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০। ফলে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে ডেমোক্রেটদের হাতে। দলকে এমন বিজয় নিশ্চিত করার জন্য নেভাদার নবাগত রাজনীতিক ক্যাথেরিনের প্রশংসায় ভাসছে ডেমোক্রেট দল ও এর নেতারা। তাকে প্রাণখোলা অভিনন্দন জানিয়েছেন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা ও নিউ ইয়র্কের সিনেটর চাক শুমার। ক্যাথেরিনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছেন, ধন্যবাদ আমাদের সিনেটররা। আপনারা গ্রেট এক প্রচারণা চালিয়েছেন। চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ধন্যবাদ পিটার ওয়েলচ এবং জন ফেটারম্যানকে।

আপনারা আমাদের নতুন সিনেটর। ধন্যবাদ আপনাদের। তিনি আরও বলেন, আমরা জর্জিয়াতেও বিজয়ী হবো- এ আত্মবিশ্বাস আছে আমার। সেখানে সম্মানীত ওয়ারনাক আবার বিজয়ী হয়ে সিনেটে আসবেন- এ বিশ্বাস আছে আমার। এরই মধ্যে তিনি অনেক ভাল কাজ করেছেন।

ক্যাথেরিনের বিজয়ের খবরে তিনি বলেছেন, দেশের জন্য আমি খুবই স্বস্তি বোধ করছি। কারণ, আমার মতো অনেকেই ভীষণ উদ্বেগে ছিলেন এই গণতান্ত্রিক বিজয়ের জন্য। সব নেতিবাচক ও হুমকিকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছু মানুষের সহিংসতার পরও আমরা এই বিজয় অর্জন করেছি। শুধু দলীয় নেতারাই নন, রিপাবলিকান দলের কিছু মানুষ এই সহিংসতার কড়া নিন্দা জানান নি। তাই আমেরিকা দেখিয়ে দিয়েছে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এই গণতন্ত্রের শিকড় অনেক শক্তিশালী। আমরা যতদিন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করবো ততদিন আমাদের বিজয় হবে।

চাক শুমার দেশের ভিতর যে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সারিয়ে তুলতে রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, যেসব মানুষ নোংরা কাজ করে, বিষাক্ত বক্তব্য দেয় তাদেরকে নিয়ে আমেরিকার মানুষ সন্তুষ্ট নয়। আমার রিপাবলিকান সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাই অনেক ইস্যুতে আমাদের মতের অমিল থাকতে পারে, সেটা ঠিক। কিন্তু আসুন আমরা এ ধরণের নেতিবাচক বিভক্তিকে এড়িয়ে চলি। আসুন আমরা সহিংসতা, বিষাক্ত বাক্য বর্ষণ বন্ধ করি। আসুন শেষ পর্যন্ত সবাই একত্রিত হই।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ফের ৮ মামলা

(প্রথম পাতার পর)

চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল হাসানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা হয়েছে।

২০০৭ থেকে ১০ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ টেলিকম থেকে অব্যাহতি পাওয়া ও চাকরিচ্যুত আট কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ৯ নভেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে আটটি মামলা করেন। এসব মামলার বাদীর আইনজীবী এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী বলেন, 'মামলার বাদী আটজনের মধ্যে সাতজনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আর একজনকে আসতে বারণ করা হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, 'শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২৩২ ধারা অনুযায়ী কম্পানির মুনাফার ৫% শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল গঠনসহ লভ্যাংশ ২০০৬ সাল থেকে তা শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করার কথা। কিন্তু সেই তহবিল গঠন ও লভ্যাংশ শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন না করায় মামলা করা হয়েছে।'

মামলার বাদী এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ১৯৯৮ সাল থেকে গ্রামীণ টেলিকমে চাকরি করে আসছিলেন জানিয়ে আইনজীবী সানজিদ আরো বলেন, '২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়ের লভ্যাংশ চেয়ে গত ২৪ অক্টোবর ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে বিবাদীদের আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কোনো জবাব না আসায় আপাতত আটজন মামলা করেছেন।' আরো মামলা হবে বলে জানান তিনি।

আগামী বছর ১৫ জানুয়ারি তারিখ রেখে এ সময়ের মধ্যে মামলায় জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান আইনজীবী সানজিদ।

পুতিনের দুনিয়া এখন আরও ছোট

(প্রথম পাতার পর)

গুরুত্বপূর্ণ খেরসন থেকে নিজেদের সেনা সরিয়ে নিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এসব কারণে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে রুশ সেনাদের ব্যর্থতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সমালোচনা-কটাক্ষের মুখে পড়ছেন তিনি। সব মিলিয়ে রুশ নেতা পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রীতিমতো যেন একটা বাজি ধরলেন।

ইউক্রেন যুদ্ধে অংগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ৩ লাখ সেনা নিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। পাশাপাশি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে অব্যাহতভাবে সমর্থন জোগালে, অর্থ-অস্ত্র সহায়তা দিলে, প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে পিছপা হবেন না তিনি। এরই মধ্যে তিনি ইউক্রেনের রুশনিয়ন্ত্রিত চার অঞ্চলে গণভোট শেষে সেসব অঞ্চলকে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে ডিক্রিতে সই করেছেন।

এখন এই অঞ্চলগুলোতে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ হবে রাশিয়ার নিজ ভূখন্ডে হামলার শামিল। এতে রাশিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের কৌশল জোরালো হবে। এসব কর্মকান্ড গত ফেব্রুয়ারীতে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করা ও দেশটির রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সরানোর ক্ষেত্রে পুতিনের সিদ্ধান্তের ভুল হিসাব-নিকাশই তুলে ধরেছে। হামলা শুরুর ৯ মাস পরও পুতিন এ ভুল থেকে শিক্ষা নেননি; অথচ সেই ভুল প্রথমেই তাঁর জন্য বিপর্যয়-ধ্বংস ডেকে এনেছে।

পুতিনের চার ভুল

ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পরপরই এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রেসিডেন্ট পুতিন চারটি বড় ভুল হিসাব কষেছেন। প্রথমটি, রুশ সেনাবাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে অতিমূল্যায়ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি যা শুনতে চাইবেন, তাঁর খুব কাছের মানুষগুলো তাঁকে শুধু তা-ই শোনাবেন। সে অনুযায়ী, পুতিনও দৃশ্যত বিশ্বাস করে নেন, ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের ঝটিকা অভিযানেই সমাপ্তি ঘটবে ইউক্রেন যুদ্ধের; সেই সঙ্গে পতন ঘটবে কিয়েভের; এরপর জেলেনস্কি হয় আত্মসমর্পণ করবেন, নয় পালাবেন এবং তাঁর স্থলে রুশনিয়ন্ত্রিত একটি পুতুল সরকার বসানো হবে। কিন্তু বাস্তবে এসবের কিছুই হয়নি।

সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ইউক্রেনে অভিযানে যাওয়ার সময় রুশ সেনা কর্মকর্তারা সঙ্গে করে যুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় উদ্‌যাপনে কুচকাওয়াজের আনুষ্ঠানিক পোশাক নিয়ে যান। কিন্তু রাশিয়ার সেনারা সেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিনের (এবং দৃশ্যত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর) ধারণার চেয়েও অনেক বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা রাজধানী কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি; বরং তাঁদের অপমানজনকভাবে পিছু হটতে হয়েছে। পিছু হটার পথে তাঁরা রেখে এসেছেন ধ্বংসযজ্ঞ আর কিয়েভের উপকণ্ঠে বুচা শহর ও কাছাকাছি অন্যান্য এলাকায় নৃশংসতার চিহ্ন।

ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যতম বড় ভুল, ইউক্রেনের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখা বা অবমূল্যায়ন করা। ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবোধ ও লড়াইয়ের মনোভাব সম্পর্কে পুতিনকে সম্ভবত ভুল বোঝানো হয়েছে। পুতিন যদি এ আশা করে থাকেন যে ইউক্রেনীয়রা তাঁদের রুশ 'মুক্তিদাতাদের' ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন, তবে তিনি এক বিরাট ভুল করেছেন।

অনেক রুশ তরুণকে এই বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য তাঁদের প্রস্তুতি ছিল সীমিত। ছিল না যথাযথ প্রশিক্ষণ। এমনকি এসব তরুণেরা জানতেনই না, ইউক্রেনে তাঁরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। রুশ সেনাদের মনোবল ও সাহসেও ছিল ঘাটতি। ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম মেরামত করার প্রয়োজন ছিল, সামরিক বাহিনীর রসদ ও সেনা সরবরাহব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে টিকে থাকতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও খাবারও সঙ্গে নিয়ে যাননি রুশ সেনারা। এ ছাড়া রুশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি সামরিক বাহিনীতেও চিড় ধরিয়েছে। সেনাদের প্রশিক্ষণ ও সাজসরঞ্জাম বাবদ বরাদ্দ করা অর্থ গেছে দুর্নীতিবাজদের পকেটে, এমন অভিযোগও ছিল।

হিসাবের দ্বিতীয় বড় ভুল, ইউক্রেনের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখা বা অবমূল্যায়ন করা। ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবোধ ও লড়াইয়ের মনোভাব সম্পর্কে পুতিনকে সম্ভবত ভুল বোঝানো হয়েছে। পুতিন যদি এ আশা করে থাকেন যে, ইউক্রেনীয়রা তাঁদের রুশ 'মুক্তিদাতাদের' ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন, তবে তিনি এক বিরাট ভুল করেছেন।

২০১৪ সালে ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার দখলদারি ও দনবাস অঞ্চলে অভিযান ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও বেগবান করেছে; যা পুতিন ধরতে পারেননি। এ বছর যখন রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান শুরু করল, তখন জেলেনস্কিকে কিয়েভ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাঁর জবাব ছিল, 'আমার উড়োজাহাজের দরকার নেই, আমার দরকার অস্ত্র।'

এ অবস্থায় দৃশ্যত রাশিয়া ইউক্রেনে মস্কোপন্থী সরকার গঠন করার জন্য কাউকে খুঁজে পায়নি। পরে এমন গুঞ্জনও শোনা যায়, ইউক্রেনে নিজেদের সহযোগীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পাওয়া রাশিয়ার প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের (এফএসবি) উচ্চপর্যায়ে গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আগে কমেডিয়ান ছিলেন। সেই পেশা ছেড়ে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করে একপর্যায়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। যুদ্ধ শুরুর আগে দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। তবে রুশ বাহিনীর হামলার পরও দেশ ছেড়ে না যাওয়া, যুদ্ধে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে অদম্যভাবে নেতৃত্ব দেওয়া, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আগ্রাসনের শিকার একটি দেশ হিসেবে ইউক্রেনকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সফলতার জন্য দেশ-বিদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এমনকি অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ভূমিকার সঙ্গে জেলেনস্কির অবস্থানের তুলনা করছেন।

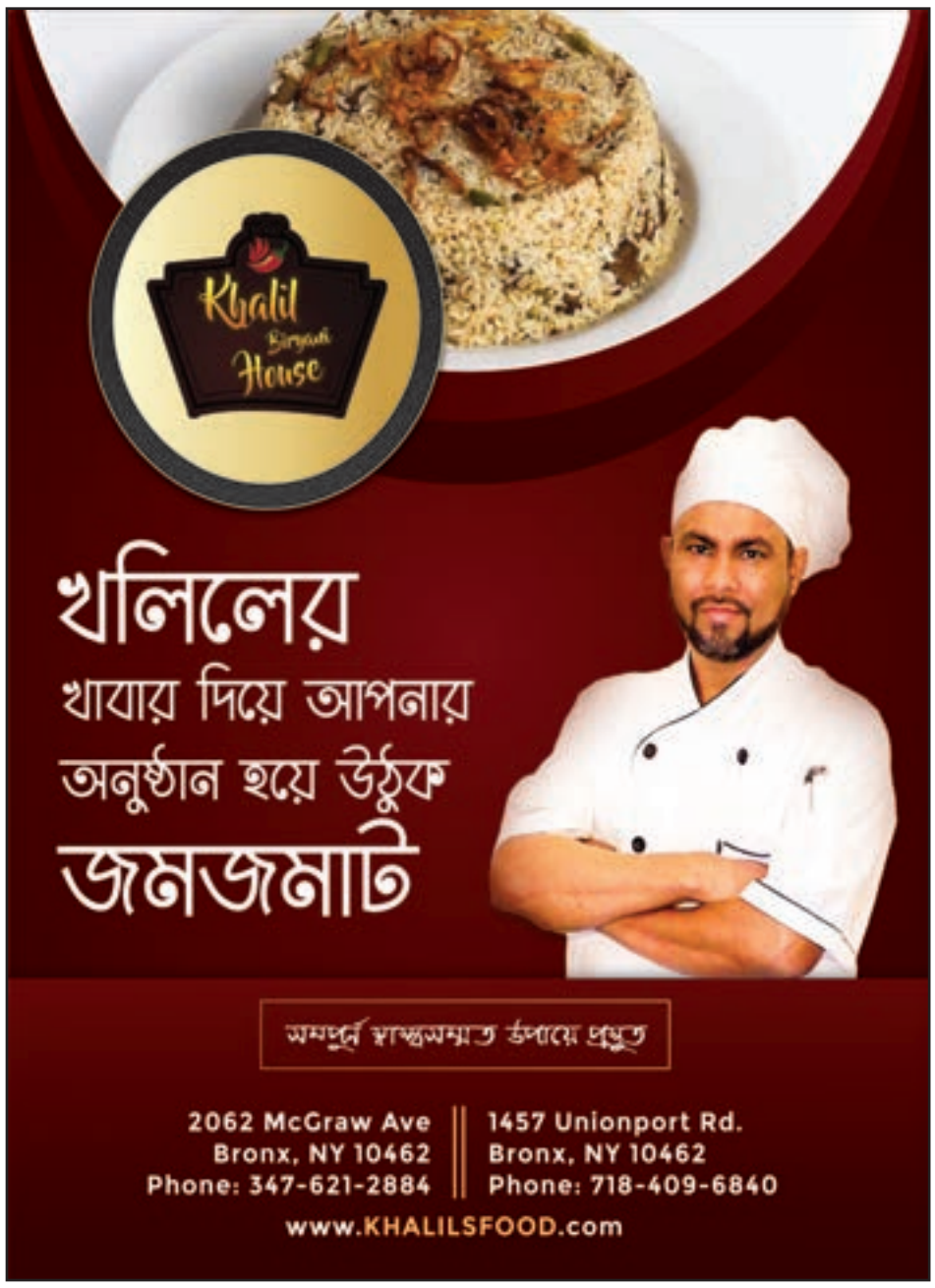
যুদ্ধ চলাকালেও নিজ দেশের জনগণ ও বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগে সামাজিক মাধ্যমকে চমৎকারভাবে ব্যবহারের কৌশল বেছে নিয়েছেন জেলেনস্কি। এ কৌশল কাজেও লেগেছে। সুসজ্জিত রুশ বাহিনীর তুলনায় ইউক্রেনের সেনাসংখ্যা কম। অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামও সীমিত। তবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর রয়েছে উচ্চ মনোবল। তারা নিজ দেশকে রক্ষা করতে লড়ছে। অনেক জায়গায় এই মনোবল কাজে লাগিয়ে রুশ বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়েছে তারা। তবে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে, করছে পশ্চিমা দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেওয়া অর্থ-অস্ত্র-বুদ্ধি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে কিয়েভ। রাশিয়ার হামলা ইউক্রেনের মানুষকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছে।

পুতিনের তৃতীয় বড় ভুল, পশ্চিমা বিশ্বের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পারা। ২০০৮ সালে রাশিয়া যখন জর্জিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছিল এবং রুশনিয়ন্ত্রিত ওশেটিয়া ও আবখাজিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। কিন্তু ইউক্রেন প্রশ্নে পশ্চিমারা বসে থাকেনি। রাশিয়ার হামলা শুরুর পর সর্বাত্মক সহায়তা নিয়ে কিয়েভের পাশে দাঁড়িয়েছে।

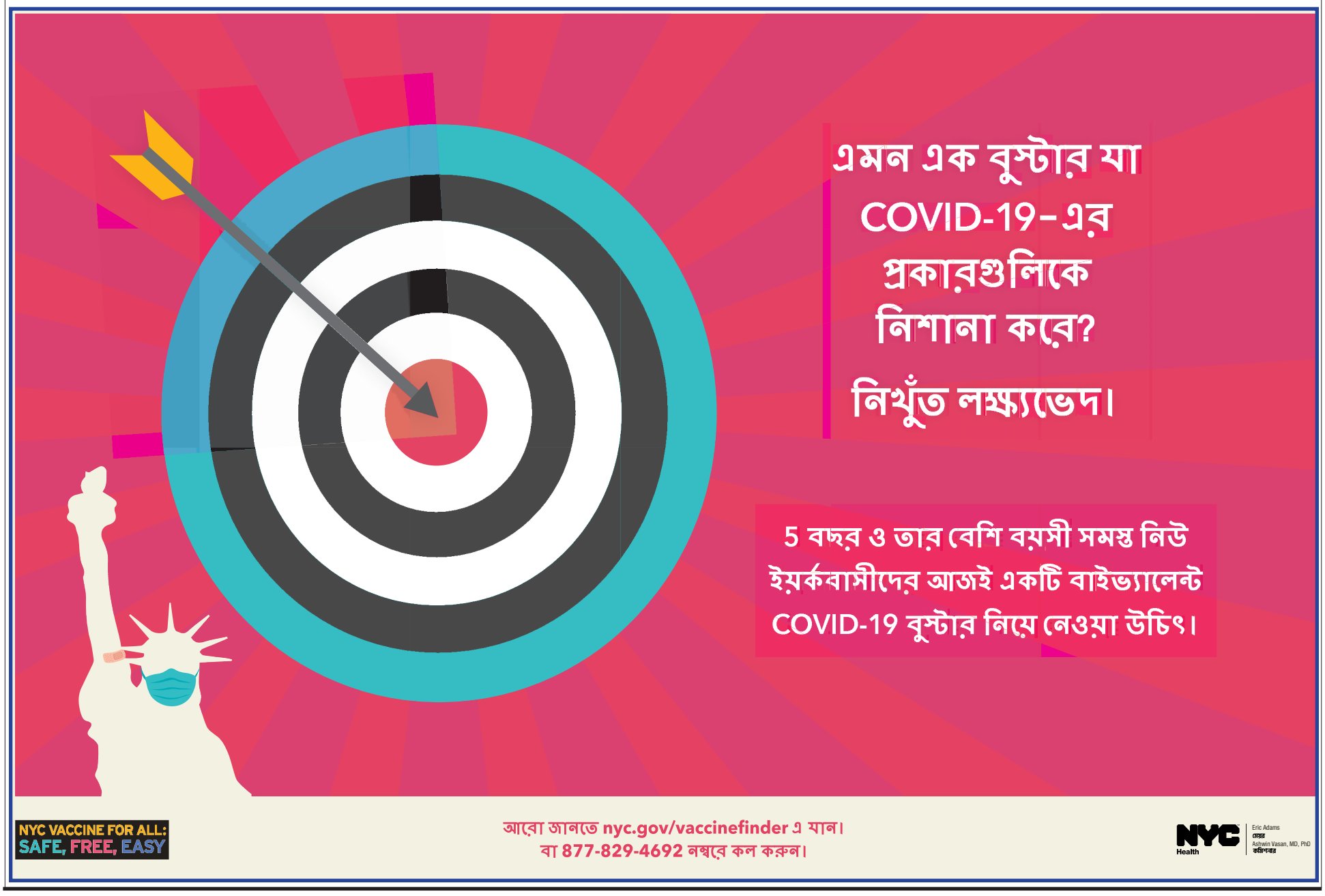
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন ইউরোপের সঙ্গে দেশটির ঐতিহাসিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। ওই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভক্ত ও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল ইউরোপ। কিন্তু ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর মধ্য ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলে শান্তি ফেরাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর পক্ষ থেকে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও মস্কো থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর জ্বালানি কেনা বন্ধের ঘটনা এর প্রমাণ।

পশ্চিমাদের (বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলোর) মস্কোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখানোর অন্যতম কারণ, ৭৭ বছর পর সর্বাত্মক সম্মুখযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে ইউরোপবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এত বড় পরিসরে যুদ্ধ হয়নি। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো বুঝতে পারে, তারা এত দিন পুতিনের নীতিকে ভুল বুঝেছে, রুশ আগ্রাসনের ভীতি উপেক্ষা করে এসেছে। তাই ইউক্রেন যুদ্ধ শুধু ইউক্রেনীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেনি, পুরো ইউরোপকে এক করেছে। ইউরোপের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিত্র দেশগুলোর সম্পর্ক অভাবনীয়ভাবে জোরদার করেছে এই যুদ্ধ।

পুতিনের সর্বশেষ বা চতুর্থ ভুল হলো, ইউরোপীয় দেশগুলোর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বুঝতে না পারা। তিনি ভেবেছিলেন, ইউরোপ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিকভাবে মস্কোর ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। বিশেষত, আমদানিনির্ভর জ্বালানি খাতের জন্য এসব দেশ রাশিয়ার সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে জড়াবে না, মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না। কিন্তু পুতিনের এমন ধারণা ভুল ছিল। ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা আরোপে খুব বেশি সময় নেয়নি।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


এমন এক বুস্টার যা
COVID-19-এর
প্রকারগুলিকে
নিশানা করে?
নিখুঁত লক্ষ্যভেদ।
5 বছর ও তার বেশি বয়সী সমস্ত নিউ
ইয়র্কবাসীদের আজই একটি বাইভ্যালেন্ট
COVID-19 বুস্টার নিয়ে নেওয়া উচিৎ।
NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY
আরো জানতে nyc.gov/vaccinefinder এ যান।
বা 877-829-4692 নম্বরে কল করুন।
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



মিমকে নিজের জামাইকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল: পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: আলোচনায় থাকতে যেন ভালোবাসেন ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা পরীমনি। আলোচনায় থাকা যেন তার নিত্যদিনের কাজ। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। মধ্যরাতে নায়িকার বিস্ফোরক পোস্ট। কি এমন হলো? কেন এত ক্ষেপলেন? কার ওপর ক্ষেপলেন পরীমনি? অনুরাগীদের মনে যে এমন প্রশ্ন বেড়েই চলেছে। পোস্ট দেখে কানাঘুষা শুরু হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।

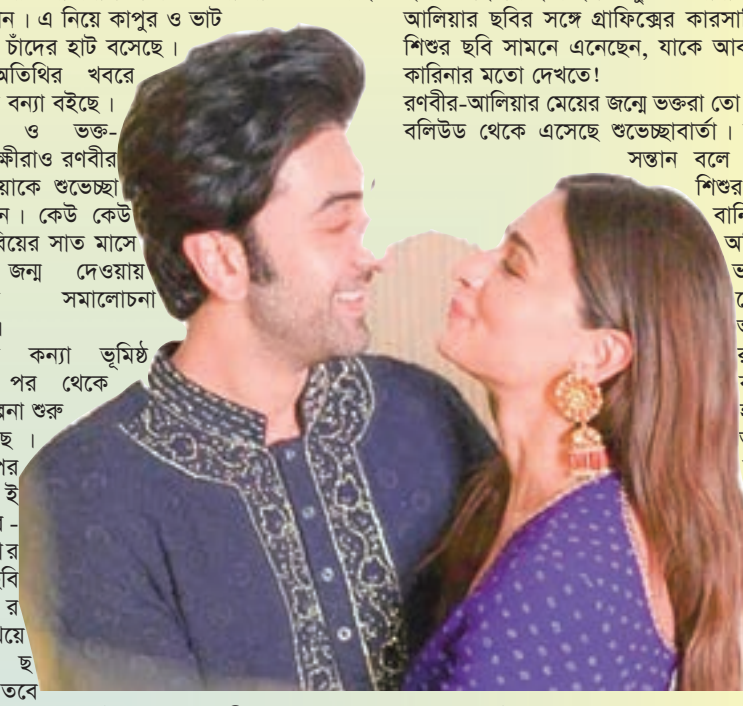
বুধবার দিবাগত রাত ৩টায় নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দিয়েছেন একটি পোস্ট। সেখানে তিনি পরাণ ও দামাল সিনেমার কলাকুশলীদের ওপর ক্ষেপে গেলেন। সেই ফেসবুক পোস্টে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা রায়হান রাফিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'রায়হান রাফি সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে দালালিটাও ভালো করেন দেখি!

এ সময় তিনি পরাণ ও দামালের নায়িকা বিদ্যা সিনহা সাহা মিমকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'নিজের জামাইকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল'। একই পোস্টে নিজের স্বামী বর্তমানে ঢালিউডের অন্যতম সুপারস্টার শরিফুল ইসলাম রাজকে লক্ষ্য করেও তীর ছুড়েছেন। তিনি রাজকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'এটি এতদূর গড়াতে দেওয়া উচিত হয়নি'।

কেন এ ফেসবুক পোস্ট– তার উত্তর এখনো জানা যায়নি। তবে কি বিদ্যা সিনহা সাহা মিম ও শরিফুল ইসলাম রাজের প্রেমের সম্পর্কের গুঞ্জন সত্যি হলো? শুরু থেকেই বিদ্যা সিনহা সাহা মিম আর নিজের স্বামী শরিফুল ইসলাম রাজকে নিয়ে সন্দেহ করে আসছিলেন। তবে কি সত্যি হতে চলেছে পরীর সন্দেহ?

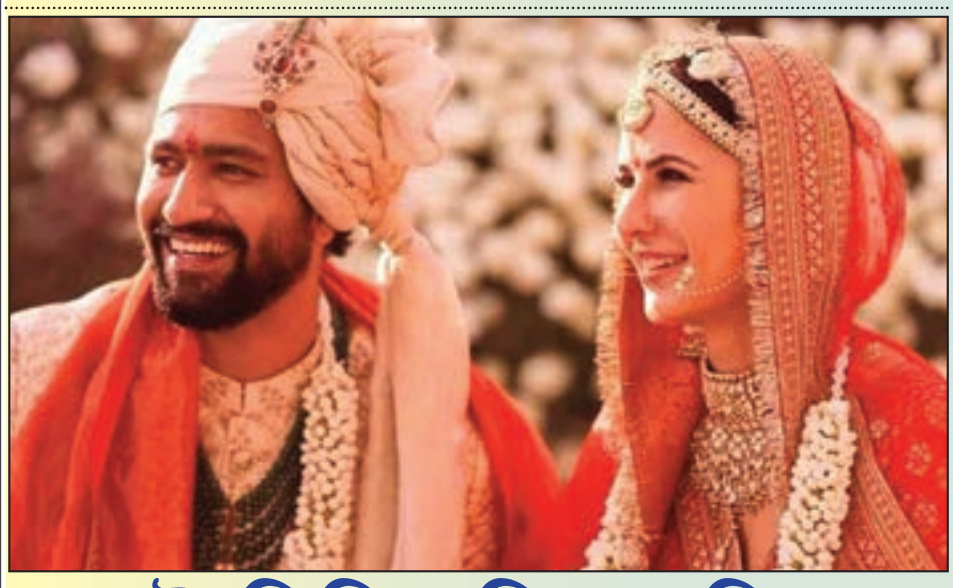
রণবীর-আলিয়ার মেয়ে দেখতে কারিনার মতো!

বিনোদন ডেস্ক: প্রায় বছরজুড়ে বলিউডে সবচেয়ে চর্চিত কাপল রণবীর-আলিয়া। তাদের ঘর আলো করে এসেছে কন্যাসন্তান। এ নিয়ে কাপুর ও ভাট পরিবারে চাঁদের হাট বসেছে। নতুন অতিথির খবরে আনন্দের বন্যা বইছে। সহকর্মী ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরাও রণবীর ও আলিয়াকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বিয়ের সাত মাসে সন্তান জন্ম দেওয়ায় আলিয়ার সমালোচনা করছেন।



আলিয়ার কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। জন্মের পর থেকেই রণবীর-আলিয়ার কন্যার ছবি দেখার জন্য মুখিয়ে আছে ভক্তরা। তবে কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীলতা দেখানোও শুরু করে দিয়েছেন। একাধিক ফ্যান পেজে আলিয়ার পুরনো ছবি ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি ছোট বাচ্চাকে আদর করছেন। একইসঙ্গে বাচ্চার সঙ্গে রণবীরের ছবিও ভাইরাল হয়েছে। কিছু ভক্ত আবার রণবীর আর আলিয়ার ছবির সঙ্গে গ্রাফিক্সের কারসাজিতে একটা শিশুর ছবি সামনে এনেছেন, যাকে আবার অনেকটা কারিনার মতো দেখতে!

রণবীর-আলিয়ার মেয়ের জন্মে ভক্তরা তো বটেই, গোটা বলিউড থেকে এসেছে শুভেচ্ছাবার্তা। তবে তাদের সন্তান বলে অন্য একটি শিশুর ছবি বানিয়েছে কিছু অতি উৎসাহী ভক্ত। সেটি বানাতে আলিয়া আর রণবীরের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাপের মাধ্যমে। তবে ওই বাচ্চাটির ছবি দেখতে নাকি অনেকটা কারিনার মতো, এমনটাই বলছেন নেটিজেনরা। তবে বাস্তবতা হলো, এখনও কন্যার ছবি প্রকাশ করেননি রণবীর-আলিয়া দম্পতি।



ক্যাট-ভিকির বিয়ের দিনের ঝগড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এলো!

বিনোদন ডেস্ক: ক্যাটরিনা-ভিকির বিয়ের দিন নাকি ক্যাটরিনার বোনদের এবং ভিকির বন্ধুদের মধ্যে দারুন ঝগড়া লেগেছিল। কিন্তু কেন? কী জানালেন অভিনেত্রী? সম্প্রতি অভিনেত্রী তার বিয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান, বিয়ের দিন কেমন ঝগড়া লেগেছিল। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের। কপিল শর্মা শোতে এসেছিলেন অভিনেত্রী তার ছবি ফোন ভূতের প্রচারে, সেখানে এসেই তিনি তার বিয়ের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এই অজানা তথ্য জানান দর্শকদের জন্য। কপিল শর্মা শোতে ক্যাটরিনার সঙ্গে ঈশান খট্টর এবং সিদ্ধান্ত চতুরবেদি উপস্থিত ছিলেন।এই শোতে এসে ক্যাটরিনা জানান তার বিয়ের দিন কীভাবে তার বোনদের সঙ্গে ভিকি কৌশলের বন্ধুদের ঝগড়া লেগেছিল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় ক্যাটরিনা এবং ভিকির বিয়ে হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে কেবল তাদের পরিবার, আত্মীয় এবং ঘনিষ্ট বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী মাসে বলিউডের এই জুটি কাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালন করবেন। কপিল শর্মা শোতে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ক্যাটরিনার মুখে শোনা যায়, তাদের বিয়ের জুতো লুকানো নিয়মের গল্প। অভিনেত্রী জানান,আমি আচমকা পিছন দিক থেকে খুব চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পাই। আমি পিছন ফিরে দেখি আমার বোনেরা এবং ভিকির বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে আর জুতো ধরে টানাটানি করছে। যখন অভিনেত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয় এই যুদ্ধে কে জিতেছিল, অভিনেত্রী জানান, 'জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। আমি তো বিয়ে করতে ব্যস্ত ছিলাম।'বিয়ের আগে ক্যাটরিনা এবং ভিকি প্রায় দুবছর গোপনে প্রেম করেছেন।তিনি জানান ভিকিকে তিনি প্রথম ২০১৮ সালে মনমার্জিয়া ছবির প্রোমোতে দেখেন। ক্যাটরিনার একাধিক ছবি মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।এর মধ্যে তালিকায় আছে টাইগার ৩, মেরি ক্রিসমাস, জি লে জারা, ইত্যাদি। অন্যদিকে ভিকি কৌশলকে দেখা যেতে চলেছে, গোবিন্দ নাম মেরা, শ্যাম বাহাদুর ছবিতে।

নিউইয়র্কে ৪টি বাড়ির মালিক মারুফ

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেতা কাজী মারুফ দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকেন স্ত্রী ও সন্তান। বুধবার (৯ নভেম্বর) মারুফ জানালেন, এখন নিউইয়র্কে তাঁর মালিকানাধীন চারটি বাড়ি আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বাড়িগুলোর ছবিও প্রকাশ করেন।

ক্যাপশনে লেখেন, 'আলহামদুলিল্লাহ চারটি বাড়ি নিউইয়র্কে। বিশেষ দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের টাকায় বাড়ি কিনিনি। এখানে কষ্ট করে বাড়ি কিনেছি। আমি সব সময় দেশে রেমিট্যান্স পাঠাই। দেশে কিছুই নেই আমার যে দেশ থেকে টাকা নিয়ে আসব।'

মারুফ জানালেন, দেশের প্রতি তাঁর টান এখনো সমান। ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে কথা হলে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমারও বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছা করে। মাথার ওপর দিয়ে বিমান উড়ে যেতে দেখলে দেশে ফিরতে মন চায়। কিন্তু পারি না। এই কিন্তুর বেশ কিছু কারণ আছে।'



রণবীর-আলিয়ার মেয়ে হওয়ায় কঙ্গনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা

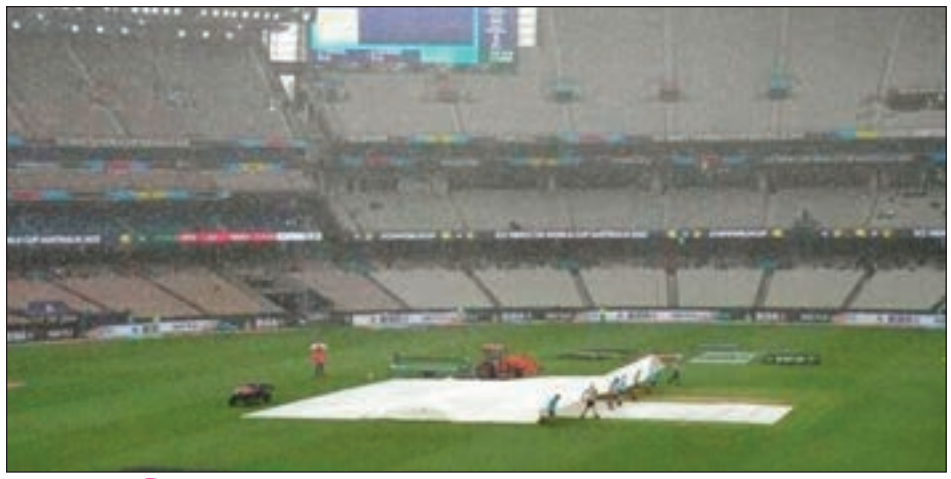
বিনোদন ডেস্ক: প্রায় বছরজুড়ে বলিউডে সবচেয়ে চর্চিত কাপল রণবীর-আলিয়া। তাদের ঘর আলো করে এসেছে কন্যাসন্তান। এ নিয়ে কাপুর ও ভাট পরিবারে চাঁদের হাট। নতুন অতিথির খবরে আনন্দের বন্যা বইছে। সহকর্মী ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরাও রণবীর ও আলিয়াকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বিয়ের সাত মাসে সন্তান জন্ম দেওয়ায় আলিয়ার সমালোচনা করছেন। আলিয়া-রণবীরের সন্তান হওয়ার খবরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কঙ্গনা রানাউতও। যেটি নিয়ে নেটিজেনদের চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগে জুন মাসে যখন 'ব্রহ্মাস্ত্র' মুক্তির ঠিক আগে দিয়ে সন্তান হওয়ার কথা ঘোষণা



করেছিলেন রণবীর ও আলিয়া। তখন সেটিকে 'চজ ঊীবৎপরংব' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন বলিউড স্টার কঙ্গনা। আর তা ছাড়া করণ জোহরের প্রিয় হওয়ায় আলিয়াকে নিয়ে নানা কথা বলেন তিনি।

এবার কন্যাসন্তান নিয়ে যদিও কিছু বললেন না সেভাবে। বরং কিছুটা নিঃশব্দেই করলেন ভালোলাগা জাহির। মেয়ে হওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে একটা যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন রণবীর আর আলিয়া। আর এই পোস্টে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেও একটা লাইক দিয়েছেন কঙ্গনা, যা নিয়ে মেতেছেন অনুরাগীরা।

একজন রিএডিট করে লিখেছেন, 'ভালো খবরকে প্রশংসা করা সবসময়ই ভালো, তা যত সমস্যাই থাকুক না কেন। আর তা যদি শিশুর জন্ম হয় বিশেষ করে।' অন্যজন লিখলেন, 'আশা করি ও এ রকমই থাকবে। খুব গুণী মেয়ে ও। শুধু বেকার বিতর্কে জড়িয়ে নিজের নাম খারাপ করে।' একজন আবার মজা করে লিখলেন, 'কাঙ্গু (কঙ্গনা রানাউত) সত্যিই খুব জটিল মানুষ।'



বৃষ্টির কারণে ফাইনাল নিয়ে অনিশ্চয়তা!

ঢাকা: রোববার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অষ্টম আসরের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। দল দুটি দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপার দুয়ারে।

ফাইনাল ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগেই দুঃসংবাদ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া অধিদপ্তর। রোববার সন্ধ্যায় মেলবোর্নে বৃষ্টির সম্ভাবনা শতকরা ৯৫ ভাগ। ৮ থেকে ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দফতর পরবর্তী সাতদিনের যে পূর্ভাবাস দিয়েছে, তাতে দেখা গেছে, বৃহস্পতিবারের আগে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির হবে বলে পূর্ভাবাসে বলা হয়েছে। তবে সেটা ৩০ শতাংশ।

এমন পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে শঙ্কিত আইসিসি।

ফাইনালের জন্য বিকল্প দিন হিসেবে সোমবার রাখা হয়েছে। রোববার যদি বৃষ্টির জন্য ফাইনাল না হয়, তবে খেলা হবে সোমবার। সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য আগেই অতিরিক্ত দিন হাতে রেখেছিল আইসিসি।

আবার রোববার যদি কিছুটাও খেলা হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সোমবার বাকি খেলা হবে। ফলাফলের জন্য অন্তত ১০ ওভার করে খেলতেই হবে দু'দলকে।

তবে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবারেও ভারী বৃষ্টি হবে। ফলে, রোববার এবং পরের দিনও ফাইনাল ম্যাচ করা বেশ কঠিন।

তবে যদি সোমবারও বৃষ্টির কারণে খেলা মাঠে না গাড়ায় তখন যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে পাকিস্তান-ইংল্যান্ডকে। সে ক্ষেত্রে উভয় দল শিরোপা ভাগাভাগি করে নেবে।



২৯ বছর আগের রেকর্ড ভাঙল তৌফিক

ঢাকা: জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতারের দ্বিতীয় দিনে ১০ বছর বালক বিভাগে ২৯ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বিকেএসপির তৌফিক। ৩৯.৪০ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে সে।

এর আগে ১৯৯৩ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আশরাফ আলী ৪০.১৭ সেকেন্ডে রেকর্ড গড়েছিল।

শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে শনিবার ৩৫টি ইভেন্টের মধ্যে তিনটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে।

১৩-১৪ বছর বালক বিভাগের ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে বিকেএসপির ইমরান হাসান ২৬.৮৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে। এর আগে ২০১১ সালে বিকেএসপির টিটু মিয়া ২৬.৯৮ সেকেন্ড সময় নিয়েছিল।

১৫-১৭ বছর বালক বিভাগে বিকেএসপির তোফায়েল ২৫.৪৯ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড গড়ে। সে ভেঙে দেয় ২০১২ সালে একই সংস্থার আরিফুল ইসলামের গড়া ২৫.৬১ সেকেন্ডের রেকর্ডটি।

দ্বিতীয় দিন শেষে বিকেএসপি ৫৪টি স্বর্ণ, ৪৪টি রুপা, ২৪ টি ব্রোঞ্জ পেয়ে পদক তালিকা শীর্ষে রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হলেই ১৬ কোটি!



ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অষ্টম আসরের ফাইনাল রোববার। মেলবোর্নে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এই ম্যাচে যারা জিতবে তাদের কোটি কোটি টাকা পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ থাকবে।

টুর্নামেন্টের ফাইনালে যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে ১৬ লাখ ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬ কোটি ২৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। আর রানার্সআপ দল পাবে ৮ লাখ ডলার বা ৮ কোটি ১৩ লাখ ৪২ হাজার টাকা।

বিশ্বকাপের এবারের আসরের মোট প্রাইজমানি ৫৬ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৬ কোটি ৯৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।

আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেবেন শোয়েব-সানিয়া?

(ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০২)

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক ও ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন চলছে।

যদিও তারকা দম্পতির কেউ-ই এখনো এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে পাকিস্তানি মিডিয়া জিও টিভি জানিয়েছে, দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটাও যে কোনো সময় তারা দিয়ে দেবেন।



সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সানিয়া ও শোয়েব টেলিভিশনের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এ পরিস্থিতিতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করলে আইনি সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে তাদের। এ কারণেই তারা এখনই কিছু জানাচ্ছেন না। আইনি সমস্যা মিটলে তার পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন তারা।

দুই পরিবারের ঘনিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় মিডিয়া জানাচ্ছে, সানিয়া-শোয়েব একসঙ্গে থাকছেন না। তাদের একমাত্র সন্তান ইজহান মির্জা মালিককে যদিও তারা একসঙ্গেই দেখাশোনা করছেন। শোয়েবের অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে গুঞ্জন।

সে কারণেই ১২ বছরের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই গুঞ্জন আরও বেড়েছিল নেটমাধ্যমে সানিয়ার কিছু পোস্টের পর।

ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরিতে সানিয়া লিখেছিলেন, ভাঙা হৃদয় কোথায় যায়? প্রভুকে খুঁজতে।

ভারতের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা ছেলের সঙ্গে একটি ছবিও পোস্ট করেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ইজহান তাকে চুমু খাচ্ছে। সেই সঙ্গে সানিয়া লিখেছিলেন, যে মুহূর্তগুলো কঠিন সময় পার করে দেয়।

এর পর প্রকাশ্যে আসে শোয়েব মালিকের একটি ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক পোস্ট। ছেলে ইজহানের জন্মদিনে এই পোস্ট করেছিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার। সেখানে লেখা ছিল– আমরা সবসময় একসঙ্গে থাকতে পারি না। প্রতিদিন আমাদের দেখাও হয় না। কিন্তু বাবা প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার মিষ্টি হাসির কথা মনে করে।



Chittagong University Alumni Association North America Inc.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক

NYS REG. NO. 488263

Estd. 1993

গৌরবের... ২৯ বছর

এলামনাই নাইট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২২

November. 19, 2022
Saturday @ 4:00 pm

Laguardia Plaza Hotel
10404 Ditmars Blvd.
East Elmhurst, NY 11369



ABU ZAFAR MAHMOOD
Convener & Inaugurator

CEO & President
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc
Tel: 646-769-0966
Email: netlake111@gmail.com

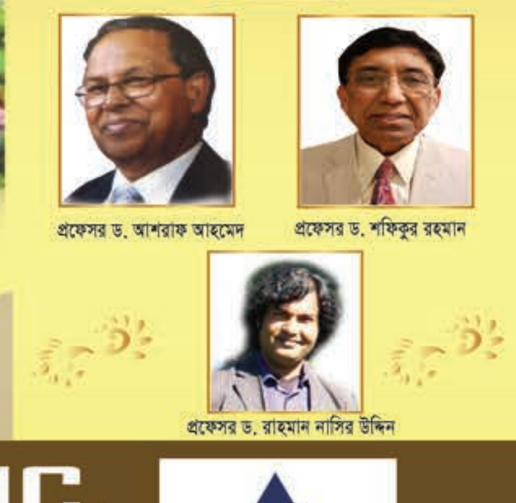
রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রসংগঠন সময়ের দাবী



আবু জাফর মাহমুদ
আহ্বায়ক
৬৪৬-৭৬৯-০৯৬৬

জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স
প্রধান সমন্বয়কারী
৯২৯-৫১৩-৩২৪৬

আবদুল আউয়াল শামীম
সদস্য সচিব
৬৪৬-২৩৮-৬৯২২



Abu Zafar Mahmood was the
First Chief Election Commissioner
& Presided the Founding Meeting in 1993
at Moyur Restaurant, Church Ave, Brooklyn,
of Chittagong University
Alumni Association North America Inc.

প্রধান অতিথি



প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান মিয়া

প্রধান আলোচক



প্রফেসর ড.এ এফ ইমাম আলী

বিশেষ অতিথি

প্রফেসর ড. আশরাফ আহমেদ

প্রফেসর ড. শফিকুর রহমান

প্রফেসর ড. রাহমান নাসির উদ্দিন



মাহমুদ আহমেদ
সভাপতি
৯২৯-৩৩১-৪২২৬



এস.এম. ইকবাল ফারুক
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-২৬১-২১৬১

BANGLA CDPAP

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

We Have The Best MLTC in The City

banglacdpap.com | alegracare.com | 888-212-3237 (Toll Free)

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

বরষাতি
জাহাঙ্গীর ফিরোজ

আজ সকালে বৃষ্টি ছিল
মন ছিল খুব ফাঁকা
জানালা খুলে দেখতে পেলাম
একটি শালিক একা ।

দুলছে মাথা গাছের পাতা
হাওয়ার গানে
বৃষ্টি জানে বৃষ্টি জানে
মিষ্টি আলো মেঘে ভিতর
একটি নদী উদোম গতর
নিরিবিলি নাহায় একা
রং-তুলিতে হুল আঁকা ।

এই সুখে এক পাগলা হাওয়া
দেখতে পেলাম তাহার যাওয়া
চুল ওয়ানো দৃশ্য প্রাতে
বরষাতি তার ছিল হাতে
সে-ও একা;
আজ সকালে আমার দেখা ।

হরফের ঢেউ
আতাউর রহমান মিলাদ

[কবি দিলওয়ার শ্রদ্ধাস্পদেষু স্মরণে]

হারিয়ে যাওয়া চশমার খোঁজে বেরিয়েছি পথে
মফস্বলী রোদ; মন হারানোর গোপন দুঃখ,
দেখার রহস্য ভেদ করে খোঁয়া গেছে চোখের দৃষ্টি
অন্ধ মানুষ, কী করে নির্ণয় করি পাতার অসুখ!

কারো কারো চোখ সহজে আটকে রাখে সারা পৃথিবী
তাদের আঙিনা আলোর হাট, সরল বিশ্বাস,
আত্মপরিচয়ের স্বচ্ছ আয়নায় মানুষের মুখ

পাঠ করে হরফ নদীতে রাত্রির দীর্ঘশ্বাস ।
লোকালয়ে ভাসমান মেঘ
পালকের অভিমানী শোক,
বাসনার সূর্য উঠা ভোরের দিকে
তাকিয়ে আছে অসংখ্য চোখ ।

তাকাও একবার তুমি
দুখু বাঙাল

যে দৃষ্টিতে তাকালে অঝরে মন্ত্রবাণী ঢেলে দেয় নিস্ফলা আকাশ
সে দৃষ্টিতে তাকাও একবার
যে দৃষ্টিতে তাকালে রাত সেও বনে যায় রমণীয় চুলের বিস্তার
সে দৃষ্টিতে তাকাও একবার
যে দৃষ্টিতে তাকালে পাখির ঝাঁকের মতো স্বপ্নেরা বাড়ি ফিরে আসে
সে দৃষ্টিতে তাকাও একবার ।

বাগানের ফুল নয়, আত্মার গহন থেকে রং তুলে দাও
মস্তকপ্রসূত প্রেম নয়, অকৃপণ রোদ হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও
তাকাতেই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে সতীদাহে ঝাঁপ দেওয়ার মতো
তাকাও একবার তুমি, সেই দৃষ্টিতে তাকাও একবার ।

আমরা বড়ো অদ্ভুত প্রাণী
হাবিব ফয়েজি

আমরা
বাড়ি কিংবা রাস্তার পাশের গাছগুলো কেটে ফেলি
কতো অনায়াসে উজাড় করে ফেলি বনবাদাড়
বাইরের প্রাকৃতিক সবুজকে ধ্বংস করে
কৃত্রিম রঙে ঘরবাড়ি রঙিন করি

আমরাই আবার অনেক দাম দিয়ে বনসাই কিনে আনি
আমরা গাছগাছালির ভাষা বুঝি না, হয়তো বোঝতেও চাই না
শুনি না তাদের কান্না কিংবা অসহায়ত্বের আহাজারি

আমাদের এখন ছায়া কিংবা মায়া কোনটারই প্রয়োজন হয় না
আসলে ছায়ায় বসে জিরোনোর সময় কোথায়?
আমাদের তো তপ্ত দুপুর কাটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে

ক্লান্ত পথিক কিংবা নিত্যশ্রমিকদের নিয়ে ভাবার ফুরসত নেই
আমরা দিন দিন কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ত হয়ে উঠছি

আর যারা মাঠে ময়দানে কাজ করে তাদেরকে হয়তো
মানুষ ভাবি না, মনে করি রোজকামলা
অথচ এদের জন্যই আমাদের মুখে খাবার ওঠে
আর আমরা উদরপূর্তির তৃপ্তিতে সুখের ঢেকুর তুলি

আসলেই এ জগতে আমরা বড়ো অকৃতজ্ঞ অদ্ভুত প্রাণী!

ফেরা
হাফিজ রশিদ খান

আজ ভিড়লাম পিতৃপুরুষের স্মৃতির বন্দরে
কোরাল মৎস্যের গন্ধমাখা নাবিক শরীর

পেছনে ফেনিল সমুদ্দুর ফোঁসে
ক্ষুধিত লহর তুলে

তবু আমি ঘরে যাচ্ছি

গাঙফড়িঙের দল পা যুগল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
গুঞ্জনের সেতার বাজিয়ে চলে একটানা
ঘুরে-ঘুরে

অথচ আমার আজ ঘরে ফেরার নির্দিষ্ট দিন...

একতারায় সাধা গান
পারভীন শাহনাজ

তুই দেখে নিস ঠিক একদিন আবার ফিরবো তোর শহরে,
হেঁটে যাবো তিলোত্তমা নগরী পিছনে ফেলে
গঙ্গার ধার ঘেঁষে সীমান্তের কোন নিভৃত পল্লিতে
আলো জ্বালতে,
কচিকচি মুখ আর অপুষ্ট শীর্ণকায় ওই হাতগুলোই
একদিন মুষ্টিবদ্ধ হবে, উপড়ে ফেলবে কাঁটাতার
সোচ্চার হবে হিসেব মেলাতে সব অন্যায় আর
ফিরে পেতে মানবিক অধিকার
সেদিনের সেই মিছিলে তোকেও চাইবো আমি,
যেদিন পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা, যমুনা মিলেমিশে হবে একাকার
খোয়াই অথবা চন্দনার জলে অনেক অনেক রঙিন কাগজের
নৌকা ভাসাবো
তুই থাকবি তো, সেই আনন্দযজ্ঞে আমার পাশে?

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের মতবিনিময়

ছবি: নিহার সিদ্দিকী





















নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের মতবিনিময়

ছবি: নিহার সিদ্দিকী















LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।

Rafi : 917-432-7458



টক শোর দুর্ভিক্ষ ও বাস্তবের দুর্ভিক্ষ

আবদুল মান্নান

বাংলাদেশে টেলিভিশনের টক শো বেশ জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। কখনো বিনোদনমূলক আবার কখনো বা বেশ বিরক্তিকর। আর এটি ধরে নেওয়া যায় এসব শোর আলোচকরা যখন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন, তাঁরা সব সময় একই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কথা বলেন। কয়েক দিন আগে একটি জনপ্রিয় টক শোর বিষয় ছিল ২০১৩-২০১৫ সালের জামায়াত-বিএনপির আগুনসন্ত্রাস।

অনুষ্ঠানে যিনি বিএনপির মুখপাত্র ছিলেন, তিনি এই সেদিনের ঘটনা বেমালুম চেপে গেলেন। শুধু বলতে বাকি রেখেছেন কই এমন কোনো কিছু তো এই দেশে হয়নি। এই ভদ্রলোক একসময় ছাত্রলীগের একজন ডাকসাইটে নেতা ছিলেন। এখন বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র।

যেহেতু আমি নিজেও মাঝেমধ্যে এমন কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি, সেই কারণে এ নিয়ে দু-একটি কথা বলতে পারি। বর্তমান সময় বিএনপি নামের দলটি রাজপথে বেশ সরব। পারলে কালই তারা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। অবশ্য বিএনপির এক শীর্ষ নেতা তো বলেই দিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে দেশ চালাবেন খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান। অবশ্য তা কিভাবে হবে তা তাঁরা এখনো পরিষ্কার করেননি। অপেক্ষা করতে হবে। একজন সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা, বর্তমানে একটি ওয়ানম্যান পার্টির সভাপতি, তিনি প্রতিদিন টোকা দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। রাজনীতিকে তিনি ক্যারম খেলার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

আমি টক শোর পোস্টমর্টেম করতে বসিনি। তবে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি। কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের এক দলীয় সভায় নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ যদি টক শোতে অংশগ্রহণ করেন, তিনি যেন একটু লেখাপড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে যান। আজকাল মানুষ অনেক বেশি সচেতন। যুগটা তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বোঝা যায়, প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনো টক শো বা টিভির আলোচনা অনুষ্ঠান দেখেন এবং এটাও জানতে পারেন, তাঁর সরকার বা দলের হয়ে যাঁরা কথা বলতে যান, তাঁরা সবাই সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে যান না। বর্তমান সময়ে এসব টক শো বা আলোচনাসভায় সরকারকে ঘায়েল করার যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিরোধী পক্ষ চেষ্টা করে, তার অন্যতম হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের ঘাটতি আর ২০২৩ সাল নাগাদ দেশে খাদ্যঘাটতি বা দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর আগাম সতর্কবার্তা। প্রসঙ্গে টেনে এনে বিরোধী শিবিরের পণ্ডিতজনরা বলেন, দেশ নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন দুর্ভিক্ষের কথা বলেন? প্রধানমন্ত্রী তো এ কথা নিজ থেকে আবিষ্কার করেননি। এই আগাম বার্তাটি এসেছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা আর ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার সংস্থা (ফাউ) থেকে। তারাই আগাম বার্তা দিয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। ২০২৩ সালে নানা কারণে বিশ্বে শুধু অর্থনৈতিক মন্দাই দেখা দেবে না, বিভিন্ন দেশে খাদ্যঘাটতিসহ নানা সমস্যা দেখা দেবে, যা মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলবে। যেসব দেশে খাদ্যঘাটতি দুর্ভিক্ষে রূপ নিতে পারে, এসব সংস্থা এরই মধ্যে তার একটা সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করেছে, যার বেশির ভাগই আফ্রিকার দেশ। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।



খাদ্যঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ এক কথা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই বঙ্গে দুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। প্রথমটা পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৯-১৭৭০ সময়কালে। তখন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বঙ্গে দ্বৈত শাসন চালু হলো। একদিকে কিছু এলাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি আর অন্যদিকে মীরজাফরের শাসন। বঙ্গে দেখা দিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর গুটিবসন্তের মহামারি। সেদিকে নজর দেওয়ার কারো গরজ নেই। তখন উভয় পক্ষ মসনদ দখলে রাখতে ব্যস্ত। অন্যদিকে মানুষ না খেয়ে মরছে। ঐতিহাসিকদের হিসাব মতে, সেই দুর্ভিক্ষে তিন কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তখন বঙ্গের সীমানা বিস্তৃত ছিল বিহার ও ওড়িশার কিছু অংশে।

বঙ্গের দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটি হয় ১৯৪৩ সালে, তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে পর্যাপ্ত। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হুকুম দিলেন এই খাদ্যশস্য বাংলার মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে না, তা যাবে ইউরোপে বা অন্যান্য দেশে, যেখানে ইংরেজ বাহিনী হিটলার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। না খেয়ে মারা গেল ৩০ লাখ বঙ্গসন্তান। দায় সম্পূর্ণভাবে চার্চিলের। তাঁকে বলা হয় একজন নীরব ঘাতক।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশে দেশে বিভিন্ন সময় দুর্ভিক্ষ বা ভয়াবহ খাদ্যঘাটতি হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাদ যায়নি। ১৯৩০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। বেকার হয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষ। অন্যদিকে যেসব অঙ্গরাজ্যে ভালো ফসল ফলত, সেগুলোতে পর পর কয়েক বছর দেখা দেয় অনাবৃষ্টি। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শুরু হয় মারাত্মক খাদ্যঘাটতি আর দুর্ভিক্ষ। মানুষের হাতে টাকাও নেই, বাজারে খাদ্যও নেই। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় লঙ্গরখানা। অনেক বাড়ির সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় 'এই বাড়ির চারজন বাচ্চা বিক্রি হবে।' শুধু প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যঘাটতি বা দুর্ভিক্ষ হয় তা কিন্তু নয়। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেও দুর্ভিক্ষ হয়, যেমনটি এই মুহূর্তে হচ্ছে আফ্রিকার অনেক দেশে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে যে খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছিল তার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো দায়ী ছিলই, সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের মানবতাবিরোধীভাবে বাংলাদেশকে নানাভাবে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা। কারণ বাংলাদেশ তাদের অতি প্রিয় পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়েছিল। দেশে যখন পর পর তিনটি ফসল বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেল তখন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েক হাজার টন চাল আর গম সাহায্য পেয়েছিল। সেই খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ার আগে নিক্সন প্রশাসনের নির্দেশে আবার ফিরে যায়। নিক্সন প্রশাসন খাদ্যকে বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এই মুহূর্তে ব্রিটেনে খাদ্যঘাটতি ও লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিক্ষোভ হচ্ছে। সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে আছে সেই দেশের শিশুরা। সম্প্রতি (১৮ সেপ্টেম্বর) সে দেশের গার্ডিয়ান পত্রিকা খবর দিয়েছে ব্রিটেনের লাখ মানুষ এক বেলা না খেয়ে থাকছে, আর সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় পড়েছে শিশুরা। অর্থ খরচ করলেও তাদের খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক মাস আগে শিশুখাদ্য জোগান প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে নিউ ইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো ইউরোপে। জ্বালানি সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে ইউরোপের প্রায় সব শহরে সন্ধ্যার পর রাস্তার বাতি জ্বলে না। অনেক শহরে ট্রাফিক সিগন্যালের বাতিও বন্ধ। রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ গম সরবরাহ করে। যুদ্ধের কারণে তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। ইউরোপের ৪০ শতাংশ গ্যাস রাশিয়া থেকে আসে। এর মধ্যে জার্মানির মোট গ্যাসের চাহিদার ৮০ শতাংশ মেটায় রাশিয়া। রাশিয়া ইউরোপের সব ন্যাটোভুক্ত দেশে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বা কমিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে ইউরোপের সব দেশে এই শীতের সময় গরম পানি দিয়ে স্নান করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বাড়ির হিটিং অর্ধেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

টক শোর দুর্ভিক্ষ ও বাস্তবের দুর্ভিক্ষ

(৩০ পাতার পর)

শীতে ইউরোপে ঠাণ্ডার মাত্রা কোনো কোনো দেশে হিমাঙ্কের ১৫-২০ ডিগ্রি নিচে পর্যন্ত নেমে আসে। গত রবিবার থেকে ভিয়েতনামের প্রায় সব পেট্রল পাম্প বন্ধ হয়ে গেছে। সব ধরনের জ্বালানির মজুদ শেষ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপে নতুন করে মানুষ বেকার হচ্ছে, বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডই হয়ে উঠছে তাদের একমাত্র ভরসা।

এবার আসি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনায়। এই বঙ্গে বা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যঘাটতির ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবই ছিল মানবসৃষ্ট। আগামী দিনে বাংলাদেশেও হয়তো অন্যান্য দেশের মতো খাদ্যেও মূল্যস্ফীতি বাড়বে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কৃপায় দুর্ভিক্ষ হবে না। এবার আমন ফসলটা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে না পড়লে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি অনেক পাল্টে যাবে। এই মৌসুমে রেকর্ড ১৩ লাখ টন ধান উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, এ বছর দেশে ১.৬৩ কোটি টন ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, যদি প্রকৃতি একটু সদয় থাকে।

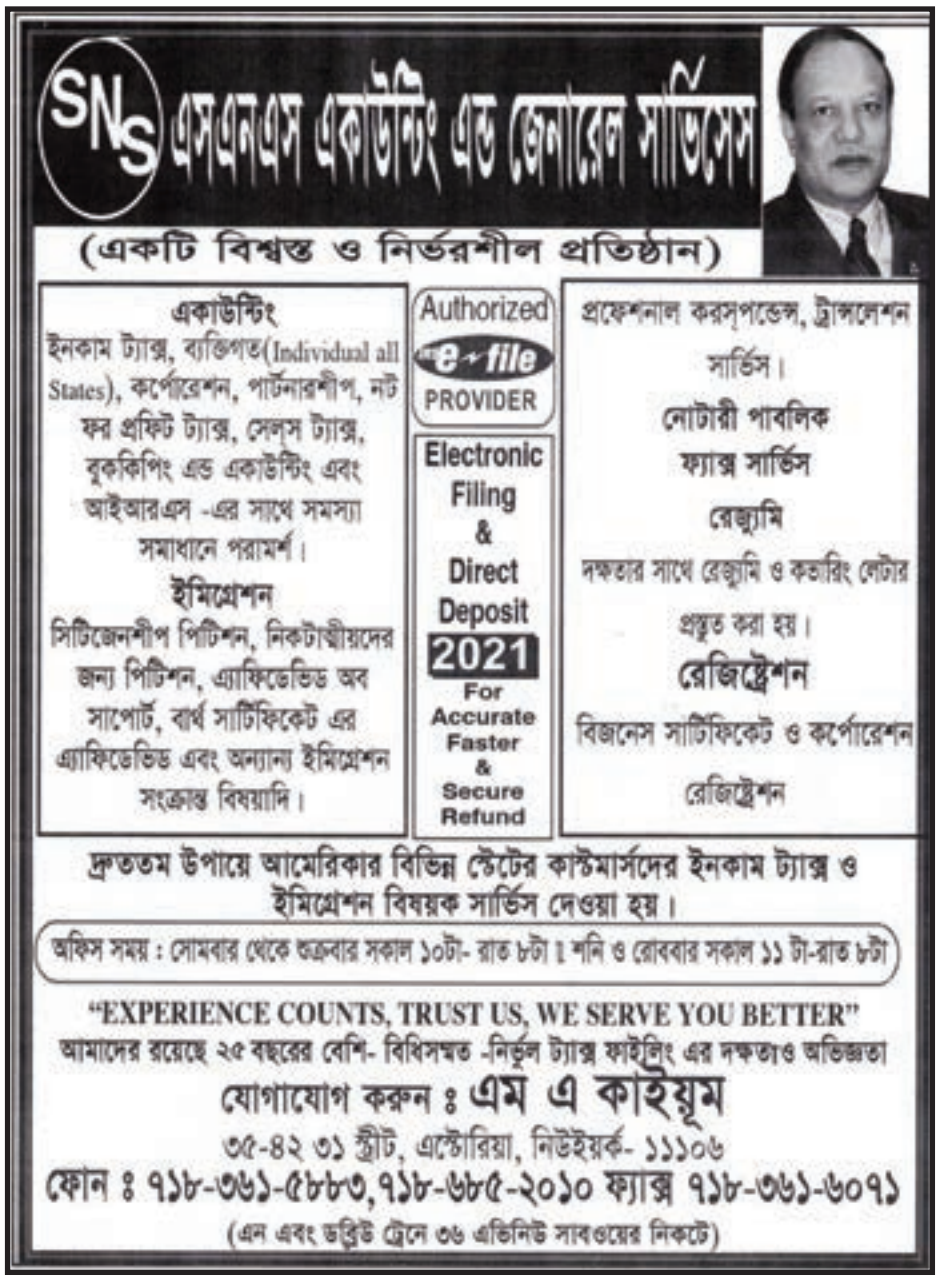
প্রধানমন্ত্রী শুধু জনগণকে আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছেন। এটি তাঁর দায়িত্ব। বাংলাদেশের মৌলিক খাদ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বা তার বেশি দেশে উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদনব্যবস্থাকে সব ধরনের সহায়তা দিতে হবে। দরকার হলে অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যের ওপর শুল্ক বা কর বাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। সরবরাহব্যবস্থা সহজ করা ছাড়াও অসাধু ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে। টিসিবির নেটওয়ার্ক আরো কয়েক গুণ বাড়ানো দরকার। প্রয়োজনে রেশন ব্যবস্থা চালু হোক। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সব সরকারি কর্মকর্তার সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে যখন ৪৫০ টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিই তখন বঙ্গবন্ধুর বদান্যতায় সব শিক্ষক, কর্মকর্তাকে ১৫ দিন অন্তর দুই সের গম আর আধা সের চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন তো তাঁরই কন্যা সরকারপ্রধান। পিতা সেই কঠিন সময় পার করতে পারলে কন্যাও পারবেন। শুধু অদক্ষ আমলাতন্ত্র থেকে সাবধান থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যদি বাসে চড়ে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন, সব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা কেন নয়?

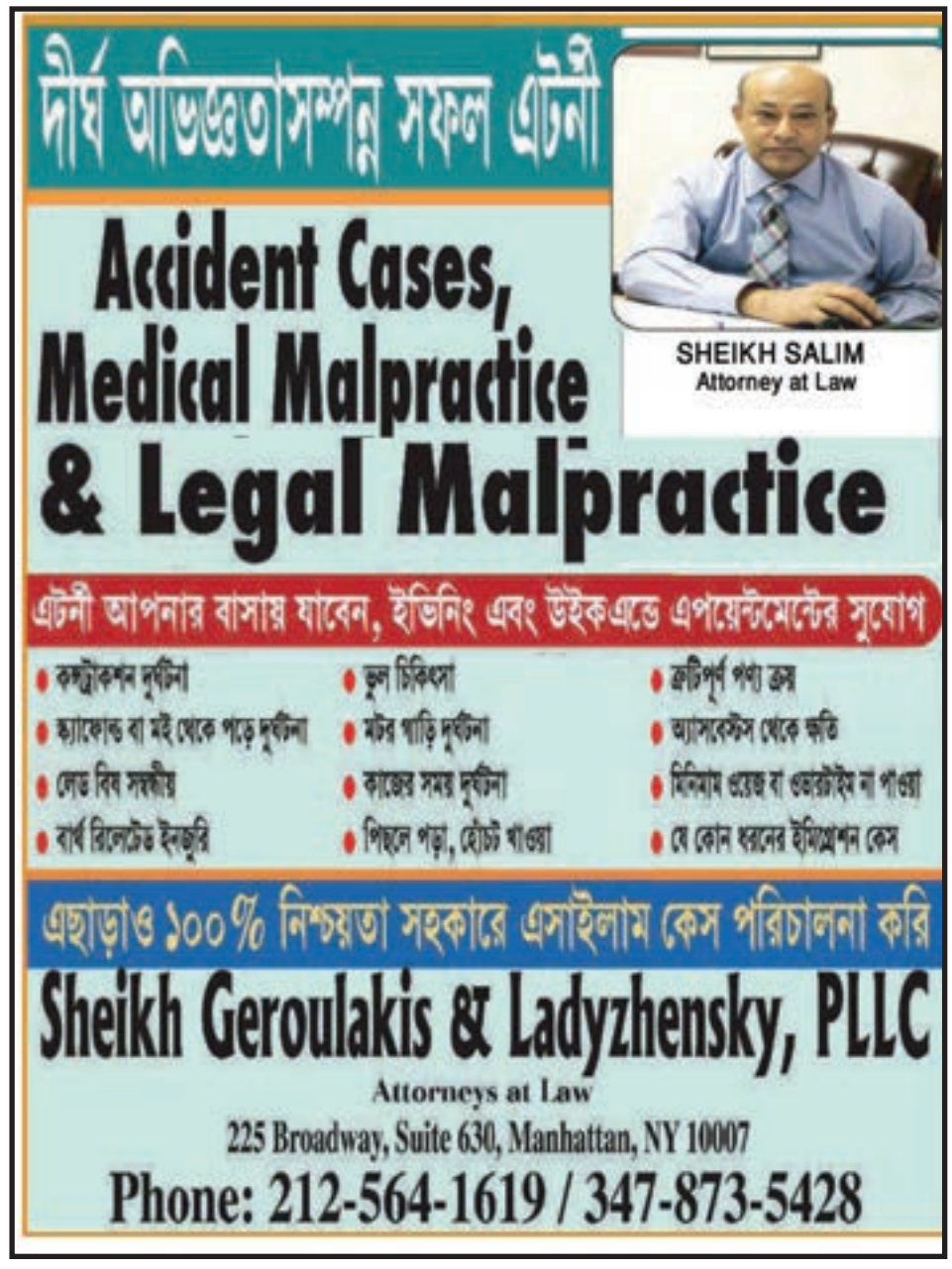
টিভির সরকারবিরোধী আলোচকরা প্রায় বলে থাকেন দেশের সরকারের ওপর আস্থা নেই বলে বিদেশ থেকে টাকা আসা কমে গেছে। আসল কারণ হচ্ছে, বিদেশে যাঁরা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠান তাঁদের ব্যয়ও সেই সব দেশে বেড়ে গেছে। তাঁদের হাতে দেশে পাঠানোর অর্থের পরিমাণও কমে গেছে। তার ওপর আছে হুন্ডির দাপট, যা দুবাই, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া আর লন্ডনে অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। সহায়তা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভ্রান্তনীতি। প্রথমে বলা হলো ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠালে ডলারপ্রতি ৯৯ টাকা পাওয়া যাবে। হুন্ডিওয়ালারা জানিয়ে দিল তারা ১০৫ টাকা বা তার বেশি দেবে। অনেক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর টনক নড়ল বাংলাদেশ ব্যাংকের। এখন ১০৭ টাকা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও একজন আমলা। বিদেশে এসব অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত (ডলারে ৯৯ টাকা, সারচার্জ), এসব বিষয় নিয়ে সরকারবিরোধীরা তো রীতিমতো ঈদের আনন্দে প্রচার চালিয়েছে।

এক শ্রেণির গণমাধ্যমের ভূমিকা না বললেই নয়। কোনো কোনো বহুল প্রচারিত প্রিন্ট মিডিয়া পড়লে মনে হয়, বাংলাদেশে 'কেয়ামত নজদিক'। একটি পাঠকপ্রিয় অর্থনীতিবিষয়ক পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের শিরোনাম করল '২০ ব্যাংকের কাছে দায় মেটানোর ডলার নেই।' আর যায় কোথায়! যাঁরা শেখ হাসিনাকে কালই ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের খেলা শুরু হলো। 'শেখ হাসিনা ব্যাংকের সব ডলার খেয়ে ফেলেছে। টাকা ব্যাংকে থাকলে তা তুলে নিজের কাছে রাখুন।' প্যারিসে এক ব্যক্তি তো এই সংবাদকে রীতিমতো পোস্টার বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সব জায়গায় পেশাদারির আকাল। গণমাধ্যমও বাদ যাবে কেন!

সব শেষে বলি, যাঁরা সরকারের পক্ষে টিভিতে কথা বলতে যান তাঁরা একটু দেশ-বিদেশের খবর রাখুন। টিভির পর্দায় চেহারা দেখিয়ে 'মিউ মিউ' করলে লাভ অন্য পক্ষের।

লেখক : গবেষক ও বিশ্লেষক





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

দুর্নীতি রেখে পুঁজি পাচার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

টক শোর দুর্ভিক্ষ ও বাস্তবের দুর্ভিক্ষ

আবদুল মান্নান

বাংলাদেশে টেলিভিশনের টক শো বেশ জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। কখনো বিনোদনমূলক আবার কখনো বা বেশ বিরক্তিকর। আর এটি ধরে নেওয়া যায় এসব শোর আলোচকরা যখন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন, তাঁরা সব সময় একই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কথা বলেন। কয়েক দিন আগে একটি জনপ্রিয় টক শোর বিষয় ছিল ২০১৩-২০১৫ সালের জামায়াত-বিএনপির আগুনসন্ত্রাস।

অনুষ্ঠানে যিনি বিএনপির মুখপাত্র ছিলেন, তিনি এই সেদিনের ঘটনা বেমালুম চেপে গেলেন। শুধু বলতে বাকি রেখেছেন কই এমন কোনো কিছু তো এই দেশে হয়নি। এই ভদ্রলোক একসময় ছাত্রলীগের একজন ডাকসাইটে নেতা ছিলেন। এখন বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ-পাত্র।

যেহেতু আমি নিজেও মাঝেমধ্যে এমন কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি, সেই কারণে এ নিয়ে দু-একটি কথা বলতে পারি। বর্তমান সময় বিএনপি নামের দলটি রাজপথে বেশ সরব। পারলে কালই তারা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। অবশ্য বিএনপির এক শীর্ষ নেতা তো বলেই দিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে দেশ চালাবেন খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান। অবশ্য তা কিভাবে হবে তা তাঁরা এখনো পরিষ্কার করেননি। অপেক্ষা করতে হবে। একজন সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা, বর্তমানে একটি ওয়ানম্যান পার্টির সভাপতি, তিনি প্রতিদিন টোকা দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। রাজনীতিকে তিনি ক্যারম খেলার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

আমি টক শোর পোস্টমর্টেম করতে বসিনি। তবে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি। কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের এক দলীয় সভায় নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ যদি টক শোতে অংশগ্রহণ করেন, তিনি যেন একটু লেখাপড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে যান। আজকাল মানুষ অনেক বেশি সচেতন। যুগটা তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বোঝা যায়, প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনো টক শো বা টিভির আলোচনা অনুষ্ঠান দেখেন এবং এটাও জানতে পারেন, তাঁর সরকার বা দলের হয়ে যাঁরা কথা বলতে যান, তাঁরা সবাই সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে যান না। বর্তমান সময়ে এসব টক শো বা আলোচনাসভায় সরকারকে ঘায়েল করার যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিরোধী পক্ষ চেষ্টা করে, তার অন্যতম হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের ঘাটতি আর ২০২৩ সাল নাগাদ দেশে খাদ্যঘাটতি বা দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর আগাম সতর্কবার্তা। প্রসঙ্গে টেনে এনে বিরোধী শিবিরের পণ্ডিতজনরা বলেন, দেশ নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন দুর্ভিক্ষের কথা বলেন? প্রধানমন্ত্রী তো এ কথা নিজ থেকে আবিষ্কার করেননি। এই আগাম বার্তাটি এসেছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা আর ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার সংস্থা (ফাউ) থেকে। তারাই আগাম বার্তা দিয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। ২০২৩ সালে নানা কারণে বিশ্বে শুধু অর্থনৈতিক মন্দাই দেখা দেবে না, বিভিন্ন দেশে খাদ্যঘাটতিসহ নানা সমস্যা দেখা দেবে, যা মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলবে। যেসব দেশে খাদ্যঘাটতি দুর্ভিক্ষে রূপ নিতে পারে, এসব সংস্থা এরই মধ্যে তার একটা সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করেছে, যার বেশির ভাগই আফ্রিকার দেশ। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

খাদ্যঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ এক কথা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই বঙ্গে দুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। প্রথমটা পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৯-১৭৭০ সময়কালে। তখন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বঙ্গে দ্বৈত শাসন চালু হলো। একদিকে কিছু এলাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি আর অন্যদিকে মীরজাফরের শাসন। বঙ্গে দেখা দিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর গুটিবসন্তের মহামারি। সেদিকে নজর দেওয়ার কারো গরজ নেই। তখন উভয় পক্ষ মসনদ দখলে রাখতে ব্যস্ত। অন্যদিকে মানুষ না খেয়ে মরছে। ঐতিহাসিকদের হিসাব মতে, সেই দুর্ভিক্ষে তিন কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তখন বঙ্গের সীমানা বিস্তৃত ছিল বিহার ও ওড়িশার কিছু অংশে।

কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ডলারের দামের চেয়ে ৮-১০ টাকা বেশি হওয়ার প্রধান কারণ, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচারের চাহিদার ক্রমবর্ধমান ব্যাপক উল্লম্ফন। অতএব, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কমিয়ে আনতে না পারলে এই দুটো দামের পার্থক্যকে কমিয়ে আনা যাবে না। শুধু আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দামকে বাজারের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে না।

বঙ্গের দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটি হয় ১৯৪৩ সালে, তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে পর্যাপ্ত। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হুকুম দিলেন এই খাদ্যশস্য বাংলার মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে না, তা যাবে ইউরোপে বা অন্যান্য দেশে, যেখানে ইংরেজ বাহিনী হিট-লার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। না খেয়ে মারা গেল ৩০ লাখ বঙ্গসন্তান। দায় সম্পূর্ণভাবে চার্চিলের। তাঁকে বলা হয় একজন নীরব ঘাতক।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশে দেশে বিভিন্ন সময় দুর্ভিক্ষ বা ভয়াবহ খাদ্যঘাটতি হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাদ যায়নি। ১৯৩০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। বেকার হয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষ। অন্যদিকে যেসব অঙ্গরাজ্যে ভালো ফসল ফলত, সেগুলোতে পর পর কয়েক বছর দেখা দেয় অনাবৃষ্টি। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শুরু হয় মারাত্মক খাদ্যঘাটতি আর দুর্ভিক্ষ। মানুষের হাতে টাকাও নেই, বাজারে খাদ্যও নেই। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় লঙ্গরখানা। অনেক বাড়ির সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় 'এই বাড়ির চারজন বাচ্চা বিক্রি হবে।' শুধু প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যঘাটতি বা দুর্ভিক্ষ হয় তা কিন্তু নয়। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেও দুর্ভিক্ষ হয়, যেমনটি এই মুহূর্তে হচ্ছে আফ্রিকার অনেক দেশে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে যে খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছিল তার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো দায়ী ছিলই, সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের মানবতাবিরোধীভাবে বাংলাদেশকে নানাভাবে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা। কারণ বাংলাদেশ তাদের অতি প্রিয় পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়েছিল। দেশে যখন পর পর তিনটি ফসল বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেল তখন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েক হাজার টন চাল আর গম সাহায্য পেয়েছিল। সেই খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ার আগে নিক্সন প্রশাসনের নির্দেশে আবার ফিরে যায়। নিক্সন প্রশাসন খাদ্যকে বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এই মুহূর্তে ব্রিটেনে খাদ্যঘাটতি ও লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিক্ষোভ হচ্ছে। সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে আছে সেই দেশের শিশুরা। সম্প্রতি (১৮ সেপ্টেম্বর) সে দেশের গার্ডিয়ান পত্রিকা খবর দিয়েছে ব্রিটেনের লাখ মানুষ এক বেলা না খেয়ে থাকছে, আর সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় পড়েছে শিশুরা। অর্থ খরচ করলেও তাদের খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক মাস আগে শিশুখাদ্য জোগান প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে নিউ ইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো ইউরোপে। জ্বালানি সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে ইউরোপের প্রায় সব শহরে সন্ধ্যার পর রাস্তার বাতি জ্বলে না। অনেক শহরে ট্রাফিক সিগন্যালের বাতিও বন্ধ। রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ গম সরবরাহ করে। যুদ্ধের কারণে তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। ইউরোপের ৪০ শতাংশ গ্যাস রাশিয়া থেকে আসে। এর মধ্যে জার্মানির মোট গ্যাসের চাহিদার ৮০ শতাংশ মেটায় রাশিয়া। রাশিয়া ইউরোপের সব ন্যাটোভুক্ত দেশে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বা কমিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে ইউরোপের সব দেশে এই শীতের সময় গরম পানি দিয়ে স্নান করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বাড়ির হিটিং অর্ধেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীতে ইউরোপে ঠাণ্ডার মাত্রা কোনো কোনো দেশে হিমাঙ্কের ১৫-২০ ডিগ্রি নিচে পর্যন্ত নেমে আসে। গত রবিবার থেকে ভিয়েতনামের প্রায় সব পেট্রল পাম্প বন্ধ হয়ে গেছে। সব ধরনের জ্বালানির মজুদ

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাম্পার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কমছে আয়, বাড়ছে দেনার দায়

মুঈদ রহমান

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রধান দুটি উৎস হলো রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। প্রতি মাসে গড়ে ৭০০ কোটি ডলার আমদানি ব্যয় মেটাতে হয় এ রিজার্ভ থেকে।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত বছরের আগস্ট মাসে ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছিল, যা দিয়ে ৭ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। এখন রিজার্ভের অবনতি ঘটেছে। সরকারি হিসাবমতে এ মুহূর্তে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৩ হাজার ৪৩৩ কোটি ডলার।

কিন্তু এ হিসাবে আইএমএফ একটি গরমিল দেখে যুক্তিসংগত আপত্তি করেছে। আমাদের রিজার্ভ থেকে রপ্তানি উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ৭২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমন তা ডলারে ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা আরও নেই।

তাছাড়া ঋণ তো রিজার্ভ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তাহলে আমাদের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ২ হাজার ৭৩৩ কোটি ডলার, যা দিয়ে ৪ মাসেরও কম সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বৈদেশিক মুদ্রার এ অবস্থা খুব বেশি উদ্বেগের কারণ হতো না, যদি প্রধান উৎস দুটি থেকে আয়প্রবাহের ধারা অব্যাহত থাকত; কিন্তু প্রকৃত অর্থেই সেই ধারা বর্তমানে অব্যাহত নেই।

গত ১ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) এবং ২ নভেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের খতিয়ান প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবমতে, অক্টোবর মাসে যে পরিমাণ প্রবাসী আয় এসেছে, তা গত ৮ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।

এ আয় গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় ৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ কম। অপরদিকে ইপিবি বলছে, চলতি বছরের অক্টোবরে রপ্তানি আয় গত বছরের অক্টোবর মাসের তুলনায় কমেছে প্রায় ৮ শতাংশ। এর আগে প্রায় ১৩ মাস ধরে আমাদের রপ্তানি আয় বাড়তির দিকেই ছিল। এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমানের বক্তব্য হলো- 'এখনকার পরিস্থিতিতে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বড় দুশ্চিন্তার কারণ।

পোশাক খাতে ক্রয়াদেশ কমে গেছে। ফলে প্রবাসী আয়ে জোর দিতে হবে। আয়ের পাশাপাশি ডলার খরচ কতভাবে হচ্ছে, সেদিকে নজর বাড়াতে হবে।' ডলার খরচের প্রসঙ্গটি আসার কারণ আছে।

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান নিজেই বলেছেন, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি দাম দেখিয়ে আমদানি করা হচ্ছে। এ বাড়তি টাকা কোথায় যাচ্ছে কিংবা এর প্রতিকারই বা কী? দুবাইতে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা কীভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে? এসব অর্থ বাইরে গেল কীভাবে? এর কোনো সদুত্তর বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না।

পণ্য রপ্তানিতে চলতি বছরের অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুর দিকটা ভালোই ছিল। প্রথম দুই মাসে আমরা প্রায় ৮৫৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছি। সেক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৫ শতাংশ। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকে রপ্তানি আয় কমতে থাকে। অক্টোবরে ৪৩৫ কোটি ৬৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ কম।

তথ্যবিভ্রান্তিও আমাদেরকে বিব্রত করছে। আমাদের মোট পণ্য রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে পোশাক খাত থেকে। স্বাভাবিকভাবেই পোশাক খাতে রপ্তানি আয় বাড়লে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু অক্টোবরে তা হয়নি। ইপিবি বলছে, এ মাসে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৩৫ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। এর মধ্যে শুধু পোশাক খাতে আয় হয়েছে ৩৬৮ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের আয়ের তুলনায় ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ বেশি। দেখা যাচ্ছে, পোশাক খাতে আয় বাড়লেও তা মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

একদিকে যেমন রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমছে, অপরদিকে বাড়ছে বিদেশি দেনার দায়। আগামী বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ১১৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আর এর পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে বিদেশি ঋণের পরিমাণ হবে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে সুদসহ দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু চলতি বছর শেষে দ্বিগুণেরও বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে। মেগা প্রকল্পগুলোর গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে গেলে এর পরিমাণ বছরওয়ারি বাড়তে থাকবে। তাই শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অন্যদিকে পোশাক খাতে আয় বাড়ার ইপিবি'র দেওয়া তথ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র নেতারা। তারা বলছেন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও ঢাকা বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিন কী পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়, তা তারা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তাদের মতে, গত মাসের প্রথম ২০ দিনে পোশাক রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম ছিল। ২৮ অক্টোবরের হিসাবেও তা ১৫-১৬ শতাংশ কম ছিল।

কিন্তু মাস শেষে ইপিবি বলছে পোশাক খাতে আয় বেড়েছে, যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। আমরা যদি প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করতে না পারি, তাহলে সংকটের ধরন ও তা থেকে উত্তরণের পথ চিহ্নিত করতে পারব না।

প্রবাসী আয়ের পরিস্থিতি আরও নেতিবাচক ও নিরাশাজনক। আমরা ধারণা করেছিলাম, কোভিড-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে আমাদের শ্রমিকের জোগান বাড়বে এবং তাদের পাঠানো আয়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। প্রকৃত সত্য হলো, বিদেশগামী অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তা ৮ লাখ ৭৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু প্রবাসী আয় বাড়েনি, বরং কমেছে। বাস্তবতার এমন বৈপরীত্য আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আমাদের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২১ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব থেকে প্রবাসী আয় কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এমনটি আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না।

কারণ, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবে অভিবাসী হয়েছেন ৫ লাখ ১৩ হাজার ৬৫৩ জন বাংলাদেশি। সৌদি আরবের বাইরে চলতি অর্থবছরে ওমানে নতুন বাংলাদেশি অভিবাসী হয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮১ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮৩ হাজার ৬৭৪ জন, কাতারে ১৭ হাজার ২০৪ জন, কুয়েতে ১৩ হাজার ৫৯৯ জন এবং দক্ষিণ এশিয়ার আমাদের অন্যতম শ্রমবাজার সিঙ্গাপুরে অভিবাসী হয়েছেন ৪৮ হাজার ২২৫ জন। তুলনামূলক চিত্রে দেখা যাচ্ছে, সৌদি আরবের পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি অভিবাসী বেড়েছে, বিপরীতভাবে সৌদি আরবের পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। গত অর্থবছরে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে ১৫ শতাংশ, কুয়েত থেকে কমেছে ১০ দশমিক ৪৩ শতাংশ, ওমান থেকে ৪১ দশমিক ৫৬ শতাংশ, কাতার থেকে ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। সিঙ্গাপুর থেকেও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে এবং তা ৩৮ শতাংশেরও বেশি।

এ নেতিবাচক আয় প্রবাহ আমাদের জন্য উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হাসানের বক্তব্য হলো-'নতুন করে অভিবাসী হওয়া বাংলাদেশিদের উপার্জিত অর্থ কোথায় যাচ্ছে-এ প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজছি। জ্বালানি তেলসহ চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সুবিধাভোগী হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও এসব দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান শ্রমবাজারগুলোয় বাংলাদেশিরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কাজ করছেন। নতুন করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি এসব দেশে অভিবাসীও হয়েছেন। এরপরও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়া রহস্যজনক।'

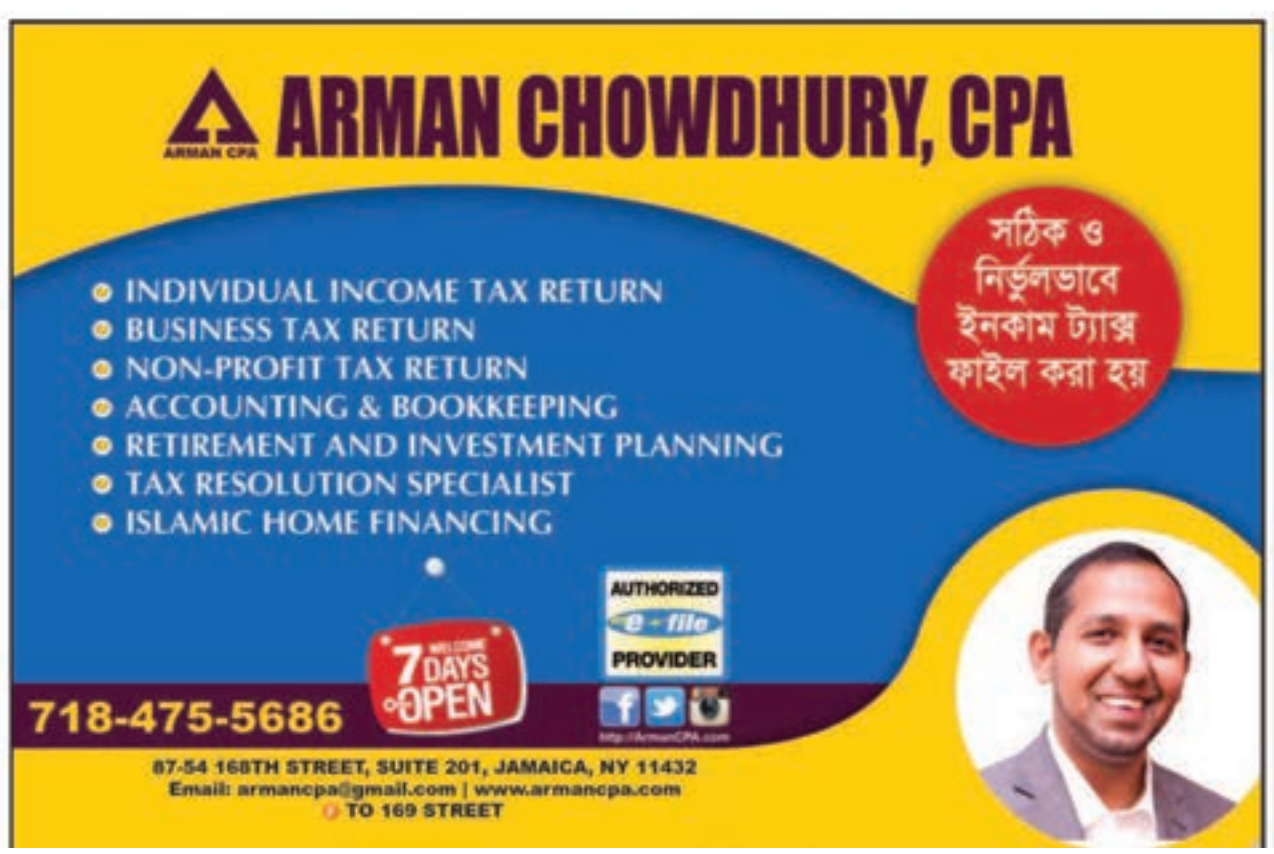
অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এ রহস্যের মূলে রয়েছে হুন্ডির বাজার আবারও চাঙ্গা হয়ে ওঠা। প্রবাসীরা অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন বটে, তবে তা বৈধ বা ব্যাংকিং চ্যানেলে নয়, বরং হুন্ডির মাধ্যমে। ফলে অভিবাসীদের অর্থ স্বজনরা পেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ। এ হুন্ডির ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে ওঠার কারণ হলো আমাদের ডলারের বাজারের অস্থিরতা। আমাদের বর্তমান বিনিময় হারে বড় ধরনের অস্পষ্টতা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের সর্বোচ্চ দর ৯৯ টাকা ৫০ পয়সা। এক্সচেঞ্জ হাউজের রেমিট্যান্সের দর ১০৭ টাকা। আবার খুচরা বাজারে ডলারের দর ১১৫ টাকারও বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করছে ৯৭ টাকায়। এক বাজারে ডলারের বিভিন্ন দাম হুন্ডি ব্যবসাকে চাঙ্গা করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

একদিকে যেমন রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমছে, অপরদিকে বাড়ছে বিদেশি দেনার দায়। আগামী বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ১১৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আর এর পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে বিদেশি ঋণের পরিমাণ হবে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে সুদসহ দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু চলতি বছর শেষে দ্বিগুণেরও বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে। মেগা প্রকল্পগুলোর গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে গেলে এর পরিমাণ বছরওয়ারি বাড়তে থাকবে। তাই শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

দুর্ভোগের অসহনীয় যন্ত্রণা যারা ভোগ করেন, দুর্ভাবনা তাদেরই তাড়া করে। এ কারণে আমাদের মতো আমজনতা নেতিবাচক সংবাদে বিচলিত হই। কিন্তু দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের আচার-আচরণে দুর্ভাবনার কোনো ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে না; সম্ভবত ভোগান্তি তাদের স্পর্শ করতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে তারা হয়তো এখনো আমলের চোখে দেখছেন না। তারা ব্যস্ত আছেন ডিসেম্বর মাসের রাজপথ দখলকে কেন্দ্র করে। রাজপথ যেহেতু একটা, আর দখলে রাখার দৌড়ে দুই দল, শেষতক কোনো একজনের দখলে তো যাবেই। তবে চূড়ান্ত বিচারে গরিবের পেট দখল করে থাকবে চিরপরিচিত ক্ষুধা।

মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়







ইসলামিক লোন প্রদান করছে ভিভিড মর্টগেজেস

(শেষের পাতার পর)

লোন ছাড়াও ইসলামিক লোন প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হোপ সেকেজি জানান, ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই বা এক বছরের ট্যাক্স রিটার্ন সহ সর্বনিম্ন সাড়ে ৩ পার্সেন্ট পেমেন্টে লোনের সুযোগ রয়েছে। কুইন্সের ২১১-৩৫ জ্যামাইকা এভিনিউতে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা দিয়ে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। এতে রয়েছে বিনামূল্যে পরামর্শের সুযোগ। বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবার জন্য রয়েছে বাংলা ভাষাভাষী স্টাফ রয়েছে।

সোনালী এক্সচেঞ্জ দেশে টাকা পাঠাতে ফি নিচ্ছে না

(শেষের পাতার পর)

তে। অর্থাৎ প্রবাসীরা বিনা খরচেই সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানান, বৈধভাবে অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা প্রেরণে প্রেরকগণকে আরও উৎসাহিত করার জন্য সোনালী ব্যাংক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে, প্রবাসীরা যাতে ছুটির দিনেও তাঁদের অন্যান্য কাজের সাথে দেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অনায়াসেই টাকা পাঠাতে পারেন, সে জন্য শাখাগুলো ছুটির দিনসহ সপ্তাহে সাত দিনই খোলা রাখার ব্যবস্থা করছে। এর ফলে সোনালীর মাধ্যমে টাকা প্রেরণে গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

'সোনালী এক্সচেঞ্জ' অনেক ভালো ভালো রেটও দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোনালী এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একাউন্ট ডিপোজিট, ক্যাশ পিকআপ বা বিকাশ পেমেন্ট সবক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটির রেট একই। নীতিগত কারনে নির্দিষ্ট কোন ব্যাংক বা একাধিক ব্যাংকে একটু বেশী রেট দিয়ে সোনালী এক্সচেঞ্জ গ্রাহক আকৃষ্ট করে না। সবসময় শাখা অফিস নিয়ে নিজস্ব স্বকীয়তায় সর্বোচ্চ গ্রাহকসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা অর্থাৎ সকলস্তরের প্রবাসী ভাই-বোনদের ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ওপর ভর করেই সোনালী এক্সচেঞ্জ এগিয়ে চলছে। কেননা বিশ্বস্ততা আর নিরাপত্তাই সোনালী এক্সচেঞ্জের মূল সত্তা। আর এই বিশ্বস্ততার জায়গায় প্রবাসীদের নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে অতীতের মতো আগামীতেও সোনালী একচেঞ্জের পাশে থাকবেন এবং কষ্ঠার্জিত অর্থ দেশে পাঠাতে সোনালী এক্সচেঞ্জকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন– প্রতিষ্ঠানেরপক্ষ থেকে এ আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক সুবিধার কথা চিন্তা করে অর্থ পাঠানো কার্যক্রম কীভাবে আরও সহজ এবং গ্রাহকবান্ধব করা যায় এবং এপস ব্যবহার আরও ব্যাপক ও সুবিধাজনক করা যায়- সে বিষয়ে অতি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাগ্রহন করার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

৪৭ বছর হয়ে গেলো

(শেষের পাতার পর)

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এক টি বামপন্থী অভ্যুত্থান ঘটা তে- যা তৎকালীন তাবৎ প্রতি ক্রিয়াশীল, চৈ নিক এবং রুশপন্থী সমাজতন্ত্রীরা মি লে নস্যাৎ ক রে দি য়ে ছিল। জাসদ রাজপ থে প্রতিশ্রুত জনতার ঢল নামা তে ব্যর্থ হয়। ফ লে দ্রুত প্রতি ক্রিয়াশীলরা জিয়া উর রহমান কে করায়ত্ব ক রে নেয়, আমেরিকান দূতাবাস ভীষনভা বে স ক্রিয় হ য়ে ও ঠে। ওই দিন সকা লে শহীদ মিনা রে আহুত সমা বেশ প রিত্যক্ত হবার পর প রি স্থি তি বুঝ তে বি কে লে এ লিফ ট্যান্ট রো ডে কে বি এম মাহমুদ ভাই য়ের বাসায় যাই। ওটাই তখন ছিল বিপ্ল বের হেড কোয়ার্টার। বসার ঘ রে ব সে ভেত রে ক র্নেল তা হের সিরাজুল আলম খান মাহমুদ ভাই প্রমুখ দের উত্তপ্ত বাক্য বি নিময় শুন তে পাই। বুঝ তে পা রি নাটাই হাতছাড়া হ য়ে গেছে। এর কিছু প রে ক র্নেল তা হের ক্রা চে ভর দি য়ে আমার সাম নে দি য়েই বের হ য়ে যান। বেশ উত্তে জিত ছি লেন। আ মি পি ছে পি ছে গি য়ে তা কে জী পে তু লে দেই। এর পর থে কেই পা ল্টে যে তে থা কে দে শের রাজনী তির ধারা। বাংলা দে শে তো ব টেই বি-ভাগপূর্ব বাংলা অঞ্চ লেও এই একবারই একটা বামপন্থী অভ্যুত্থা নের সু যোগ সৃ স্টি হ য়ে ছিল। এ বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর থে কেই মুলত: দে শের রাজনী তি তে বামপন্থার অবক্ষয় শুরু হয়। কা লেক্রমে এ রাজনী তি এখন যাদুঘ রে শোভা পাবার জন্য প্রস্তুত। বাম নেতাদের অ নে কেই নি জে দের আ খের গোছা তে বু র্জোয়াসীর দা সে প রিনত হন, কেউ বাম রাজনী তি কে জী বিকার মাধ্যম বানান, কিছু লোক জোকার ব নে গি য়ে লোক হাসান।

৭ ন ভেম্বর নি য়ে দ৭৮ সা লে আমি একটা বই লি খে ছিলাম, বী রোত্তম ক র্ণেল তা হের, লাল ন ভেম্বর ও বিভ্রান্ত বামপন্থী রাজনী তিদ- এই না মে। সেখা নে এ বিষ য়ে বিস্তা রিত আ ছে। কিন্তু দু:খের বিষয় এ বই টির এক টি ক পিও আজ আমার সংগ্রহে নেই।

ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপেই টুর্নামেন্ট সেরা

(শেষের পাতার পর)

কপাল পোড়ে। হতাশায় মুষড়ে পড়েননি স্যাম কারেন। ফিরে আসেন নতুন উদ্যমে। আবারও সুযোগ পান বিশ্বকাপ দলে। তারপর তার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক হয়ে ওঠা। প্রথম বিশ্বকাপেই ফাইনালের সেরা তো বটেই, হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার!

পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জয়ের ম্যাচে ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে স্যাম কারেনের শিকার ৩টি। তার অসাধারণ বোলিংয়েই পাকিস্তান ১৩৭ রানেই আটকে যায়। 'অফ কাটার', 'নাকল' আর 'ইয়র্কারে' পাকিস্তানী ব্যাটারদের নাভিশ্বাস তুলেছিলেন কারেন। তাই তাকে ম্যাচসেরা বাছতে বেগ পেতে হয়নি আয়োজকদের। ম্যাচ শেষে এই বিশাল অর্জন যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না কারেনের, 'আমি আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এখন সময়টা উপভোগের।'

পুরো টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে স্যাম কারেনের উইকেট সংখ্যা ১৩টি। গড় ১১.৩৮ আর ইকোনমি মাত্র ৬.৫২। আজকের ম্যাচে সময়ের চাহিদা মিটিয়ে ৪৯ বলে অপরাজিত ৫২* রান করে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অল-রাউন্ডার বেন স্টোকস। এর আগে তিনি একটি উইকেটও নিয়েছেন। তাই স্টোকসেই ফাইনাল সেরা হিসেবে মনে করেন কারেন, 'আমার মনে হয় না, যে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা আমার প্রাপ্য। কিন্তু স্টোকস যেভাবে খেলল... এই উপলক্ষটা বিশেষ। আমরা এখন সময়টা উপভোগ করব।'

না ফেরার দেশে চলে গেলেন

(শেষের পাতার পর)

গোড়ালির কিছু অংশ কাটা হয়। এরপর মাংস অল্প অল্প করে কেটে পচন রোধের চেষ্টা করা হচ্ছিল। পচন ঠেকাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হাঁটুর নিচ থেকে পা কেটে ফেলা হয়েছিল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর আকবরের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা জানিয়েছিলেন, 'পচন ধরায় পায়ের গোড়ালির কিছু কিছু অংশ অস্ত্রোপচার করে কেটে ফেলা হচ্ছে।'

এর এক মাস পর ১৭ অক্টোবর কানিজ ফাতেমা আবার জানান, গোড়ালির মাংস কেটে কেটে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। সেটা সম্ভব হচ্ছিল না যখন, তখন টিস্যু প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেও চেষ্টা করা হয়।

কানিজ ফাতেমা বলছিলেন, 'আমরা নিরুপায় হয়ে গিয়েছিলাম। পরে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সহযোগিতায় বেটার লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় উনাকে। এখানেই পা কেটে ফেলা হয়।'

আকবর ভারতেও চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। সেখান থেকে ভালো হয়ে ফিরেওছিলেন। মাঝখানে হাঁটতে পারছিলেন না। তারপর ক্যাচে ভর করে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। আকস্মিক এমন অবস্থার কারণ সম্পর্কে কানিজ ফাতেমা বলেন, 'কেন এমন হলো বুঝতে পারছি না। ওষুধও চলছিল। তবে চিকিৎসকরা মনে করছেন ডায়াবেটিসের কারণে এমন ঘটনা দ্রুত ঘটেছে। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে স্টেজ শো করতে পারছেন না তিনি।'

এর আগেও আকবর ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সময় অভিনেতা ডিপজলের সহায়তায় ভারতে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন।

সর্বশেষ গত ৫ নভেম্বর তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল। সে সময় ডাক্তাররা জানান, যেকোনো সময় লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হতে পারে তাকে। এ জন্য স্ত্রী কানিজ ফাতেমার একটি স্বাক্ষর নিয়েছেন। এর দুই দিন পরেই আকবরকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখান থেকে ফিরলেন না 'তোমার হাত পাখার বাতাসে' খ্যাত গায়ক আকবর। স্ত্রী ও কন্যা অথৈকে রেখে না-ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন এই গায়ক। রোববার (১৩ নভেম্বর) বিকেল ৩টা ৫ মিনিটে মারা যান 'ইত্যাদি' খ্যাত গায়ক আকবর।



মোশাররফ সভাপতি রশিদ সা. সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

কমিটিতে মোশাররফ হোসেন সভাপতি ও অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনা মহামারির কারণে প্রায় দুই বছর আগে দিনাজপুর জেলা সমিতির নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এরপর নতুন কমিটি গঠন নিয়ে দেখা দেয় নানা প্রতিকূলতা। অবশেষে গত ৫ নভেম্বর শনিবার সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদের এক সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় দিনাজপুর জেলা সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছাড়াও নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের কার্যকরি পরিষদের ২৯টি পদের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সাংগঠনিক ও সদস্য পদ ছাড়া কর্মকর্তা পর্যায়ের অন্যান্য পদবি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদকীয় পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানা গেছে। দিনাজপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: কোষাধক্ষ- এফ আলম নিউমুন, সাংগঠনিক সম্পাদক- তারেক জাহেরী এবং সদস্য ফতেনুর আলম বাবু, জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু, বিপুল সরকার, শামীম সরকার, ডা. নার্গিস রহমান, মো. শফিউল্লা, তরিকুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, শহিদুজ্জামান চৌধুরী লাবলু, মো. গোলাম কিবরিয়া, রেজাউল করিম বাপ্পী, হায়দার আলী সরকার ও আমিনুর রহমান ঈশান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় এবং সেই মোতাবেক্ব দিনাজপুর জেলা সমিতির কার্যকরী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ২০২০ সালের ১৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। মহামারী করোনা সহ নানা কারণে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করেছিলেন।



‘যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র ভার্চ্যুয়াল নয়, একচ্যুয়াল কমিটি দাবী’



















(শেষের পাতার পর)

স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের সকল নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বক্তারা বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রাহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ জেগে উঠেছে। রাতের ভোটের হাসিনা সরকারের বাধাবিপত্তি রোধ করে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে মানুষের জনশ্রোতই প্রমাণ করছে দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়, শেখ হাসিনা সরকারের বিদায় চায়। বক্তারা বলেন, সরকার পতনে দেশ ও প্রবাসে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র কমিটি গঠন প্রসঙ্গে ‘যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র ভার্চ্যুয়াল নয়, একচ্যুয়াল কমিটি দাবী’ করে বলেন, দলের দায়িত্বশীলদের বাস্তবতা বুঝে, মাঠের কর্মীদের মতামত নিয়ে কমিটি করতে হবে। বিদেশে বসে ভার্চ্যুয়াল সভা করে বা পকেট কমিটি ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীরা মেনে নেবে না। খবর ইউএনএ’র।

বিএনপি’র ভাষায় ‘ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ পালন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। রোববার সন্ধ্যায় সিটির ব্রুকলীলের রাধুনী রেষ্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার আগে স্থানীয় ‘লিটল বাংলাদেশ’ (চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারসেকশন)-এ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল, বিশেষ অতিথি ছিলেন গেটার ওয়াশিংটন জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ড. ইঞ্জি-নয়ার জিয়া উদ্দিন আহমেদ, গেষ্ট অব অনার ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক এবং আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি’র সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ঘোষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি’র আহ্বায়ক সালেহ আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয় করেন তৈমুর রহমান। এরপর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত ‘প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরন বাংলাদেশ’ পরিবেশ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। আলোচনা সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন ষ্টেট বিবিএনপি’র সদস্য সচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন শিপন ও নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরো ছাড়াও নিউজার্সী থেকে বিএনপি’র বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে তাদের শ্লোগানে অনুষ্ঠান স্থল মুখরিত হয়ে উঠে।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন কচি, ব্রঙ্কস মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আব্দস সালাম, নোয়াখালী জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র জাগপা’র সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নোমান সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ বাচ্চু, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি’র সভাপতি সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদ হেসেন ও জেদ্দা বিএনপি’র সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ মীর হোসেন, নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক নাবীর হোসেন সহ বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মুকুল, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ রিন্টু আলম, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ মনির হোসেন, আশরাফুল হাসান, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ মহিন উদ্দিন প্রমুখ। সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ১৯৭৫ পূর্ববর্তী বাংলাদেশ আর আজকের ২০২২ সালের বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র একই অবস্থা। তাই ৭৫এর সাতই নভেম্বরের ঘটনায় জিয়ার নেতৃত্বে দেশ যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলো, আজকের দিণে খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী ১০ ডিসেম্বর নয়, তার আগেই আওয়ামী সরকারের পতন হবে ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, সরকার নয়, দেশ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই দেশ চলছে বলে বিএনপি সমাবেশ সরকার বন্ধ করতে পারছে না এবং এসব সমাবেশে লাখো জনতা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে। আগামী দিনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি নতুন করে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি করি। আমাদের নেতা আপোষহীন নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর বাইরে আমাদের কোন নেতা নেই, আমরা সবাই বিএনপি কর্মী। দেশ আজ আওয়ামী দু:শাসনের কবলে। তাই দেশ, দেশের মানুষ বাঁচতে, দেশে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া সামনে কোন পথ নেই। এজন্য দেশ ও প্রবাসে ‘হাসিনা সরকার হঠাও’ এক দফা আন্দোলন চাই। সেই সাথে দলের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল নয়, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে চাই। কোন ভার্চ্যুাল বা পকেট কমিটি নয়। আমরা একচ্যুয়াল (বাকিং ৪২ পাতায়)

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



গুজরাট নির্বাচনী ইশতেহার

মোদি স্টেডিয়ামের নাম বদলের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : ১০ লাখ চাকরি, সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ৫০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ, একাকী নারী ও বয়স্কদের মাসিক ২ হাজার টাকা ভাতা, ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ও ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা মূল্যে দেওয়া ছাড়াও কংগ্রেস জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে আহমেদাবাদের অদূরে মোটেরায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের নাম বদলে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে রাখা হবে। ১৯৮৩ সালে তৈরি এই স্টেডিয়াম সংস্কারের পর ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে নামকরণ করা হয়। তার আগপর্যন্ত এটা ছিল সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে।

গতকাল শনিবার দুপুরে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন ওই রাজ্যের ভোট তদারকির মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। ইশতেহারে বলা হয়, এই রাজ্যে বিজেপি লাগামহীনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ করে চলেছে। ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস তা বন্ধ করবে। অশোক গেহলট বলেন, সেই সঙ্গে দল সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরাহায় সচেষ্ট হবে।

গুজরাটের মোটেরায় আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৭ ও ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বহু খেলা ওই স্টেডিয়ামে হয়। ২০০৬ সালে স্টেডিয়ামটি প্রথমবার সংস্কার করা হয়। ২০২০ সালে দ্বিতীয়বার সংস্কারের সময় স্টেডিয়ামটির রূপ বদলানো হয়। ঠিক হয়, গড়ে তোলা হবে এক স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি হবে তার অংশ। স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ১ লাখ ৩২ হাজার। খরচ হয় ৮০০ কোটি টাকা। ২০২০ সালের 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠান হয় এখানেই। পরের বছর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নাম সরদার প্যাটেলের নামে রেখে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নাম নরেন্দ্র মোদির নামে রাখা হয়। নতুন নামকরণ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সেই থেকে এ নিয়ে বিতর্ক লেগেই রয়েছে। শনিবার কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিল ভূমিপুত্র সরদার প্যাটেলের নামে স্টেডিয়ামকে সমর্পিত করার।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনটি দান-খয়রাত বা ভুল অর্থনীতি এবং কোনটি দুর্বলদের ক্ষমতায়ন বা ঠিক অর্থনীতি, সেই বিতর্ক অব্যাহত। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলকে নীতি ঠিক করার জন্য চিঠি দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অর্থের জোগান কীভাবে হবে, তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। বিজেপি ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ওই উদ্যোগের বিরোধিতা করছে। দেখা যাচ্ছে, দান-খয়রাতি থেকে কোনো দলই সরে আসছে না। হিমাচল প্রদেশে বিজেপি যেমন সস্তায় চুলা, মেয়ে স্কুলপড়ুয়াদের সাইকেল, কলেজপড়ুয়াদের স্কুটি, কৃষকদের আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বিরোধীরাও তেমন ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ, ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ, বেকার ও একাকী নারীদের ভাতা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। দান-খয়রাতের রাজনীতিতে আম আদমি পার্টি অন্যদের টেক্কা দিতে চাইছে। বিজেপি ও আম আদমি পার্টি অবশ্য এখনো গুজরাটের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেনি।

গুজরাটে কংগ্রেস গত ২৭ বছর ক্ষমতার বাইরে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমতায় এলে এই ২৭ বছরে রাজ্যের শাসকদের যাবতীয় দুর্নীতি তদন্ত করা হবে। দোষীদের শাস্তি দেবে। ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সব রাজ্যবাসীর চিকিৎসা করা হবে বিনা মূল্যে। ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ওষুধ বিনা মূল্যে। এ ছাড়া কোভিডে মৃত পরিবারে দেওয়া হবে ৪ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & Investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ

সেনা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে পুতিন কি যুদ্ধের কৌশল পাল্টাচ্ছেন

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে, এবারও তাই হলো। খেরসন শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বরং সেদিন ব্যস্ত ছিলেন রাজধানী মস্কোয় একটি হাসপাতাল পরিদর্শনে। সেনা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণাটা এসেছে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনের মুখ থেকে।

গত ৯ মাসের যুদ্ধে খেরসন শহরই ইউক্রেনের একমাত্র আঞ্চলিক রাজধানী, যেটি রাশিয়ার দখলে ছিল। সেখানে অবস্থান করা সেনাদের নিরাপত্তার কথা বলে গত বৃহস্পতিবার তাঁদের সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা আসে। যথারীতি সেনা প্রত্যাহার শুরুও হয়। আজ শনিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, খেরসন শহর এখন পুরোপুরি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে।

'পুতিন যে কখনো পিছু হটেন না–এমন ভাবাটা ভুল। তিনি বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত আবেগের হলেও, তিনি কিন্তু তা নিয়েছেন।' কেন নিজ মুখে পুতিন খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন না? এ বিষয়ে একটি ধারণা দিয়েছেন রাশিয়ার একজন সাবেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'পুতিন আসলে খারাপ খবরটি নিজে দিতে চাননি। একই সঙ্গে সেনা প্রত্যাহারের দায় নিজের ঘাড়ে নিতে চাননি।' ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বে খারকিভ থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন এই কর্মকর্তা। সে সময়ও একইভাবে নিশ্চুপ ছিলেন পুতিন।

পুতিনের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখেন, এমন ব্যক্তিরা বলছেন, খেরসন শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার এটাই দেখিয়েছে যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ছাড় দিতে প্রস্তুত আছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর পলিটিকের রাজনীতি বিশ্লেষক তাতিয়ানা স্তানোভায়ার ভাষ্যমতে, পুতিন যে কখনো পিছু হটেন না, এমন ভাবাটা ভুল। তিনি বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত আবেগের হলেও, তিনি কিন্তু তা নিয়েছেন।

'শীতকাল শেষের অপেক্ষায় পুতিন'

এদিকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পুতিনের চিন্তাভাবনায় উল্লেখযোগ্য বদল এসেছে বলে মনে করছেন রাশিয়ার সাবেক ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা। এখনো সাবেক সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, সেনা সরিয়ে নিয়ে যুদ্ধের গতি আপাতত কমাতে চাচ্ছেন পুতিন। তাঁর লক্ষ্য, এই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রুশ বাহিনীকে আবার সাজিয়ে নেওয়া এবং যেসব সদস্যের সেনাবাহিনীতে নতুন করে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।



বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবেও দেখেছেন রাশিয়ার সাবেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'পুতিনের কোনো তাড়াহুড়া নেই। পশ্চিমাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে বলেই মনে করছেন তিনি। আর পুতিন একজন সুযোগ-সন্ধানী মানুষ। শীতকালের শেষে ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটা দেখতে চাচ্ছেন। এরপর কৌশলগুলো আবার নতুন করে সাজাবেন।'

রাশিয়ার সাবেক এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'পুতিনের কোনো তাড়াহুড়া নেই। পশ্চিমাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে বলেই মনে করছেন তিনি। আর পুতিন একজন সুযোগ-সন্ধানী মানুষ। শীতকালের শেষে ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটা দেখতে চাচ্ছেন। এরপর কৌশলগুলো আবার নতুন করে সাজাবেন।'

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে মস্কো শেষ বড় ধাক্কাটা খেল খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে। এর আগে যুদ্ধের শুরুর দিকে রাজধানী কিয়েভের আশপাশ এবং সেপ্টেম্বরে খারকিভ থেকেও সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে এবারের বিষয়টি আলাদা। কিয়েভের আশপাশ ও খারকিভ থেকে ইউক্রেনীয়দের প্রতিরোধের মুখে নাস্তানাবুদ হয়ে পালিয়েছিলেন রুশ সেনারা। রাশিয়ার শীর্ষ মহলে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনাও হয়েছিল। এবারের সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে কিন্তু সেই সমালোচকদের মুখ খুলতে দেখা যায়নি। এই সমালোচকদের দুজন হলেন রাশিয়ার চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান রমজান কাদিরভ ও ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী রুশ প্রতিষ্ঠান ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েভজেনি প্রিগোঝিন। দুজনই খেরসন শহর থেকে সেনা প্রত্যাহারে সমর্থন জানিয়েছেন।

তাতিয়ানা স্তানোভায়ার মতে, এই সমর্থন থেকে এটা পরিষ্কার যে ক্রেমলিন তার আগের ভুলগুলো থেকে শিখছে। এবার সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণির মধ্যে যাঁরা কট্টর যুদ্ধপন্থী, তাঁদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতেই। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে আর কোনো বিভক্তি দেখতে চাচ্ছেন না পুতিন।

'ইউক্রেনে সুরোভিকিনের নিয়োগ পুতিনের কৌশল'

পশ্চিমা অনেক বিশ্লেষকই আবার ইউক্রেনে রুশ কমান্ডার হিসেবে গত অক্টোবরে সুরোভিকিনের নিয়োগকে একটি কৌশল হিসেবে দেখছেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের রাজনীতিবিষয়ক বিশ্লেষক আলেকজান্ডার বাউনভের মতে, সুরোভিকিনের নিয়োগ দেওয়ার একটি কারণ হতে পারে তাঁকে দিয়ে ইউক্রেনে 'লজ্জাজনক' সব কাজ করানো। কারণ, পুতিন এগুলোর সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে চান না। একই কথা রাশিয়ার সাবেক ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারও। একসময় তিনি সুরোভিকিনের সঙ্গেও কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার জন্য যথাযথ মানুষটি হলেন সুরোভিকিন। রাশিয়ার বিভিন্ন মহলে তাঁর কোনো শত্রু নেই। আর ইউক্রেনে কোনো সামরিক পরিস্থিতির জন্য তাঁর দিকে আঙুল তোলার কারণও নেই।'

খারকিভ থেকে সেনা প্রত্যাহারের সময় রুশ সেনারা বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম পেছনে ফেলে এসেছিলেন। সেই ভুল যেন আর না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে রাশিয়া এবার এগিয়েছে বলে মনে করছেন সমরবিদেরা। খেরসন শহরসহ নিপ্রো নদীর পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে নদীটির পূর্ব তীরে নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করেছে মস্কো। সেখানেই সেনাসদস্যরা বর্তমানে অবস্থান করছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষক রব লি। তিনি বলেন, 'বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই যদি রাশিয়া তাদের সেনাদের প্রত্যাহার করে নিতে পারে, তাহলে এই সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে তারা ইউক্রেনের অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে পারবে। মনে করা হচ্ছে, রাশিয়া এই সেনাদের সহজেই আশপাশের দনবাস বা জাপোরিঝঝিয়া অঞ্চলে সরিয়ে নিতে পারে।'

অনেকেই খুশি নন

পুতিনের আংশিক সেনা নিযুক্তির ঘোষণায় সাধারণ রুশ নাগরিক–যাঁরা হতবাক হয়েছিলেন, তাঁরা সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারেন বলে মনে করছেন কার্নেগি এনডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের গবেষক আন্দ্রেই কোলেসনিকভ। এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সম্প্রতি করা একটি জরিপ তুলে ধরেছেন তিনি।ওই জরিপ অনুযায়ী, ৪৪ শতাংশ রুশ নাগরিক তাঁদের সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডকে এখনো 'পুরোপুরি সমর্থন' করেন। আর ২২ শতাংশ ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। আন্দ্রেই কোলেসনিকভের ভাষায়, 'রাশিয়ায় সমাজের বড় অংশ, এমনকি পুতিনের সমর্থকেরাও যুদ্ধ নিয়ে একপ্রকার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি কমানোটা পুতিনের জন্য ইতিবাচক হবে।' এরপরও, বুধবারের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা রাশিয়ায় সবাইকে খুশি করেনি। এমনই একজন আলেকসান্দার দুগিন। কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী এই রুশ নেতার মেয়ে চলতি বছরের শুরুর দিকে এক গাড়িবোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তিনি বলেন, 'খেরসনকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এটি যদি আপনার মাথাব্যথার কারণ না হয়, তাহলে আপনি রুশ নন। এটা যদি আপনার মনে পীড়া না দেয়, তাহলে একজন রুশ হিসেবে আপনার ভেতরে কিছুই নেই।'

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ভুয়া ‘নীল টিকের’ ছড়াছড়ি টুইটারে, বন্ধ হলো সেবা

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : অ্যাকাউন্ট যাচাই করে তাতে নীল টিক ব্যাজ দিতে আট মার্কিন ডলার করে খরচ নিতে শুরু করেছিল টুইটার। প্রতিষ্ঠানটির নতুন মালিক বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক টুইটার অ্যাকাউন্ট ভেরিফায়েড বা যাচাই রাখার এ সেবা দিয়ে অর্থ আয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই তাঁর এ পরিকল্পনা বড় ধাক্কা খেয়েছে। মাত্র আট ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট যাচাই করে নেওয়ার সুবিধা থাকায় অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট নীল টিক পেয়ে যায়। এসব অ্যাকাউন্ট থেকে ভুয়া তথ্য ছড়ানো শুরু হয়। ফলে গত শুক্রবার এ সেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় টুইটার কর্তৃপক্ষ। খবর দ্য গার্ডিয়ান-এর।

গত মাসে ৪ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে টু-ইটার কিনে নেন ইলন মাস্ক। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি টুইটারে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ফেরিভায়েড থাকার জন্য নতুন এই সাবস্ক্রিপশন সেবা। এর আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকা ও সাংবাদিকদের যাচাই-বাছাই করে এই ব্যাজ দিত টুইটার। এতে ভুয়া টুইট ছড়ানোর আশঙ্কা কম ছিল। কিন্তু এখন যে কেউ অর্থ দিয়ে এই ব্যাজ কিনতে পারছেন।

ইতিমধ্যে অর্থ খরচ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভুয়া অ্যাকাউন্টে নীল টিক নেওয়া হয়েছে। এসব অ্যাকাউন্ট থেকে ভুয়া টুইট করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান এলি লিলি অ্যান্ড কোম্পানির নামে ভুয়া টুইট করে বলা হয়েছে, ইন-সুলিন বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে নিনটেনডো, লকহিড মার্টিন, এমনকি ইলন মাস্কের নিজের প্রতিষ্ঠান টেসলার নামেও ভুয়া অ্যাকাউন্ট নীল টিক নেওয়া হয়েছে।

টুইটারের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা এ প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন বন্ধ রেখেছেন। এখন নীল টিক নিয়ে ভুয়া টুইট ছড়ানোর পর টুইটারের ওপর তাদের আস্থা আরও কমবে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকেরা।

তবে এসব নিয়ে ইলন মাস্ক বিচলিত বলে মনে হয় না। তিনি শুক্রবার টুইটারের যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো দপ্তরের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। একে ‘আসল ছবি’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ছবির বর্ণনায় মাস্ক লিখেছেন, ‘টুইটারের সদর দপ্তর অসাধারণ (আসল ছবি)।’ ছবিতে দেখা গেছে, সবুজ রঙের কৃত্রিম লতাপাতায় সাজানো একটি দেয়াল। সেখানে লেখা আছে ‘হ্যাশট্যাগ গেমওভার’।

পরবর্তী একটি টুইটে মাস্ক লিখেছেন, এটি ভিডিও আর্কেড (ভিডিও গেমস খেলার জায়গা) এবং বার এলাকার ছবি। গ্রাহকদের জন্য মাসে আট ডলারের (৭ দশমিক ৯৯ ডলার) বিনিময়ে টুইটারের ‘ব্লু টিক’ সেবা প্রদানের যে রীতি চালু করা হয়েছিল, তা স্থগিত ঘোষণার পর মাস্ক টুইটটি করেছেন।

গত মাসে টুইটারের মালিকানা গ্রহণ করেই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পরাগ আগারওয়ালসহ কোম্পানির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকে চাক-রিচ্যুত করেন মাস্ক। ইতিমধ্যে তিনি টুইটারের হাজারো কর্মীকে ছাঁটাই করেছেন। কর্মীদের কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে ছুটি বন্ধ করেছেন। যাঁরা বাড়িতে বসে অফিস করছিলেন, তাঁদের অফিসে এসে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। এসব পদক্ষেপসহ তিনি টুইটারের নিয়মনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন।

মাস্কের মালিকানায় টুইটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছেন। বৃ হস্পতিবার মাস্ক নিজেই টুইটার নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে পারে। তিনি টুইটার দেউলিয়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

‘যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র ভার্চ্যুয়াল নয়, একচ্যুয়াল কমিটি দাবী’

(৩৭ পাতার পর)

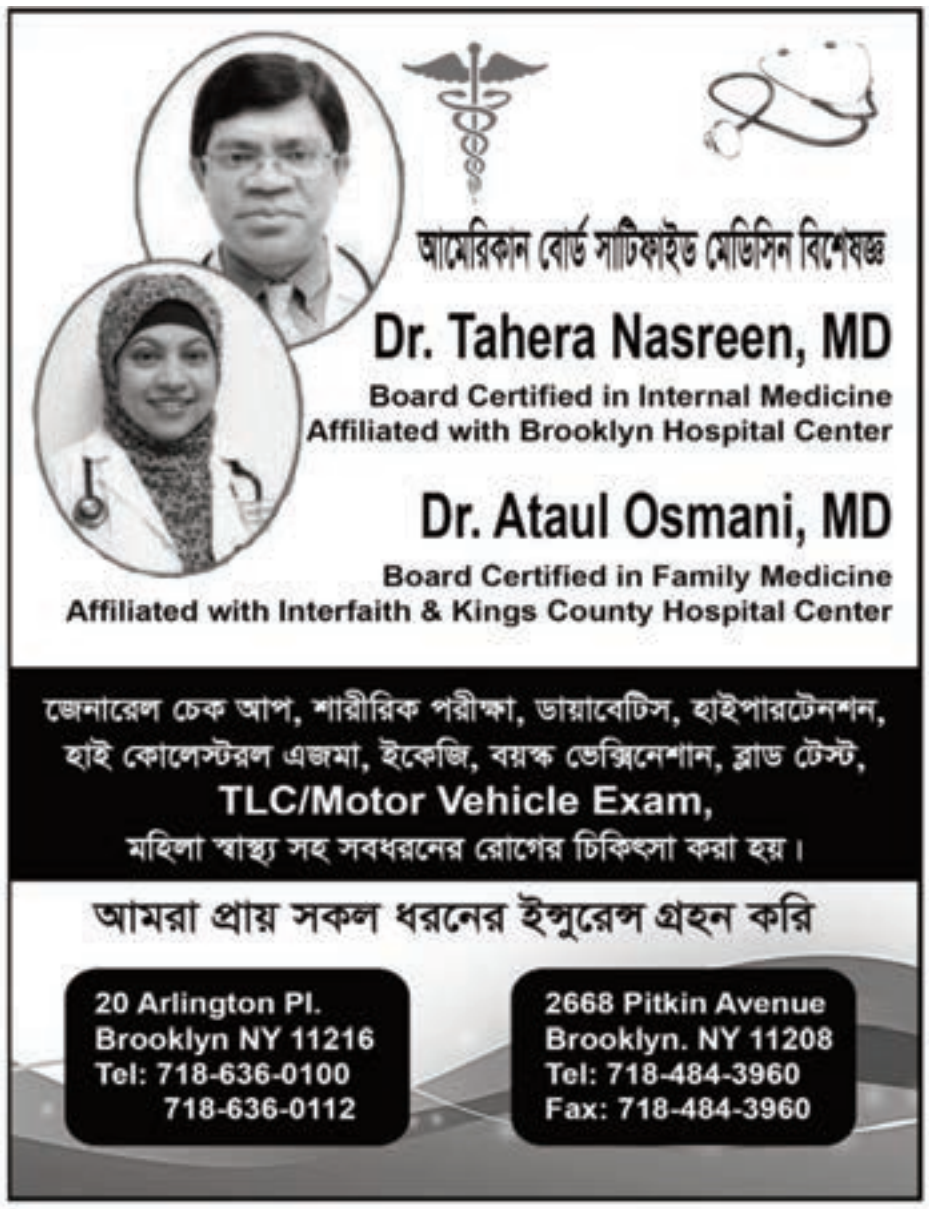
কমিটি চাই, মাঠের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে যোগ্য নেতৃত্ব ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র কমিটি চাই। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আর বীরের বেশে তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। বলেন, বিএনপির রাজ-নীতিই আমার জীবনের শুরু ও শেষ রাজনীতি।

সভায় আখতার হোসেন বাদল তার মূল বক্তব্যের আগে নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি’র কমিটি ঘোষণা করেন। উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীরা হাত তুলে এই কমিটির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, যে স্বপ্ন দিয়ে দেশের জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে তা আজো পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্রকারী, দূর্নীতিবাজ, ফাসিস্ট। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। আমাদের পাসপোর্টে পরিচয় আমরা ‘বাংলাদেশী’, ‘বাঙলী’ নই। আর আওয়ামী লীগ দাবী করে জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনি, যখন তো জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন না। আর ৭৫ জিয়া ছিলেন অবিসংবাদিক একজন মেজর। যিনি সিপাহী-বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেন। বক্তারা বলেন, সময় আসছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সহ বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর যেসকল নিপীড়ন-নির্যাতন, লাঞ্ছনা চালানো হয়েছে দেশের মানুষ তার পাই পাই হিসাব নেবে। বিএনপির নেতৃত্বে দেশে যে জন জাগরণ উঠেছে তা আওয়ামী লীগ চোখেও দেখছে, জাগরণের শব্দ কানেও শোনছে না। তাই আওয়ামী লীগের পতন ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু চাওয়ার নেই।

বক্তারা বলেন, ৭৫-এর সাতই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লব না ঘটলে বাংলাদেশ অন্যরকম হতো। তিনি বলেন, আজ আমরা স্বাধীন দেশে বাসবাস করলেও মনে হয় আমরা স্বাধীন নই। তাই অগামী ১০ ডিসেম্বর আমাদের দেশটা নতুন করে স্বাধীণ করতে হবে। এজন্য প্রবাসীদের যার যার অবস্থান থেকে বিএনপি’র চলমান আন্দোলনকে সফল করতে সহযোগিতা করতে হবে। বক্তারা দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদলের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সভায় ঘোষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি’র কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- সালেহ আহমদ মানিক, সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মুকুল, সহ সভাপতি- শামসুল হক, শরিফুল আলম, প্রফেসর আহসান উল্লাহ মিন্টু, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মোহাম্মদ মুরাদ রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বাহার, মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজুল আলম, আবু নাছের ও মোহাম্মদ খায়রুল বাশার, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন শিপন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- হোসাইন মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ রিন্টু আলম, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ মীর হোসেন, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ফরহাদ, মোহাম্মদ মোহন পাটোয়ারী, ফয়সাল আহমদ পাটোয়ারী, সাংগঠনিক সম্পাদক- আশরাফুল আলম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- কামরুজ্জামান লাবলু, মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, মোহাম্মদ রিপন ও মাসুদ মিয়া, প্রচার সম্পাদক- তৈমুর রহমান এবং সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জাকির হোসেন, মোক্তার হোসেন, মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ মোতায়ের হোসেন জয়, আব্দুল জলিল, আবুল খায়ের, মোহাম্মদ রিংকু, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ শাহেন শাহ, মোহাম্মদ ইমাম আলী, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মোহাম্মদ হায়দার আলী, মোহাম্মদ রাজু আহমদ ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান শিপন। উল্লেখ্য, আলোচ-নার ভিত্তিতে কোষাধ্যক্ষ পদ পরবর্তীতে পূরণ করা হবে। এদিকে বিএনপি নেতা আখতার হোসেন বাদল জানান, গত ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা আব্দুস সালামের সাথে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়ে পর তিনি (আব্দুস সালাম) আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। যার শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে। জানা গেছে, আব্দুস সালামের সাথে অনিষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক দেলেঅয়ার হোসেন, আখতার হোসেন বাদল, সালেহ আহমদ মানিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বেইজমেন্ট ভাড়া

বায়তুর মামুর মসজিদ এবং ইউক্লিভ সাবওয়ের কাছে ২ বেড রুম, কিচেন ডাইনিং বাথসহ একটি সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার ঠিকানা: ৬৭৩ ইউক্লিড এভিনিউ। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৫-৯৮১০
অক্টো-২৪/৩১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

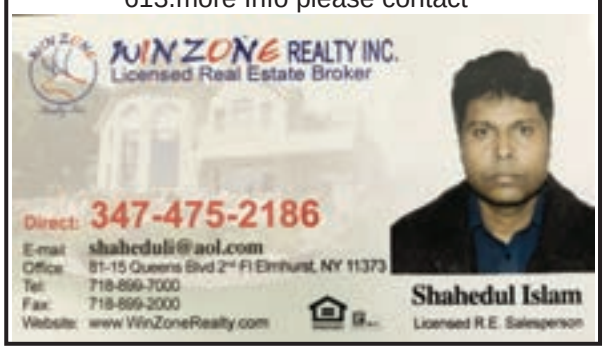
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





সভাপতি বড় ভূঁইয়া সাধারণ সম্পাদক টুটুল

(শেষের পাতার পর)

এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সল চিশতি । বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী ।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া । সঞ্চালনায় ছিলেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুল ।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জাতীয় পার্টির সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য, বিশিষ্ট কলামিস্ট সাঈদ তারেক, জাফর মিতা, আলতাফ হোসেন, মাহাবুবুর রহমান অনিক, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সবির লস্কর ও আব্দুন নূর ।

জানা গেছে, সম্মেলনে আগামী ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য নেতা নির্বাচন করা হয় । সভাপতি পদে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ব্যতিত অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সভাপতি হিসেবে মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়াকে নির্বাচন করা হয় । সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রথমে চার জন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও মো: আলতাফ হোসেন তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন । সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন আসেফ বারী টুটুল, জাফর মিতা ও মাহাবুবুর রহমান অনিক । পরবর্তীতে তিন জন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর মধ্যে সরাসরি ভোট হয় । এবং মোট ৪৬জন কাঙ্সিলর ভোট প্রদান করেন । নির্বাচনী ফলাফলে ৩৩ ভোট পেয়ে আসেফ বারী টুটুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন । জাফর মিতা পেয়েছেন ৭ ভোট এবং মাহাবুবুর রহমান অনিক পেয়েছেন ৬ ভোট ।

তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্বাচন পরিচালনা করেন । জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সল চিশতি ৩ সদস্যের এই কমিটিতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন । বাকী দু'জনের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী । কাউন্সিলররা সরাসরি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন ।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে পেনসিলভেনিয়া, নিউজার্সী, বাফেলো, ফ্লোরিডা, কানেকটিকাটসহ বিভিন্ন স্টেট/শহর থেকে নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএপি'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্ত বক্তব্য রাখেন ।

এদিকে সম্মেলনের পরের দিন সোমবার (৭ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মী সমর্থকরা বিজয় ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে বিজয় উৎসব করেন । এ সময় দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন ।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন আবেদ চৌধুরী, শাহাজাহান সাজু, আব্দুল কাদির লিপু, আ ন ম খায়রুল আলম, হাবিবুর রহমান হাবিব, হাবিবা বেগম, কান্তা হোসেন, রোজি ফাহিমা, শামীম আহমেদ, ওয়াসিম খোন্দকার, রবিউল আলম, রুবেল আহমেদ, এন রুবেল, মমিন উদ্দিন, মেহেরুজ্জামান জেবলিন, মনিরুল ইসলাম, নূর ইসলাম বর্ষণ, গোলাম সরোয়ার চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ ।

অপরদিকে মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া জানান, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । এ মাসেই যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে ।

শীতে উপকারী ৭ খাবার

(শেষের পাতার পর)

কমে যায় । মূলত দু'টি কারণে এমনটা ঘটে । তিন বেলা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে খাবার হজম করার জন্য দিন অনেকটাই ছোট । সেই সাথে আরেকটি কারণ হলো কম নড়াচড়া করা । শীতের সময়ে আমরা একটু অলস সময় কাটাতেই পছন্দ করি । বিছানার উষ্ণতা ছেড়ে সহজে উঠতে চাই না । এক জায়গায় দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যাস আমাদের মেটাবলিজম প্রক্রিয়া ধীর করে দেয় ।

কম হাঁটাচলার কারণে আমাদের বদ হজম, পেট ফাঁপা, প্রদাহ ও কখনো কখনো মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় । শীতে এ ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে খাবারের তালিকায় রাখতে পারেন ভিটামিন বি৬ যুক্ত সাতটি খাবার । এই ভিটামিন কিছু খাবারে প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যায় আবার চাইলে সাপ্লিমেন্ট হিসেবেও যোগ করা যায় । ভিটামিন বি৬ শরীরের অনেক সমস্যার সমাধানে কাজ করে । এটি মেজাজের উন্নতি করে, দূর করে ডিপ্রেশন । এটি শরীরকে ঠিক রাখতে কাজ করে । এই খাবারগুলোতে আপনি প্রয়োজনীয় ভিটামিন বি৬ পাবেন-

দুধ : ভিটামিন বি৬-এর অন্যতম ভালো উৎস হলো দুধ । তরল দুধ পান করতে পারেন অথবা প্রতিদিনের নাস্তার সাথেও যোগ করতে পারেন । দুধের সাথে ওটস বা কর্নফ্লেক্স মিশিয়ে খেতেও ভালো লাগবে । পুষ্টিকর এই খাবার সব বয়সীদের জন্যই উপকারী । বিশেষ করে বয়স্কদের খাবারের তালিকায় দুধ রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা । দুধ বা দুধজাতীয় খাবার খেলে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে ।

গাজর : ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ গাজর শীতের মৌসুমে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় । একটি মাঝারি মাপের গাজরে এক গাস দুধের চেয়েও বেশি ভিটামিন৬ থাকে । সেই সাথে গাজরে থাকে প্রচুর ফাইবার ও ভিটামিন এ । তাই এ সময় অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচতে নিয়মিত গাজর খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

কলা : ওজন কমানোর চেষ্টা করলে প্রতিদিন একটি করে কলা খাওয়ার অভ্যাস করুন । ভিটামিন বি৬-এর পাশাপাশি কলায় থাকে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার । তাই শীতের এই সময়ে উপকারী একটি খাবার হতে পারে কলা ।

পালংশাক : সবুজ পাতাযুক্ত এই শাকে আছে আয়রন, ফোলেট ও পটাশিয়াম । শীতের এই মৌসুমে উপকারী এই শাক আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখতে চেষ্টা করুন । এতে শরীর সুস্থ রাখা সহজ হবে ।

মুরগির কলিজা : মুরগির কলিজা খেতে ভালোবাসেন অনেকেই । এই খাবার শীতের সময়ে আপনার জন্য আরো বেশি উপকারী হয়ে উঠবে । ভিটামিন বি৬ ছাড়াও এতে আছে প্রচুর ফোলেট ও আয়রন । এই খাবারের আছে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা ।

ডিম : শীতের সময়ে ডিম খেলে তা কেবল আমাদের ভেতর থেকে উষ্ণই রাখে না, সেই সাথে এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকরও । ডিমের অমলেট কিংবা সেদ্ধ ডিম খেতে পারেন । প্রতিদিন একটি করে ডিম খেলে মিলবে অনেক রকম উপকারিতা । এটি সকালের নাস্তায়ও একটি ভালো খাবার হিসেবে কাজ করে ।

মটরশুঁটি : শীতের সময়ের আরেকটি সহজলভ্য সবজি হলো মটরশুঁটি । মটরশুঁটিতেও থাকে প্রচুর ভিটামিন বি৬ । এই সবজি খেলে পাওয়া যায় আরো অনেক উপকারিতা । সালাদের সাথে রাখতে পারেন এটি । কিংবা আলু, গাজরের সাথে ভেজেও পরিবেশন করা যায় । সেদ্ধ মটরশুঁটি আরো অনেক খাবার তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন । -ইন্টারনেট ।

শিশু মনে এঁকে যান হেরার

(শেষের পাতার পর)

কাজের আঞ্জাম দিচ্ছেন । শরীফ গ্রন্থ , তার পাঠদান পদ্ধতিও শরীফ হবে এটাই তো স্বাভাবিক । আমরা জানি, এই মহাগ্রন্থ এমন এক মহান সত্তা থেকে প্রেরিত যিনি সুবহানাহু তা'আলা । যেই বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তিনি রুহুল আমীন বা জিবরীল আমীন আ: একজন মহান ফিরিশতা । তিনি সারোয়ারে আলম মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন । তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি কি ছিল তা আমরা কমবেশী জানি । চলুন, আমরা প্রথমেই আল কুরআন থেকেই জেনে নেই । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে নবী এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না । তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব । তাই যখন পড়ি তখন মনযোগ দিয়ে শুনবে । অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব ।" (সুরা কিয়ামাহ:১৬-১৯)

কুরআন পড়া, অনুধাবন ও মুখস্ত করা ফযিলতপূর্ণ কাজ । শুরতেই বলা হয়েছে, এটি একটি মহিমান্বিত কিতাব । সুতরাং এর পাঠ, পঠন ও পাঠদানে অবশ্যই আমাদেরকে অত্যন্ত ভদ্র, পরিশীলিত ও মার্জিত হতে হবে । এটি পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থের মতো নয় এবং এর পাঠদান পদ্ধতিও অন্যান্য পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় । আমাদের অনেকেই কুরআন নাযিলের ইতিহাস সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানি ।

সকল মানুষকে আল্লাহ একই স্মৃতিশক্তি দান করেননি । কারো স্মৃতিশক্তি তিক্ষ্ণ কারো স্মৃতিশক্তি ভাসাভাসা । যার স্মৃতিশক্তি কম তাকে জোর করে কোন কিছু মুখস্ত করানো অন্যায় । শিশুকাল অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি সময় । এ সময় কোন শিশুকে নির্যাতন করা রাসুলের সা: সুন্নাহর সম্পুর্ণ বিরোধী । রাসুলুল্লাহ শিশুদের সাথে কি আচরণ করতেন তা তাঁর জীবনী থেকে জেনে নিবেন । তবু সংক্ষিপ্তাকারে নিচে কিঞ্চিত পেশ করা হলো । শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অত্যাধিক দূর্বলতা । তাদের কাছে পেলে কোলে তুলে নিতেন, তার মাতায় হাত বুলাতেন, আদর করতেন, দু'আ করতেন । শিশুদের মন ভুলানোর জন্য চমক লাগানো কথা বলতেন । যেমন বলতেন,'টিকটিকিরা ভাই রাতে মশার চোখে ঘা মারে দাঁতে ।' একবার এক শিশুকে চুমু খেতে খেতে বলেছিলেন: শিশুরা আল্লাহর বাগানের ফুল । শিশুদের নাম রাখতেন । কখনো কখনো শিশুদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পুরস্কারের ভিত্তিতে দৌড়ের প্রতিযোগীতা করাতেন যে, দেখবো কে আগে আমাকে ছুঁতে পারে । শিশুরা দৌড়ে আসতো, কেউ তার পেটের ওপর, কেউ বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো । তাদের সাথে হাসি তামাশা করতেন । যেমন হযরত আনাসকে কখনো কখনো বলতেন, 'ও দুই কান ওয়ালা!' হযরত আনাসের ভাই আবু উমাইয়ের পালিত পাখির ছানাটি মরে গেলে সে উদাস ভাবে বসেছিল । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাড়ি এসে ডাক দিলেন, 'ও আবু উমাইয়ের, কোথায় তোমার নুগায়ের(পাখির শাবক)? আরেক শিশু আব্দুল্লাহ বিন বশির-এর মাধ্যমে তার মা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আংগুর পাঠালেন । সে পথিমধ্যে সব আংগুর খেয়ে ফেললো । পরে জানাজানি হয়ে গেল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদরের সাথে তার কান ধরে বললেন,' ওরে ধোকাবাজ, ওরে ধোকাবাজ' । প্রবাস থেকে আসার পথে যে শিশুকে পথে দেখতেন, সওয়ারীর পিঠে চড়িয়ে আনতেন । ছোট্ট শিশু হলে সামনে ও বড় শিশু হলে পিছনে বসাতেন । মৌসুমের প্রথম ফলমূল আনা হলে তা বরকতের দু'আসহ কোন শিশুকে আগে খেতে দিতেন ।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন কোন শিশুর অন্তরে গেঁথে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার । আপনি শুধুমাত্র তাঁর জীবনের হুইলখানি ধরে রাখবেন । মনে রাখবেন, পিঠিয়ে মেরে কারো ভেতর কুরআন আপনি ঢোকাতে পারবেন না । বরং রাসুলুল্লাহর সা: মতো তাদেরকে আদর করুন, মাথায় হাত বুলান, বুকে টেনে নিন । খাবারের সময় তাদের সাথে নিয়ে খেতে বসুন । উৎসাহ-উদ্দীপনা দিন । সে যে কাজকে ভালবাসে একান্ত নাজায়েজ হলে দরদের সহিত তার কুফল ধরে তুলুন । বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে তাদেরকে পুরস্কিত করুন । বিভিন্ন খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিন । মাঝে মধ্যে আল কুরআনের বিভিন্ন কাহিনী সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলুন ।

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, শিশুরা দুর্বল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী । তাই তাদের সাথে কোমল ও নরম আচরণ করতে হবে । তাদের শিক্ষা দান করতে হবে মায়ের স্নেহ, ভালবাসা ও মমতা দিয়ে । তাদেরকে শাস্তিদান তো দুরের ব্যাপার, বরং তাদের সাধে কথা বলার সময় অবশ্যই কর্কশ, ধমক ও কঠোরতা পরিহার করতে হবে । রাসুলুল্লাহ সা: ছিলেন শ্রেষ্ট শিক্ষক । ছোট বড় সকলের সাথে কোমল, ভদ্র ও নম্র আচরণ করতে এবং তিনি এগুলো করার জন্য নির্দেশ দিতেন । রাসুলুল্লাহ সা কে তাঁর প্রভু হঠকারী ও কঠোরতাকারীরূপে প্রেরণ করেননি; বরং সহজ-কোমল আচরণকারী শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন ।

"রহামনের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে ।"(সুরা ফুরকান:৬৩)

হযরত জাবির রা: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি নম্র আচরণ থেকে বর্ণিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত ।"(মুসলিম:৬৪৯২, কিতাবুল বির্র ওয়া সিলাহ.....বাবু ফাযলির রিফকে, ইফা:৬৩৬২ ই,সে.৬৪১২)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, হে আয়েশাহ! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী । তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন । তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না. আর অন্য কিছুর দরুনও দান করেন না ।" (মুসলিম:৬৪৯৫, কিতাবুল বির্র ওয়া সিলাহ.....বাবু ফাযলির রিফকে, ইফা:৬৩৬৫ ই,সে.৬৪১৫)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সা: বলেছেন, নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমি-ত করে । আর যে কোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কুলুষিত করে ।" (মুসলিম:৬৪৯৬, কিতাবুল বির্র ওয়া সিলাহ.....বাবু ফাযলির রিফকে, ইফা:৬৩৬৬ ই,সে.৬৪১৬)

শিশুদের শিক্ষাদান অত্যন্ত কঠিণ একটি কাজ । যারা এই পেশা গ্রহণ করেছেন. অবশ্যই আপনাদের মর্যাদা সুউচ্চ । তাদের ধৈর্যশক্তিও যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে । শিশুরা অত্যন্ত চঞ্চল-চপল । হৈ হুল্লোর তাদের সাধারণ স্বাভাবিক স্বভাব প্রকৃতি । তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার । শিশুদের আচরণে শিক্ষকদের মধ্যে ক্রোধের ভাব সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক । কিন্তু সে মহুর্তে তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে । কোনক্রমেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না । বরং নিরবে নিজের রাগকে হজম করুন এবং কোমল ও দরদী হৃদয় নিয়ে তাকে কাছে ডেকে নিন এবং তাকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করুন । ইনশা'আল্লাহ মহান আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার ছাত্রকে বরকত দান করবেন । কুরআন মহিমান্বিত ও পবিত্র কিতাব আপনার শিক্ষাদানও হবে পবিত্র ও ভদ্রোচিত উপায়ে ।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী স্কলারগণ ছাত্রদের প্রহার ও কঠোরতাকে ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রহার ও ধমক দেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন । সাথে সাথে এ-ও বলেছেন যে, এটি উস্তাদদের অযোগ্যতা ও ভুল শিক্ষা পদ্ধতির নমুনা । প্রহারের ফলে শিশুদের মনে শিক্ষকের প্রতি খারাপ ও বিতৃষ্ণা ভাব সৃষ্টি হয় । তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং তারা লেখা-পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । মনে রাখবেন, আপনার কঠোরতা ও প্রহারের কারণে শিশু বাচ্চাদের মধ্যে কিছু বদ-স্বভাব গড়ে উঠে । আপনার প্রহার থেকে বাঁচার জন্য সে মিথ্যা বলা শিখে । হিংসাত্বক ও দুস্কর্মের মানসিকতা সৃষ্টি হয় । এছাড়াও আরো বহুমুখী ক্ষতিকর স্বভাব তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে ।

সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি হলো, দ্বীনি শিক্ষার প্রতি সর্বসাধারণ মধ্যে বিরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে । এ জন্য কেউ তার সন্তানকে মাদ্রাসায় দিতে চায় না । সর্বসাধারণের এই অনীহা পরোক্ষভাবে ইসলামের প্রতি অনীহা । মানুষকে নৈতিক শিক্ষা থেকে দুরে ঠেলে দেয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে । ভয় করুন সেই দিনকে ।

মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে প্যাটারসন

(শেষের পাতার পর)

অধ্যুষিত নিউজার্সীর প্যাটারসন সিটির চাবি তুলে দেয়া হয়েছে । প্যাটারসন সিটি মেয়র আন্দ্রে সায়েঘ প্যাটারসন গত ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সিটি হলে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই চাবি তুলে দেন । পরে আরিফুল হক আন্দ্রে সায়েঘকে সিলেট ভ্রমণের আমন্ত্রন জানান ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন সিলেটের দুইবারের নির্বাচিত জনপ্রিয় মেয়র বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরী । এই সময় নিউজার্সী ষ্টেটের মেয়র আন্দ্রে সায়েঘ আরিফুল হককে সিটি হলে আমন্ত্রন জানান । পরবর্তীতে সিটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্যাটারসন সিটির চাবি তুলে দেন ।

এদিকে সিলেটের জনপ্রিয় মেয়র আরিফল হককে সম্মান দিতে পারে আভিভূত প্যাটারসন সিটি মেয়র আন্দ্রে সায়েঘ । অনুষ্ঠানে এমন সম্মানের প্রতিক্রিয়ায় সিটি মেয়র আরিফুল হক বলে এই প্রাপ্তি সিলেটের মানুষের ।

অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহীন খালেক, কাউন্সিলওমেন মার্টিজা ডেভিলা, কাউন্সিল ম্যান মোহাম্মদ হুসাইন বক্তব্য রাখেন ।

সিটির প্লানিং বোর্ড কমিশনার বদরুল হাসান, ইমরান হুসাইন এবং কমুনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সালেহ ঘানি, সাইয়েদ জুবের আলী, জুয়েল খালিক, সায়িইদুর রহমান , নওশাদ মিয়া, আব্দুর রবসহ অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

পরে মেয়র আরিফুল হক নিউজার্সীতে নির্মিত নর্থ আমেরিকায় প্রথম শহীদ মিনার পরিদর্শনে যান ।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

স্মরণ সভা ২০ নভেম্বর রোববার বিকেল ৪টায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে ।

মানিকগঞ্জ শহরবাসী ইউএসএ আয়োজিত মিলনমেলা ২০ নভেম্বর রোববার বিকেল ৪টায় জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হল ।

ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান ২৬ নভেম্বর শনিবার বিকেল ৩টায় নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেল (১০৪-০৪ ডিটমার্স বুলেভার্ড, ইষ্ট এলমহার্স্ট) ।

নিউইয়র্কে জালালাবাদবাসীর সংবর্ধনায় মেয়র আরিফ

‘সিলেটের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছি’

বিশেষ প্রতিনিধি: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নাগরিক সংবর্ধনা সমাবেশে সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেটের উন্নয়ন-অভিযাত্রা প্রসঙ্গে বললেন, সিলেট সিটিকে সর্বাধুনিক একটি নগরীতে পরিণত করার অভিপ্রায়ে বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা করে আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে একটি মহাপরিকল্পনা সরকার সমীপে সাবমিট করেছি। যেখানে সিটি কর্পোরেশনকে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। পানি নিষ্কাশনসহ রাস্তা, পরিবেশ সুরক্ষার্থে সবুজায়ন, ভবনগুলো সুবিন্যস্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। সেটির অনুমোদনের পর বাস্তবায়িত হলে আশা করছি সিলেটের চেহারায় অনেক পরিবর্তন আসবে।

নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডস্থ সংলগ্ন গুলশান টেরেস মিলনায়তনে রোববার (৬ নভেম্বর) দুপুরে জালালাবাদ এসোসিয়েশন আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মেয়র আরিফুল হক উপরোক্ত কথা বলেন। বিএনপি নেতা আরিফ এবার দিয়ে দু'বার নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি করপোরেশনের সরকারী কাজে যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হক খান।

সভায় বিএনপি নেতা ও সিটি মেয়র আরিফ হক চৌধুরী বলেন, সিলেটের প্রতিটি মেডিক্যাল সেন্টার তথা হাসপাতালকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয়েছি ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি নালা-নর্দমায় না ফেলে সেগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা হবে। এরফলে পানি দূষণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এই পরিকল্পনাকে সকলে সমর্থন দিয়েছেন।

দলমত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকার প্রবাসীগণের এ সমাবেশে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিপুল করতালির মধ্যে আরো বলেন, নগরবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে এশিয়ার মধ্যে সেরা বলে বিবেচিত সিলেটে যে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল নির্মাণ করেছি, তার উদ্বোধন হবে ৫ ডিসেম্বর। এর আগে চমৎকার একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করেছি।

সিলেটের চলমান উন্নয়নের আলোকে মেয়র আরিফ উল্লেখ করেন, আগামী জানুয়ারীতে যারা দেশে যাবেন তারা দক্ষিণ সুরমাকেও সহজে চিনতে পারবেন না। সেভাবেই সাজানো হচ্ছে পুরো এলাকা। রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতার কবল থেকেও সিলেটকে রক্ষার চেষ্টা করেছি। অনেকটা সফলও হয়েছিলাম। তবে সাম্প্রতিক বন্যার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটো হাওর পুরোপুরি বেদখল হয়ে গেছে। এরফলে পানি নিষ্কাষনের চ্যানেল ঠিকমত কাজ করেনি। ৫ থেকে ৬ ফুট উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে পারেনি। হাওরগুলো হচ্ছে সিটির বাইরে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সিলেট থেকে কোম্পানীগঞ্জের মধ্যে যে সড়ক, সে রোডের একটি অংশ বঙ্গবন্ধু হাইড পার্ক হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। সেখানে পানি নিষ্কাষণের চ্যানেলগুলো



যেভাবে থাকার কথা সেভাবে আমরা রাখতে পারিনি। যারজন্য, আসাম ও চেরাপুঞ্জের বৃষ্টির পানির ঢল সিলেট শহরে এসেছে। এহেন অবস্থার অবসানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে একটি বিবরণী সাবমিট করেছি তাঁর হাতে। সেখানে আমি উল্লেখ করেছি যে, সিটি কর্পোরেশনের অর্থে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা দরকার। গত একশত বছরের মধ্যে সুরমা নদী খনন করা হয়নি, সে অনুরোধও রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সমীপে।

মেয়র বলেন, আমি নির্বাচিত হবার ১০/১৫ বছর আগে উপশহরগুলো গড়ে উঠেছে। সেগুলোর পানি নিষ্কাশন বা জলাবদ্ধতা দূর করার কোন সুযোগই নেই। সেগুলো পার্শ্ববর্তী নদীর পানির উচ্চতা থেকে ৪/৫ ফুট নীচুতে। ফলে বন্যার প্রারম্ভেই সয়লাব হয়ে যাচ্ছে সেগুলো। সে ব্যর্থতার দায়ও আমাকে নিতে হচ্ছে।

এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের পরিচালনায় এ সংবর্ধনা সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, নিউজার্সী প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক, বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, আওয়ামী লীগ নেতা মোজাহিদুল ইসলাম, এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এডভোকেট নাসির উদ্দিন, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্জুর চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন, জাসদ নেতা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, আওয়ামী লীগ নেতা শাহীন আজমল, বিএনপি নেতা খলকুর রহমান, মিজানুর রহমান, আতিকুল হক আহাদ, সাইফুল খান হারুন, এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক এবাদ চোধুরী, কলামিস্ট আহবাব চৌধুরী খোকন, হাজী লেইছ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক উপদেষ্টা আব্দুস শহিদ, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিয়ানীবাজার সমিতির প্রেসিডেন্ট আব্দুল মান্নান, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি আব্দুল মালেক লায়েক।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 14 // 2022

বাহরাইনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : বাহরাইনে গতকাল বিরোধী দল ছাড়াই পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশটির ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৪৬৭ জন পার্লামেন্টের ৪০টি আসন ও ৩০টি মিউনিসিপ্যাল আসনের জন্য ভোট দিয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৯৪ নারীসহ মোট ৫০০ প্রার্থী অংশ নিয়েছেন, যা ২০১৮ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের চেয়ে দ্বিগুণ। তবে দেশটির নির্বাচন নিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারণ, ভোটের আগে বিরোধী দলের নেতাদের রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি বলেছে, এ সাধারণ নির্বাচনে পরও দেশটিতে দমন-পীড়নের পরিবেশ এবং বাহরাইনে বছরের পর বছর ধরে মানবাধিকার পরিস্থিতির সমাধান হবে না। এর আগে ২০১১ সালে দেশটির শিয়া মুসলমানদের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করা হয়।







জেবিবিএ'র উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল এবং তবারক বিতরণ করেছে 'গিয়াস-তারেক' নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই (জেবিবিএ)। শনিবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান সহ অন্যান্য নিজ হাতে তবারক হিসেবে ভাত, গরুর মাংস ও ডাল বিতরণ করেন। সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী লাইনে দাঁড়িয়ে তবারক গ্রহণ করেন। খবর ইউএনএ'র।

মাগরেবের নামাজের পর নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব এবং সভা পরিচালনা করেন জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ। এতে মহানবীর (সা:) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুফতি ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী বদরপুরী ও মুফতি আব্দুল মালেক এবং প্রধান আলোচক ছিলেন সৈয়দ মুফতি আনসারুল করিম আল আজহারী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে ধন্যবাদ জ্যাপন করেন জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান। এরপর অতিথি ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জ্যামাইকার হাজী ক্যাম্প মসজিদের ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, মেয়র এরিক অ্যাডামসের অন্যতম উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম হারুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ডা. মাসুদুর রহমান, জেবিবিএ'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর নূর বড় ভূইয়া, সাবেক সভাপতি শাহ নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কিউ জামান, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের সভাপতি শাহ শহীদুল হক সাঈদ, শোটাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম সহ জেবিবিএ'র কর্মকর্তা মোল্লা এম এ মাসুদ, হাসান জিলানী ও জাকির হোসেন সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচন

মানিক-ইউসুফ প্যানেলের তিন প্রার্থী জয়ী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর নোয়াখালী-বাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন 'গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচনে 'মানিক-ইউসুফ' প্যানেলের তিন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ভোটে নির্বাচিত হলেন- কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিন (পুন:নিবাচিত), সাং-গঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাবু এবং সহ কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন (পুন:নির্বাচিত)। গত ৩০ অক্টোবর রোববার ব্রুকলীনের পিএস ১৭৯ স্কুল মিলন-য়তনে এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'মানিক-ইউসুফ' প্যানেলের সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৭টি পদের মধ্যে ১৪টি পদের প্রার্থীরা ইতিপূর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচত হন। সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক পুন:নির্বাচিত এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ ইউসুফ (জসিম) নির্বাচিত হয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সোসাইটির ১ হাজার ১৮২জন ৮৮৮জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী মহিউদ্দিন পেয়েছেন ৬০৫ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামানন পেয়েছেন ২৬৭ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাবু পেয়েছেন ৬১৮ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী পেয়েছেন ২৫৬ ভোট এবং সহ কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী জামাল উদ্দিন পেয়েছেন ৬০৫ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি আমির হোসের পেয়েছেন ২৬৭ ভোট।

দিনভর ভোট গ্রহণ শেষে রাতে ভোট গণনার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহেল (হেলাল) নির্বাচনী ফলাফল ঘোসণা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের নাম অফিসিয়ালী ঘোষণা করেন। এসময় বিজয়ী প্রার্থী ও তার সমর্থকরা শ্লোগান তুলে উল্লাসে ফেটে পড়েন।

জানা গেছে, উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয় বিলম্বে। ভোটিং মেশিনে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার কারণে সকাল ৮টায় ভোট শুরু না হয়ে বিলম্ব হয়। অবশ্য এই বিলম্ব সময় পরবর্তীতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনে ৪টি ভেটিং মেশিন ব্যবহার করা হয়। ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন- মোহাম্মদ আবুল কাশেম, এ কে এম রশীদ আহমেদ, শাহজাহান কবীর ও মোহাম্মদ জয়নাল। নির্বাচন কমিশনের দাবী নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

এদিকে নির্বাচন ঘিরে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচারণায় ভোট কেন্দ্র ছিলো উৎসবমুখর। বিশেষ করে সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সোসাইটির ট্রাষ্টি সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সংগঠনের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ, বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজু মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন, মঙ্গলবার ঘোষণা দেবেন ট্রাম্প!

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ নভেম্বর : আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আবার নির্বাচনী দৌড়ে নামতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই দাবি করলেন সে দেশের সাবেক প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ দিনের পরামর্শদাতা জেসন মিলার। একটি রেডিও অনুষ্ঠানে মিলারের আরো দাবি, মঙ্গলবারই এই ঘোষণা করবেন ট্রাম্প।

২০২৪ সালের হোয়াইট হাউস দখলের লড়াইতে অংশ নিতে ট্রাম্প যে বদ্ধপরিকর, সে কথাও জানিয়েছেন মিলার। স্টিফেন ব্যাননের রেডিও শো 'ওয়ার রুম'-এ তিনি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়ে তিনি যে নামবেন, তা মঙ্গলবার ঘোষণা করবেন ট্রাম্প।' ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মিলার আরো জানিয়েছেন, এ বিষয়ে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে তার সরাসরি কথা হয়েছে। ও সময় ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ে না নামার কোনো প্রশ্নই নেই।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ে হারিয়ে হোয়াইট হাউসের দখল নিয়েছিলেন ট্রাম্প। পরের বছরের জানুয়ারিতে আমেরিকার ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ করেন তিনি। যদিও



পরেরবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডো বাইডেনের কাছে হেরে যান ট্রাম্প।

আবার কি তাকে এই লড়াইয়ে দেখা যাবে? মিলারের দাবি, খোদ ট্রাম্প তাকে বলেছেন, 'অবশ্যই, আমি (প্রেসিডেন্ট পদের) দৌড়ে রয়েছি। সেটাই করতে চলেছি। লোকজন যাতে জানতে পারে যে আমি তেতে রয়েছি, সেটাই নিশ্চিত করতে চাই। দেশকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের।'

মঙ্গলবার ফ্লরিডায় জনসমক্ষে তিনি সে ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন মিলার।





তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র বিক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব মো: বদিউল আলম।

সভায় নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে তাদের ভাষায় 'অবৈধ আওয়ামী সরকার'কে হুঁশিয়ার করে বলেন অনতিবিলম্বে যদি তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানের গ্রেফতারী পরোয়ানা বাতিল না করা হয় তাহলে দেশে এবং প্রবাসে দূর্বার আন্দলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির আহবায়ক আহবাব চোধুরী খোকন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী ও সাবেক ছাত্রনেতা গনতন্ত্র পূনঃউদ্ধার মঞ্চ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি জসিম উদ্দিন সহ আরও অনেকে

প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে বিশাল একটি মিছিল সহকারে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করার অনুষ্ঠানের সভাস্থলে মিলিত হন।

দ্বিতীয় পর্বে নিউইয়র্কের ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে নিউ-ইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি' দিবস উৎযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং অনুষ্ঠানটি সন্চালনা করেন সদস্য সচিব মো: বদিউল আলম এবং তাকে সহযোগীতা করেন যুগ্ম সদস্য সচিব ছাইদুর খান ডিউক। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নি-উইয়র্ক মহানগর উত্তরের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, ষ্টেট বিএনপি'র সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক অন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মহানগর দক্ষিণ নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ও মহানগর উত্তরের যুগ্ম আহবায়ক কমি-টির মধ্যে দক্ষিনের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, যুগ্ম আহবাযqক এমলাক হোসন ফয়সাল, যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন নাসির, মো: আবুল কাসেম, জীবন সফিক, জিয়াউল হক মিশন, আনিসুর রহমান, শরিফুল খালিশদার, মো: নাসির উদ্দীন, খলকুর রহমান, সাহাদাত হোসেন রাজু, রিপন মিয়া, কামাল উদ্দীন দীপু, বদরুল হক আজাদ, মানিক আহমেদ, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, কামরুল হাসান, গোলাম এন হায়দার মুকুট প্রমুখ।

সভায় উল্লেখ্যযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে মো: জসিম উদ্দীন, মো: কামাল হোসেন, জামালুর রহমান চৌধুরী, শেখ জহির, জোহরা বেগম, দেওয়ান কাওসার, ইকবাল হোসেন, সাহাদাত হোসেন রাজু, মো: সহিদুল হক, মানিক আহমেদ, মো: মনিরুল ইসলাম, মো: ইয়াসিন আলী, এম শহিদুল ইসলাম সিকদার, এ আর মাহবুবুল হক, এ কে এম আজিজুল বারী তিতাশ, আব্দুল হামিদ, জামাল হোসেন, মো: মনিরুল ইসলাম, মো: শহিদুল হক, মাহফুজ হাসান, মো: হাসান, মো: মমতাজ উদ্দীন, মো: কামাল উদ্দীন, মো: সোলায়মান, মেভ: মোজাম্মেল হক, মো: লিয়াকত আলী ও এম এ ছাত্তার সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির তার বক্তব্যে বলেন, সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে আমাদের শপথ নিতে হবে, অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়ন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আবারও বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস সরকারী ভাবে পালন করা হবে ইনশাল্লাহ।

উল্লেখ্য, প্রতিবাদ সভাটিকে সফল করার জন্য নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে প্যাটারসন সিটির চাবি প্রদান

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর হাতে বাংলাদেশী **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

SECI Sonali Exchange
A Subsidiary of Sonali Bank

সোনালী এক্সচেঞ্জ দেশে টাকা পাঠাতে ফি নিচ্ছে না

নিউইয়র্ক: সোনালী ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'সোনালী এক্সচেঞ্জ' বাংলাদেশে টাকা পাঠাচ্ছে বিনা ফি**(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

৪৭ বছর হয়ে গেলো



১৯৭৫ সা লের ৭ ন ভেম্বর। এ দিন জাস দের সহায়তায় ত া হের চে য়ে ছি লেন সিপা হি জনতার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ আয়োজিত আলোচনা ও **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪১পাতায়)**

হাসিনা সরকারের পতনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেশের মানুষ: মির্জা ফখরুল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএন-পির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহ-াসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম-গীর বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশকে রক্ষা করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হোন। স্বৈরাচার সকারের পতন ঘটাতে দেশের আপামর জনতাও আজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। গত ৮ নভেম্বর, মঙ্গবার যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির উদ্যোগে নিউইয়র্কের**(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সভাপতি বড় ভূঁইয়া সাধারণ সম্পাদক টুটুল

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ইসলামিক লোন প্রদান করছে ভিভিড মর্টগেজেস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে স্বপ্নের বাড়ী ক্রয়ে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যতম মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান ভিভিড মর্টগেজেস ইনক। 'ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লোনস' শ্লোগানে প্রতিষ্ঠিত ভিভিড মর্টগেজ বর্তমানে সর্বনিম্ন রেটে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিখ্যাত শেফ টমি মিয়াকে ঘিরে অন্যরকম সন্ধ্যা



যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আয়োজন হলো বাংলাদেশী খাদ্য উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী খাদ্যের উৎসব। তাও খোদ নিউইয়র্কে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আয়োজিত এধরনের ইভেন্টে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর পাশাপাশি আমেরিকার রাজনীতিবিদ এবং আমেরিকায় জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীরা **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র সভায় বক্তারা

'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ভার্চুয়াল নয়, একচুয়াল কমিটি দাবী'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সভায় বক্তারা বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার পতনে পচাত্তুরের ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের চেতনায় আরেকটি বিপ্লব দরকার। এজন্য দেশ ও প্রবাসে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

দিনাজপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটি

মোশাররফ সভাপতি রশিদ সা. সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই বছর (২০২৩-২০২৪) মেয়াদী এই **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



শিশু মনে এঁকে যান হেরার আলো

জাফর আহমাদ

মহিমান্বিত আল কুরআন। মহান এ কিতাবের পাঠ, পঠন ওপাঠদান পদ্ধতিও মহান। আমাদের যেই ভাইসব এই মহান বাণীর পাঠদান করছেন নি:সন্দেহে তিনি এক মহান **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপেই টুর্নামেন্ট সেরা

স্পোর্টস ডেস্ক: বয়স মাত্র ২৪ বছর। সুইং বোলিং দিয়ে ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়েছেন। গত বছরই তার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হয়ে যেত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইনজুরিতে তার **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

হেলথ টিপস

শীতে উপকারী ৭ খাবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীত আসছে। এ সময় অনেক তাজা শাকসবজি পাওয়া যায় বাজারে। এ সময় খাবারের বৈচিত্র্য বেশি থাকলেও খাবারের প্রতি আমাদের আগ্রহ অনেকটাই **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিনোদন

না ফেরার দেশে চলে গেলেন শিল্পী আকবর



বিনোদন ডেস্ক: সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে আকবরের পায়ের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com